কুরআনের দুর্লভ গল্প

প্রকাশনা-৭৬

কুরআনের দুর্লভ গল্প

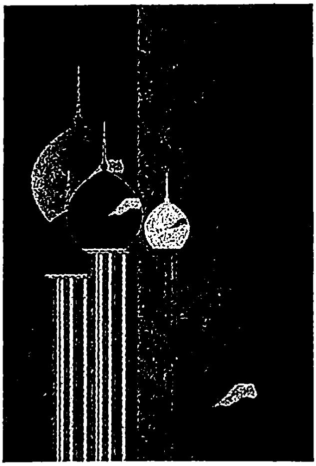

মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম
উস্তাদ : ভাষানটেক জামিয়া মুহাম্মদিয়া মাদরাসা

নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী
চকবাজার ঃ বাংলাবাজার, ঢাকা।

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

কুরআনের দুর্লভ গল্প

সংকলনে : মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম

প্রকাশক : মাওলানা মাহবুবুল হাসান

নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী

নাদিয়া ভবন, ৫৯ চকবাজার, ঢাকা।
মুবাইল : ০১৯২৫০০৯৮২৫

ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার
মুবাইল : ০১৯২৫০০৯৮২৬

পাঠকবন্ধু মার্কেট, ৫০ বাংলাবাজার
মুবাইল : ০১৯৮১৩৭০১৫৬

স্বত্ব : সর্বস্বত্ত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকাল : এপ্রিল ২০০৬ ঈসায়ী

মুদ্রন : নাদিয়াতুল কুরআন প্রিন্টার্স

আশরাফাবাদ, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা।
মুবাইল : ০১৯২৫০০৯৮২৪

বিনিময় : ১৮০ (একশত আশি) টাকা মাত্র

উপহার

"কুরআনের দুর্লভ গল্প" বই খানা

আমার ....

....   কে

স্নেহের/ শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ

উপহার

দিলাম।

উপহার দাতা ....

তারিখ ....

উৎসর্গ

আব্বা বেঁচে থাকলে
যার হাতে সর্ব প্রথম
বইখানা তুলে দিতাম
তাঁর আত্মার
মাগফিরাত কামনায়।

প্ররম্ভিকা

সমস্ত প্রশংসা পরম করুনাময় আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য। যিনি এ ধরার বুকে আমাদিগকে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে সৃজন করে সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন এবং তিনি আমাদের প্রতি অবতরণ করেছেন সর্বোৎকৃষ্ট আসমানী গ্রন্থ আল কুরআন। যা মানব জাতির জাগতিক ও পরলৌকিক জীবন বিধান। যার মাঝে রয়েছে বহু জাতির উত্থান-পতন ও লয় প্রাপ্ত হওয়ার অসংখ্য উপমা। যার বর্ণনা হাদীসের ছত্রে ছত্রে ও মুফাসসিরীনদের তাফসীর গ্রন্থে বিরাজমান। আর ঐ সকল উপমার মাঝে রয়েছে উম্মতের জন্যে বিশেষ এক শিক্ষনীয় অধ্যায় কিন্তু এগুলো উদঘাটন করা সকলের জন্যে দুঃসাধ্যবই স হজ নয়।

জাতির এ শুন্যতার প্রতি লক্ষ্য করে আমি তাফসীর গ্রন্থের বিশাল ভাণ্ডার সিঞ্চন করে ক্ষুদ্র পরিসরে সাবলিল মাতৃভাষায় কুরআনের গল্পগুলো সাজিয়েছি। যাতে সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ তা অধ্যয়নের মাধ্যমে নিজদিগকে উপকৃত করতে পারে। পুস্তকখানা অধ্যয়ন করে পাঠকবর্গ সামান্য উপকৃত হলেও আমার চেষ্টা সার্থক বলে বিবেচিত হবে। শুকরিয়া জানাই ঐ সকল মহৎ ব্যক্তিদের যারা আমাকে এ পুস্তকখানা রচনা করতে উৎসাহিত ও সহযোগিতা করেছেন। সর্বশেষে আল্লাহ তা'আলার দরবারে কায়মনোবাক্যে কামনা করি তিনি যেন আমার এ শ্রমটুকু মঞ্জুর করেন এবং একে জরিয়া করে পরপারে নাজাতের ফায়সালা করেন। আমীন॥

বিনীত

সংকলক

যেখানে যা আছে

গল্পের নাম	পৃষ্ঠা
❁ মানব সৃষ্টির ইতিকথা	৯
❁ বনী ইস্রাইলের গাভী	১১
❁ হারূত মারূত	১৩
❁ আবদ্ধ কুপ	১৫
❁ এক বরকতময় সিন্দুক	১৬
❁ অহংকারের পরিণাম	২০
❁ ঘুমের মাঝে একশত বৎসর	২১
❁ গোশ্‌তের কিমা আকাশে উড়ে	২৪
❁ কোলের শিশু কথা বলে	২৫
❁ খাদ্য খাঞ্চা	৩০
❁ প্রভুর খোঁজে একদিন	৩১
❁ মহা প্লাবন	৩৩
❁ পাষান পর্বতের উষ্ট্রী	৩৪
❁ কু-কর্মের ফল	৩৭
❁ মৎস শিকার	৩৯
❁ এক অমুসলিম মেহমান	৪০
❁ বৃদ্ধার ঘরে সন্তান	৪১
❁ হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম	৪২
❁ ইস্‌রা বা নৈশ ভ্রমণ	৬৩
❁ আসহাবে কাহ্‌ফ বা গুহাবাসী	৬৪
❁ এক মুমিন ও কাফিরের গল্প	৬৭
❁ জ্ঞাণীর সন্ধানে	৬৯
❁ সমগ্র পৃথিবী শাসনকারী এক বাদশাহ	৭৩
❁ দুই পর্বতের মাঝে আবদ্ধ জাতি	৭৫

গল্পের নাম	পৃষ্ঠা
❁ যে ব্যক্তি ইঙ্গিতে কথা বলেন	৭৮
❁ আগুন হল পুস্পোদ্যান	৭৯
❁ ন্যায় বিচার	৮২
❁ মানুষের গায়ে কীটের বাসা	৮৩
❁ যার কাছে ইবলিস ব্যর্থ	৮৬
❁ মাছের পেটে চল্লিশ দিন	৮৯
❁ কুরআন যার পবিত্রতা বর্ণণা করে	৯১
❁ পিপিলিকার কথা	৯৩
❁ সূর্য পূজারী এক সম্রাজ্ঞী	৯৪
❁ আল্লাহর এক অদ্ভুত সৃষ্টি	৯৯
❁ হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ও ফিরাউন	১০০
❁ বাজী	১৩৪
❁ দারিদ্রতা যাদের চিরসাথী	১৩৬
❁ পালক পুত্র হযরত যায়েদ	১৩৮
❁ হস্তশিল্পে বাদশাহর জীবিকা	১৪২
❁ বায়ূ যার বাহন	১৪৩
❁ মৃত্যুর পর যিনি দণ্ডায়মান	১৪৪
❁ ঐতিহাসিক মাআবের নগরী	১৪৬
❁ আজব শহর ইনতাকিয়া	১৪৯
❁ একটু খানি ভুলের তরে	১৫২
❁ মৃত্যুর শপথ	১৬০
❁ ইয়ামনের উদ্যান	১৬২
❁ যাদুকর ও দরবেশ	১৬৪
❁ প্রথম ওয়াহী	১৬৯
❁ আবাবীল ও হস্তী বাহিনী	১৭১

মানব সৃষ্টির ইতিকথা

মহা বিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যখন স্বর্গীয় ফিরিশ্তাদিগকে সম্বোধন করে ভূপৃষ্ঠে মানব জাতিকে স্বীয় প্রতিনিধি হিসাবে সৃজন করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন তখন তারা মানব সৃষ্টিতে বাধ সেজে বিনিত নিবেদন জানালেন যে, আপনি কি ভূ-মণ্ডলে এমন এক জাতি সৃজন করতে চান ? যারা তথায় পাপাচারের মাধ্যমে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে এবং নর হত্যার দ্বারা রক্তপাত ঘটাবে। যেমনটি ইতিপূর্বে জিন সম্প্রদায় করেছিল। আমরা আপনার স্বপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করি এবং আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করি। অতএব মানবজাতি সৃজন করার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। তাদের অভিমত শ্রবণ করে তিনি বললেন আমি যা জানি তোমরা তা জাননা। অতঃপর আল্লাহ তাআলা সমগ্র ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগ হতে এক মুষ্ঠি মৃত্তিকা নিলেন এবং উহাকে মহা বিশ্বের রকমারি বারি দ্বারা খামিরা তৈরী করলেন। তারপর উহা দ্বারা মনুষ্য আকৃতি নির্মান করে তাতে মানবাত্মা ফুকলেন। ফলে উহা অনুভূতি সম্পন্ন সুঠাম সুশ্রি মানবীয় আকৃতিতে রূপান্তরিত হল।

অতঃপর মহান বিধাতা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন। তারপর তিনি সকল বস্তু স্বর্গীয় ফিরিশ্তাদের সামনে উপস্থাপন করে ওগুলোর নাম জিজ্ঞেস করলেন। তখন তারা তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে বলল যে, আপনি আমাদিগকে যা শিক্ষা দিয়েছেন আমরা উহার অধিক জ্ঞাত নই। নিশ্চয়ই আপনি সর্বজ্ঞ এবং প্রজ্ঞাময়। এবার তিনি তাকে সম্বোধন করে বললেন হে আদম তুমি তাদেরকে এই সকল বস্তুর নাম বলে দাও। তৎক্ষনাৎ তিনি প্রতিটি বস্তুর নাম ও উহার রহস্য বলে দিলেন। বর্ণনা সমাপ্ত হলে মহান প্রভু তাদেরকে বললেন আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, আমি নব মণ্ডল ও ভূ মণ্ডলের অদৃশ্য সকল বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত এবং তোমাদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিন সকল বিষয় সম্পর্কে জানি। সুতরাং হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান হলে তিনি তাদেরকে তার সম্মানার্থে সিজদা করতে বললেন। তখন সকল স্বর্গীয় দূত তার সামনে মস্তক অবনত করে তাকে সিজদা করল। কিন্তু একমাত্র অভিশপ্ত ইবলিশ অহংকার বশত তাকে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানাল। ফলে সে কাফির তথা সত্য প্রত্যাখানকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে স্বর্গে

বসবাসের সুবর্ণ সুযোগ প্রদান করলেন। কিন্তু তার কোন সঙ্গী না থাকায় তিনি নিঃসঙ্গতা বোধ করতে লাগলেন এবং স্বর্গীয় সুখ তার কাছে বৃথা মনে হতে লাগল। তাই অন্তরজামি প্রভূ তার হৃদয়ের ব্যকুলতা অনুভব করে তার সঙ্গী হিসেবে হযরত হাওয়া আলাইহাস সালামকে সৃজন করলেন। তারপর তিনি তাদেরকে স্বর্গের সর্বত্র ভ্রমণ করা ও চাহিদা অনুযায়ী ভক্ষন করার অনুমতি প্রদান করলেন। কিন্তু তাহাদিগকে শুধু একটি বৃক্ষের কাছে যেতেও বারণ করলেন এবং তাদেরকে এই বলে হুশিয়ার করে দিলেন যে, যদি তোমরা নিষেধাজ্ঞা লঙ্গন করে তথায় গমন কর তবে অন্যায়কারীদের অন্তরর্ভূক্ত হয়ে যাবে। তারা উভয়ে তথায় স্বর্গসুখে বসবাস করতে লাগল। কিন্তু অভিশপ্ত শয়তান তাদের সুখ বরদাশ্‌ত করতে পারল না। কারন এ মানবের জন্যেই তাকে বিধাতার নৈকট্যশীল ফিরিশতাদের থেকে বহিস্কৃত হতে হয়েছে এবং সুখকর স্বর্গ হতে তার নিবাস চিরতরে বঞ্চিত হয়েছে। তাই সে তাদেরকে প্ররোচনা দেয়ার নানান ফন্দি আঁটতে লাগল।

সুযোগ বুঝে সে একদা বিধাতার শপথ করে বলল আমি কি তোমাদিগকে এমন একটি বৃক্ষের কথা বলব! যার ফল ভক্ষন করলে চিরদিনের জন্যে এ স্বর্গে তোমাদের বসবাসের বন্দোবস্ত হবে এবং সে নিজেকে তাদের একজন হিতৈশি হিসাবে প্রমান করার সর্বচেষ্টা ব্যয় করল। ফলে তারা তার চাতুর্যতা অনুভব না করতে পেরে তার কৌশলের ফাঁদে পা রাখল।

সে তাদেরকে বলল তোমাদের প্রভূ তোমাদেরকে এ বৃক্ষ হতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন তার কারণ হল যাতে তোমরা স্বর্গীয় ফিরিশ্‌তা কিংবা এ স্বর্গে চিরস্থায়ী না হতে পার। আর আমি তোমাদের একজন কল্যাণকামী। এভাবে সে তাহাদিগকে প্রবঞ্চনা দ্বারা অধঃপতিত করল। তৎপর যখন তারা বিধাতার নিষেধ অমান্য করে ইবলিসের ধূর্ততায় ঐ নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফলের আস্বাদ গ্রহণ করলেন তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে গেল। তাদের অবয়ব হতে স্বর্গীয় পোষাক খসে পড়ল। ফলে তারা স্বর্গীয় বৃক্ষের পত্ররাজী দ্বারা স্বীয় গাত্র আবৃত করতে লাগল। তখন মহান রাব্বুল আলামীন তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন "আমি কি তোমাদিগকে এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হতে বারণ করি নাই এবং আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, অভিশপ্ত ইবলিস তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ? তখন তারা অনুতপ্ত হয়ে বলল ওহে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, যদি আপনি আমাদিগকে মার্জনা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়াদ্র না হন তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব। অতঃপর সারা বিশ্বের

প্রতিপালক আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে বললেন তোমরা পরস্পরে একে অপরের শত্রু হয়ে সকলেই এ স্বর্গ হতে ভূতলে অবতরণ কর। সেথায় তোমাদের জন্যে রয়েছে কিছুকাল অবস্থান ও নির্দিষ্ট জীবন উপকরণ। আমার পক্ষ হতে তথায় প্রেরিত মহাপুরুষ পয়গাম্বর এবং ঐশীগ্রন্থ সমূহ পৌছবে। সুতরাং তোমাদের যারা তা অনুস্বরণ করবে তারা পরজগতে মুক্তি পাবে এবং তাদের নিবাস হবে এ সুখকর স্বর্গ। আর যারা তা প্রত্যাখ্যান করবে তারা পরপারে নিস্ফল হবে এবং তাদের আবাস হবে লাঞ্ছনাদায়ক নরক। অতঃপর মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম ও আদি মাতা হযরত হাওয়া আলাইহিস সালাম এ ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করেন। –সূরায়ে বাক্বারা

বনী ইস্রাইলের গাভী

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর যুগে বণী ইস্রাইল সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তিকে তার স্বগোত্রিয় লোকেরা হত্যা করে শহরের ফটকে রাখল। কিন্তু তার হন্তা অজ্ঞাত ছিল। তাই নিহত ব্যক্তির স্বজনরা ঘাতকের পরিচয় জানতে তাদের পয়গাম্বর হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর সকাশে উপস্থিত হলেন।

বনী ইস্রাইল ঃ হে আল্লাহর নবী মুসা আলাইহিস সালাম আপনি মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আমাদের বধকৃত ব্যক্তির হন্তার পরিচয় প্রকাশ করে দেন।

হযরত মুসা ঃ মহান প্রভু তোমাদিগকে ঐ ব্যক্তির হন্তার পরিচয় জানতে একটি গাভী জবেহ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

বনী ইস্রাইল ঃ আপনি কি আমাদের সহিত উপহাস করতেছেন ?

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ঃ আমি তোমাদের সহিত উপহাস করা হতে মহান প্রভুর আশ্রয় কামনা করতেছি।

বনী ইস্রাইল ঃ আপনি মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন তিনি যেন উহার বয়স বর্ণনা করে দেন।

হযরত মুসা ঃ মহান প্রভূ বলেছেন উহা অধিক বয়সীও হবেনা আবার অল্প বয়সেরও নয়। বরং মধ্য বয়সী হবে। অতএব, তোমরা নির্দেশমত কাজ কর।

বনী ইস্রাইল ঃ আপনি আপনার প্রভূর নিকট প্রার্থনা করুন তিনি যেন উহার বর্ণ বর্ণনা করে দেন।

হযরত মুসা ঃ তিনি বলেছেন উহা গাঢ় পীত বর্ণের হবে যা দর্শকদের চমৎকৃত করে।

বনী ইস্রাইল ঃ আপনি স্বীয় প্রভূর কাছে কামনা করুন তিনি যেন উহাকে বিশদ ভাবে বর্ণনা করে দেন। কারণ আমরা উক্ত গাভীর ব্যাপারে সন্দেহে নিপতিত হয়েছি। আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা দিশা পাব।

হযরত মুসাঃ তিনি বলেছেন উক্ত গাভীটি এমন হবে যা কখনও ভূ-কর্ষন এবং পানি সেচনের কর্মে অভ্যস্ত নয়। বরং উহা নিস্কলঙ্ক নিখুত হবে।

বনী ইস্রাইল ঃ এবার আপনি যথাযথ তথ্য এনেছেন।

অতঃপর তারা মহান বিধাতা বর্ণিত গুণাবলী সম্পন্ন গাভীর সন্ধান করতে লাগল। বর্ণিত আছে যে, তৎকালীন সময়ে আল্লাহ তাআলার একজন সৎকর্ম পরায়ণ বান্দা ছিলেন। মহান প্রভূ তাকে বুড়ো বয়সে একজন ছেলে সন্তান দান করেছিলেন। আর তার ঐশ্যর্য হিসেবে একটি এক বৎসরের গো-বৎস ছিল। তিনি যখন নিজ আয়ূ সম্পর্কে নৈরাশ হলেন তখন কোন একদিন সে ঐ এক বৎসরের গো-বৎসটি নিয়ে বিজন প্রান্তরে গেলেন। তারপর তিনি আল্লাহ তাআলার দরবারে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করতে লাগলেন ওহে আমার প্রভূ আমি এ গো-বৎসটি আমার অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলের জন্যে সে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত তোমার নিকট গচ্ছিত রাখলাম। মহান স্রষ্টা তার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। অতঃপর সে বৃদ্ধের পরলোক গমনের পর সে ছেলে একদিন যুবক হল। উল্লেখ্য যে, তৎকালিন যুগে বিধাতা বর্ণিত গুণ সম্পন্ন সে একটি গো-বৎসই ছিল যার মালিক মরহুম বৃদ্ধের ঔরশজাত সন্তান ও তার বিধবা পত্নি। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর নৈকট্য অর্জনকারী বান্দার প্রার্থনা মঞ্জুর করে ঐ গো-বৎসের মাধ্যমে তার সন্তান ও তার বিধবা পত্নিকে ঐশ্যর্যশালী করার মনস্থ করলেন। বলা বাহুল্য যে, তদানীন্তন কালে একটি নিষ্কলঙ্ক নিখুঁত ও সুঠাম গাভীর মূল্য ছিল তিন দীনার তথা তিনটি স্বর্ণ মুদ্রা।

গো-বৎসের মালিক যুবক অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিল। সে তার জননীর অনুমতি নিয়ে গো-বৎসটি বিক্রি করার অভিপ্রায়ে বাজারে গেল। এদিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালামকে পাঠালেন। তিনি মনুষ্যরূপে বাজারে গমন করে ঐ যুবকের কাছে গিয়ে গাভীটি ক্রয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তখন যুবক গাভীটির যে মূল্য বলল তিনি তার চেয়ে দ্বীগুন মূল্যে উহাকে ক্রয় করতে চাইলেন। ক্রেতার মুখে গাভীর নির্ধারিত মূল্য হতে দ্বিগুণ মূল্য শ্রবণ করে মাতৃভক্ত যুবক অধিক মূল্যে গাভী বিক্রি করতে হলে মাতার সম্মতির প্রয়োজন রয়েছে উল্লেখ করে অনুমতির জন্যে গৃহে গেল। সে অনুমতি নিয়ে ফিরে এসে যখন ক্রেতার বর্ণিত মূল্যে গাভীটি বিক্রি করতে চাইল তখন

মনুষ্যরূপি ঐশী দূত আবার নির্ধারিত মূল্যের দ্বিগুন দিয়ে উহা খরিদ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। সে পূর্বের ন্যায় মাতার অনুমতির কথা বলে অনুমতি আনতে গেল। সে জননীর সম্মতি নিয়ে ফিরে এসে যখন ঐ দামে গাভীটি বিক্রি করতে চাইল তখন দেবদূত পুনরায় পূর্বের চেয়ে দ্বিগুণ মূল্য দিতে চাইল।

এভাবে কয়েকবার মূল্য বৃদ্ধির পর মনুষ্যরূপি ঐশীদূত বললেন হে যুবক তোমার এ গাভীটি ক্রয়ের জন্যে কিছুক্ষণের মধ্যে বনী ইস্রাইল সম্প্রদায় আসবে। আর মহান বিধাতা তোমাকে এ গাভী দ্বারা ঐশ্যর্যশালী করার অভিপ্রায় রাখেন। অতএব বনী ইস্রাইল সম্প্রদায় তোমার কাছে এসে গো-বৎসটি ক্রয় করতে চাইলে তুমি এ গো-বৎসটির মূল্য উহার চামড়া ভর্তি স্বর্ণ দেয়ার শর্তারোপ করবে।

অতঃপর বণী ইস্রাইল সম্প্রদায় ঐ যুবকের কাছে এসে তাকে এবং তার জননীর সহিত আলোচনা করে উহার চামড়া পরিপূর্ণ করে স্বর্ণ দেয়ার শর্তে গো বৎসটি ক্রয় করে নিল। তারপর তারা উহাকে জবেহ্ করে উহার শরীরের এক খণ্ড মাংসপিণ্ড দ্বারা মৃত ব্যক্তির মরদেহে আঘাত করল। তৎক্ষনাৎ মহান আল্লাহর ইচ্ছায় মৃতব্যক্তি জীবিত হয়ে তার হন্তাদের নাম বর্ণনা করে পুনরায় মৃত্যুকে চিরদিনের জন্যে আলিঙ্গন করেন। মহান রাব্বুল আলামীন এভাবেই বনী ইস্রাইল সম্প্রদায়ের হত্যার মূল কারণ উন্মোচন করে দেন। - সূরায়ে বাকারা

হারুত মারুত

স্বর্গীয় দূতগণ যখন আদম সন্তানের অসৎকর্ম অবলোকন করলেন তখন তারা মহা মহীমান্বিত পরওয়ারদিগারের পবিত্রতা বর্ণনা করে বললেন, হে আমাদের প্রভূ আপনি এমন এক সম্প্রদায় সৃজন করেছেন যাদেরকে অভূতপূর্ব মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। কিন্তু তারা আপনার অবাধ্যতা করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাদের অভিযোগ শ্রবণ করে বললেন ওহে ফিরিশ্তাকুল তাদের মাঝে যে বস্তু বিরাজমান তা যদি তোমাদের মাঝে বিরাজমান থাকত তবে তোমরাও তাদের অনুরূপ কর্ম হতে কক্ষনও পিছপা হতে না। এতদ শ্রবণে দেবদূতগণ স্বীয় পবিত্রতার উপর গর্বিত হয়ে নিবেদন করলেন, হে মানব স্রষ্টা আমরা কক্ষনও আপনার অবাধ্য হব না। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে সম্ভোধন করে বললেন তোমাদের দাবি যথার্থ প্রমানিত করতে হলে

তোমাদের মধ্যকার দুইজন প্রতিনিধি নির্বাচন কর। তখন তারা সকলেই চুলচেরা চিন্তা করে তাদের মধ্যকার সবচেয়ে কোমল হৃদয়ের অধিকারী খোদাভিরু হারুত ও মারুত নামক স্বর্গীয় দুইজন ফিরিশ্তাকে নির্বাচন করলেন। তারপর তিনি তাদের মাঝে জৈবিক চাহিদা সৃজন করলেন এবং তাদেরকে ভূপৃষ্টে অবতরণের নির্দেশ দিলেন। আর মানবজাতির মাঝে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দিলেন এবং তাদেরকে শিরক, হত্যা, ব্যভিচার ও মদ্যপানের মত ঘৃণিত কর্মে লিপ্ত হওয়া হতে বারণ করলেন। পরিশেষে মহান বিধাতা তাদেরকে "ইসমে আ'জম" শিক্ষা দিলেন। অতঃপর তারা সকাল-সন্ধা ভূ-মণ্ডলে যাতায়াত করতে লাগলেন। ভোরবেলা তারা পৃথিবীতে গমন করতেন এবং সান্ধ্যকালে তারা ইসমে আজম পাঠ করে ঊর্ধ্বগগনে আরোহন করতেন। এভাবে তা ইহজগতে গমন করে মানব জাতির বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দিতে লাগলেন।

অতঃপর কোন এক দিবাকালে জোহরা নামক এক অনিন্দ্য রূপসী রমণী তাদের সকাশে স্বীয় প্রয়োজনে আগমন করল। তার প্রতি দৃষ্টি মেলে তারা তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে কাছে পাওয়ার প্রবল মনোবাসনা প্রকাশ করলেন। তখন আগত রমনি তার পতির বিরুদ্ধে তার পক্ষে কাংখিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার পূর্বে তাদের কামনা পুরন করতে অস্বীকৃতি জানাল। ঐশীদূতদ্বয় তাই করে তার সাথে মিলিত হওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করলেন। তখন সে তার পতিকে হত্যা করার পূর্বে তাদের চাহিদা পূরো করতে অনিহা প্রকাশ করল। এবারও তারা তার কথামত স্বীয় মনোলিপ্সা চরিতার্থ করার জন্যে তার স্বামীকে হত্যা করল। তারপর তারা তাকে কাছে পেতে যখন প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করল তখন সে তাদেরকে মদ্যপান করার পূর্বে তাদের আকাংখা পূর্ণ করতে অস্বীকার করল। তারা রমনীকে কাছে পাওয়ার লিপ্সায় মহান প্রভুকে ভূলে মদ্যপান করতেও কুণ্ঠাবোধ করলেন না। অতঃপর যখন তারা তাকে কাছে আহ্বান করলেন তখন সে তাদেরকে প্রতিমার সামনে মস্তক অবনত করে সিজদা করার পূর্বে তাদের চাহিদা পূর্ন করতে অস্বীকার করল। তখন তারা তার প্রেমে এমন ভাবেই মত্ত হয়েছিল যে, তারা প্রতিমাকে সিজদা করা হতেও পিছপা হল না। এরপর যখন তারা তার সকল শর্ত পূর্ন করে প্রেমে দিওয়ানা হয়ে তার সহিত মিলনের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানাল। তখন আগত রমনিটি তাকে ঐ ইস্মে আ'জম শিক্ষা দেয়ার শর্তারোপ করল যা পাঠ করে তারা ঊধর্বাকাশে আরোহন করেন। তখন তারা তাকে ইসমে আ'জম শিক্ষা দিলেন। অতঃপর আগত জোহরা নামক রমনীটি ঐ ইস্মে আজম পাঠ করে উর্ধ্বগগনে আরোহন করল। তখন মহান বিধাতা তাকে

নক্ষত্রে পরিণত করে ফেললেন। যা জোহ্‌রা নক্ষত্র নামে খ্যাত।

তারপর তারা যখন ইসমে আ'জম পাঠ করে আকাশে আরোহন করতে চাইল তখন তাদের ডানাগুলো উড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল। অতঃপর তাদের অনুভূতি ফিরে এলে তারা তৎকালিন পয়গাম্বর হযরত ইদরিস আলাইহিস সালাম এর সকাশে গমন করে মহান বিধাতার দরবারে তাদের জন্যে সুপারিশ করার অনুরোধ জানালেন। তিনি তাদের জন্যে বিধাতার দরগাহে সুপারিশ করলেন তখন মহান প্রভু তাদেরকে জাগতিক ও পরলৌকিক শাস্তি হতে যে কোন একটি গ্রহণের স্বাধীনতা দিলেন। তখন তারা পরজগতের তুলনায় ইহজগতের শাস্তি সহজ বিধায় তা গ্রহণ করলেন। তাই মহান স্রষ্টা তাদেরকে বাবেল নামক পাহাড়ে কেশগুচ্ছের সাথে বেধে লৌহ দ্বারা মহা প্রলয় দিবস পর্যন্ত প্রহারের মাধ্যমে শাস্তির ব্যবস্থা করছেন। –সূরায়ে বাক্বারা

আবদ্ধ কুপ

আরব দেশের কোন এক শহরে বনী-ইসরাইল সম্প্রদায়ের কিছু লোক বসবাস করত। তাদের সংখ্যা মতান্তরে প্রায় দশ সহস্র ছিল। সহসা সেথায় এক মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়। তাই তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সে শহর পরিত্যাগ করে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী এক প্রশস্ত প্রান্তরে গিয়ে বসতি স্থাপন করে জীবন যাপন করতে লাগল। মহান বিধাতা তাদেরকে এবং জগত বাসিকে এ শিক্ষা দেয়ার জন্যে যে, "মৃত্যুর ভয়ে পলায়ন করে কেউ রক্ষা পেতে পারে না।" তাদের সকাশে দুজন ঐশী ফিরিশতা পাঠালেন। ফিরিশ্‌তাদ্বয় সে প্রান্তরের দুধারে দণ্ডায়মান হয়ে এমন এক বিকট ধ্বনি দিলেন যে, তারা সকলেই এক সাথে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করল। তাদের কেউ মৃত্যুর কড়াল থাবা থেকে মুক্তি পেল না। পার্শ্ববর্তী জনসাধারণ যখন এ ভয়াবহ সংবাদ সম্পর্কে অবগত হল তখন তারা সেখানে গিয়ে দশ সহস্র মনুষ্যমৃত দেহাবশেষ অবলোকন করে কিংকর্তব্য বিমুঢ় হয়ে গেল। তারা বিপুল সংখ্যক মৃত দেহাবশেষ সমাধিস্থ করা অতি সহজ নয় বিধায় সে প্রান্তরে যার মাঝে মৃতদেহ গুলো পড়ে ছিল তার চার প্রান্তে উচু পাঁচিল তৈরি করে একটি আবদ্ধ কুপের ন্যায় করে দিল। দিবস রজনীর পরিক্রমায় একদিন তাদের প্রাণহীন দেহগুলো পচে গলে নিঃশেষ হয়ে গেল। আর তাদের অস্থিগুলো বিধাতার অসীম কুদরতে অক্ষত অবস্থায় পড়ে রইল।

দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর বনী ইস্রাইল সম্প্রদায়ের পয়গাম্বর হযরত

হিয্‌কীল আলাইহিস সালাম সে আবদ্ধ কুপের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রমকালে উক্ত স্থানে বিক্ষিপ্তাবস্থায় অসংখ্য অস্থি পড়ে থাকতে অবলোকন করে বিস্মিত হলেন। তখন মহান বিধাতা ঐশী বার্তার মাধ্যমে তাঁকে পরলোকগত লোকদের সমুদয় কাহিনী অবগত করালেন। তিনি স্রষ্টা কর্তৃক সকল বিবরণ জেনে তাঁর দরবারে তাদের পুনর্জীবন দান করার জন্যে সবিনয় প্রার্থনা করলেন। বিধাতা তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন এবং তাকে অস্থিগুলোকে লক্ষ করে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করতে বললেন। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অস্থিগুলো পয়গাম্বরের রসনায় স্রষ্টার নির্দেশ শ্রবণ করে তৎক্ষনাৎ স্ব-স্ব স্থানে পুনঃস্থাপিত হতে লাগল। অতঃপর ঐ অন্তসার শূন্য অস্তিগুলো পয়গাম্বরের কারণে বিধাতার নির্দেশ পেয়ে মাংস, ধমনি ও ত্বক দ্বারা সজ্জিত হল।

কিয়ৎ সময়ের মাঝেই ভূতলে পড়ে থাকা বিক্ষিপ্ত কঙ্কালগুলো এক একটি সম্বিত সম্বলিত মনুষ্য দেহে পরিণত হল। অতঃপর আল্লাহ তাআলার অনুমতি সাপেক্ষে স্পন্দনহীন অবয়বগুলো আত্মার সঞ্চালনের দ্বারা তদীয় পয়গাম্বর হযরত হিয্‌কীল আলাইহিস সালাম এর সামনে গা-ঝাড়া দিয়ে দণ্ডায়মান হয়ে গেল। আর তারা অপলক নেত্রে চারদিক হেরে বিস্মিত হল। তারপর তারা সকলেই বলতে লাগল "হে আল্লাহ আমরা তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করি! তুমি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। উল্লেখ্য যে, তারা নব জীবন পাওয়ার পর এ পৃথিবীতে আরো কিছুকাল অবস্থান করেন। কিন্তু তখনও তাদের মাঝে মৃত্যুর নিদর্শন অবশিষ্ট ছিল। অর্থাৎ তারা যে কোন ধরনের বসন পরিধান করত না কেন তা সাথে সাথেই শ্বেতবর্ণ ধারন করত। এভাবে এ ধরাধামে কিছুদিন অবস্থানের পর তারা আবার মৃত্যুবরণ করে। -সূরায়ে বাক্বারা

এক বরকতময় সিন্দুক

আল্লাহ তাআলার বিশিষ্ট পয়গাম্বর হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর তিরোধানের পর তাঁর সম্প্রদায় বনী ইস্রাইল মহান বিধাতার বিধান লঙ্গন করে সেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হয়েছিল। তারা যখন সৃজনকারী প্রভুকে বিস্মৃত হয়ে মনোচাহিদা অনুযায়ী আরাধনা করতে লাগল। তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্যে মিশর ও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত রোম সাগরের তীরবর্তী বাসিন্দা আমালেকা সম্প্রদায়ের বাদশাহ জালুতকে তাদের উপর চাপিয়ে দেন। সে তার বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করে বনী ইস্রাইল

সম্প্রদায়ের উপর বিজয় অর্জন করে। অতঃপর সে তাদের আবাসিক এলাকায় আক্রমন করে বাড়ী ঘর ভেঙ্গে চূর্ন-বিচুর্ন করে ফেলে, তাদের সন্তানদেরকে বন্দি করে এবং তাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে কৃতদাস বানিয়ে রাখে। তারা আমালেকা সম্প্রদায়ের অত্যাচার উৎপিড়নে অতিষ্ঠ হয়ে এক সময় তাদের পয়গাম্বর হযরত শামঈল আলাইহিস সালাম এর সকাশে উপস্থিত হয়ে একজন বাদশাহ নির্বাচন করে দেয়ার জন্যে নিবেদন করল। তারা তাকে আরো জানালো যে আমরা যেন তার নেতৃত্বে লড়াই করে আমাদের হারানো ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করতে পারি। তাদের নবী জিজ্ঞেস করলেন! তোমাদের প্রতি লড়াইয়ের নির্দেশ এলে তোমরা কি তা হতে পিছপা হবে ? তখন তারা বলল আমরা কেন আল্লাহর পথে লড়াই করব না! অথচ আমরা স্বীয় বসতবাড়ী ও সন্তান-সন্তুতি হতে বিতাড়িত।

অতঃপর মহান প্রভু তাদের সম্প্রদায়ের জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ ‘তালুত’ নামক এক ব্যক্তিকে তাদের বাদশাহ নিযুক্ত করলেন। কিন্তু তালুত ঐশ্বর্য্যহীন ছিল। তাই তারা প্রথমে তাকে বাদশাহ হিসাবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাল এবং নিজেদেরকে রাজত্বের অধিক উপযুক্ত বলে বিবৃতি প্রদান করল। তখন হযরত শামঈল আলাইহিস সালাম বললেন মহান বিধাতা তাকেই তোমাদের বাদশাহ হিসাবে নির্বাচন করেছেন, তিনি তাকে জ্ঞান ও স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য প্রদান করেছেন। আর তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে বাদশাহ মনোনীত করেন। তদুপরি তার বাদশাহ হওয়ার নিদর্শন হল যে, হযরত মুসা আলাইহিস সালামের ব্যবহৃত সিন্ধুক তার কাছে আসবে। যা তখন আমালেকা সম্প্রদায়ের কড়ায়ত্ব ছিল। বনী-ইস্রাইল সম্প্রদায় যুদ্ধের সময় সে সিন্ধুককে সামনে রাখত। মহান প্রভু উহার বরকতে তাদের বিজয় দান করতেন, উল্লেখ্য যে উক্ত সিন্দুকে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ও অন্যান্য নবীদের পরিত্যাক্ত কিছু বরকতপূর্ণ সামগ্রী ছিল। অপরদিকে জালুত ও তার বাহিনীর কাছে সেই বরকতময় সিন্দুক থাকায় তারা গর্বিত। যা তারা যুদ্ধ করে মুসলমানদের থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। কারণ উহাকে অগ্রভাগে রেখে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলে বিজয় অবশ্যম্ভাবী। তাই তারা আত্মঅহমিকায় ভুগছিল। কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় ছিল ভিন্নরূপ। তাই তারা সেই সিন্দুককে যেখানেই রাখে সেখানেই মহামারি দেখা দিতে লাগল। এভাবে সে সিন্দুক স্থানান্তরিত করার ফলে পর্যায়ক্রমে তাদের পাঁচটি শহর বিরান হয়ে যায়। পরিশেষে তারা অনন্যউপায় হয়ে সে সিন্দুক খানা একটি গরুর গাড়ীতে উঠিয়ে

তাড়া করল। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বর্গীয় ফিরিশতাদের মাধ্যমে ঐ গো-বৎসগুলোকে তাড়িয়ে তালুতের গৃহদ্বারে পৌঁছে দিলেন। বনী-ইস্রাইল সম্প্রদায় এ নিদর্শন অবলোকন করে তার রাজত্বের প্রতি আস্থা স্থাপন করল। অতঃপর হযরত তালুত তাদের থেকে সৈন্য সংগ্রহ করতে লাগলেন। তিনি তাদের থেকে সত্তর হাজার যুবককে জালুতের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে নির্বাচিত করলেন। তারপর তিনি হযরত শামঈল আলাইহিস সালামকে সঙ্গে নিয়ে বনী ইস্রাইলের এ বিশাল লড়াকুদল নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস হতে আমালেকা সম্প্রদায়ের প্রতিকুলে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে বের হলেন। তখন গ্রীস্মকাল ছিল বিধায় গরমের তিব্রতা খুব বেশী ছিল। পথি মধ্যে সকলে প্রচণ্ড উষ্ণতার ফলে তৃষ্ণায় হাপিয়ে উঠলেন। তারা তৃষ্ণা নিবারনের জন্যে শীতল বারি অন্বেষণ করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে হযরত তালুত তৎকালিন পয়গাম্বর হযরত শামঈল আলাইহিস সালাম এর মাধ্যমে ঐশী প্রত্যাদেশ পেয়ে সমর সঙ্গীদের সামনে ঘোষণা করলেন যে, মহান বিধাতা তোমাদিগকে একটি নির্ঝরিণী দ্বারা পরীক্ষা করবেন। একথা যাচায়ের জন্যে যে, তোমরা কে তার আনুগত্য স্বীকার কর আর কে তার বিরুদ্ধাচরন কর।

কিছুদুর অগ্রসর হওয়ার পর তাদের সামনে উর্দুন ও ফিলিস্তিনের মাঝে অবস্থিত জর্ডান নদীর অববাহিকা দৃষ্টি গোচর হতে লাগল। যার জল রাশি ছিল অত্যন্ত সচ্ছ ও নির্মল। প্রচণ্ড পিপাসার মাঝে প্রবাহিনীর নির্মল কাচের ন্যায় সচ্ছ বারিধারা অবলোকন করে তারা যেন ধরে প্রাণ ফিরে পেল। সকলে উৎফুল্ল হল এই ভেবে যে, এবার মনের সুখে তৃপ্তি সহকারে অঞ্জলি ভরে জলরাশি গলাধঃকরনে রাজ্যের পিপাসা নিবারণ করবে। কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় ছিল ভিন্ন। তিনি তার প্রেরিত পুরুষ মারফত তালুতের মাধ্যমে সকল বীরযুদ্ধাকে জানিয়ে দিলেন যে, তোমরা এক অঞ্জলির অধিক জলরাশি কেউ গলাধঃকরন করবে না। সুতরাং যে ব্যক্তি এ নির্দেশ পালন করবে সে আনুগত্য স্বীকারকারীদের অন্তর্ভূক্ত হবে আর যে ব্যক্তি অমান্য করবে সে সীমালঙ্গনকারী হিসাবে বিবেচিত হবে। অতঃপর যখন বনী-ইস্রাইল সম্প্রদায় সেই জর্ডান নদী অতিক্রম করল তখন মুষ্টিময় কিছু সংখ্যক নিষ্ঠাবান মু'মীন ব্যতীত সকলেই উদর পুর্তি করে পানি পান করল। ফলে নদী পার হয়ে সকলেই রণেভঙ্গ দিয়ে সেখানেই উপবেশন করে নিজদিগকে যুদ্ধ করতে অক্ষম বলে জানাল। কিন্তু

তাদের মধ্যে হতে মাত্র তিনশত তের জন যারা বিধাতার নির্দেশ শ্রবণ করে শুধুমাত্র এক আঁজলা পানিই পান করেছিল। তারা তার উপর ভরসা করে শক্তিধর আমালেকা সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে সারি বেঁধে রণবুহ্য তৈরি করে রণাঙ্গনে দণ্ডায়মান হল। তারা মহান বিধাতার দরবারে প্রার্থনা করল হে আমাদের প্রভু আমাদিগকে ধৈর্যধারণ করার ক্ষমতা দাও এবং আমাদের পদযুগলকে সুদৃঢ় রাখ আর আমাদিগকে কাফির বাহিনীর বিরুদ্ধে সাহায্য কর।

বলাবাহুল্য যে, ঐ তিনশত তেরজনের মাঝে আল্লাহর নবী কিশোর হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এবং তার জনক ও তার ছয় ভাই অংশ গ্রহণ করেছিলেন। আগমনের সময় হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম পথি মধ্যে তিনটি প্রস্তর খণ্ড পেলেন এবং ওগুলোকে উঠিয়ে নিলেন। অতঃপর যখন রণদামামা বেজে উঠল তখন আমালেকা সম্প্রদায়ের বাদশাহ জালুত স্বয়ং যুদ্ধ ক্ষেত্রে এসে দম্ভভরে ঘোষণা করল যে, আমি একাই তোমাদের সকলের জন্যে যথেষ্ট। সুতরাং আমার সামনে এসে লড়াই কর। এ ঘোষণার পর হযরত শামঈল আলাইহিস সালাম এর জনককে আহবান করে বললেন যে, আপনার সন্তানদেরকে আমার সামনে উপস্থিত করুন। তিনি সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী সুঠাম সবল ছয় ছেলেকে তার সামনে পেশ করলেন। কিন্তু হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম স্বাস্থ্যহীন ছিল বিধায় তাকে তার সামনে উপস্থাপন করেননি। পয়গাম্বর হযরত শামঈল আলাইহিস সালাম তাকে আহবান করলেন এবং জালুতকে হত্যা করার ব্যাপারে তার মতামত জানতে চাইলেন। কিশোর দাউদ তাকে হত্যা করার ব্যাপারে স্বীয় আগ্রহ প্রকাশ করলেন। অতঃপর তিনি জালুতের সামনে বীর বেশে দণ্ডায়মান হলেন এবং আসার পথে সঙ্গে আনা তিনটি প্রস্তর রশি দ্বারা নির্মিত প্রস্তর ছুড়ার যন্ত্র দ্বারা জালুতের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। তখন জালুতের শির ব্যতীত সর্বাঙ্গ লৌহবর্ম দ্বারা আবৃত ছিল। ঐ প্রস্তরগুলো তার শুন্য শিরেই আঘাত হানল এবং ওগুলো তার পশ্চাৎ দিয়ে বেরিয়ে গেল। জালুত অত্যন্ত নির্মম ভাবে মৃত্যুবরণ করল। এ দৃশ্য দেখে তার বাহিনী রণেভঙ্গ দিয়ে ময়দান ত্যাগ করল। এ লড়াইয়ে মুসলমানগণ বিজয় অর্জন করলেন। অতঃপর বাদশাহ তালুত তার কন্যাকে হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এর কাছে পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ করে দিলেন। আর তালুতের ইন্তেকালের পর হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম তার রাজত্ব লাভ করেন। উক্ত ঘটনার দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, জিহাদের বিধান যুগ যুগ ধরে ধারাবাহিক ভাবে বিদ্যমান। – সূরায়ে বাক্বারা

অহংকারের পরিণাম

বাদশাহ নমরূদের বিশাল দরবার। নফর-চাকররানীর কোন অভাব নেই। বিত্ত-বৈভব দ্বারা রাজকোশ পরিপূর্ণ। হস্তিশালায় ঐরাবত আর আস্থাবল গুলো তেজী অশ্ব দ্বারা কানায় কানায় ভর্তি। মোটকথা অভাব অভিযোগ কিংবা দুঃখ দৈন্যের লেশ মাত্র তাকে স্পর্শ করতে পারে না। অসীম ক্ষমতা বলে যুদ্ধ বিগ্রহ করে একদিন সে সমগ্র পৃথিবীর স্বামীত্বে পরিণত হল। ক্ষমতা আর সম্পদের আত্ম অহমিকায় সে একদিবসে ধরনীর বুকে নিজেকে খোদায়িত্বের আসনে সমাসিন করতেও কুণ্ঠা বোধ করল না। সে নিজেকে নভোণ্ডমল ও ভূমণ্ডলের অধিপতি দাবি করে স্বীয় রাজ্যের প্রজাদের দ্বারা তাকে সেজদা করাতে লাগল। ইত্যবসরে একদিন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পরম বন্ধু হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম নরাধম নমরূদের চাকচিক্যময় নয়নাভিরাম রাজ প্রসাদে উপস্থিত হলেন। কিন্তু তিনি বিধাতার প্রেরিত মহা পুরুষ হয়ে তো আর মহান স্রষ্টা ব্যতীত অন্য কারো সামনে মস্তক অবনত করতে পারেন না, তাই তিনি আল্লাহর চরম দুশমন নমরূদকে সিজদা করা হতে বিরত রইলেন।

যারা তার দরবারে আগমন করে প্রত্যেকেই তাকে প্রভু জ্ঞানে সিজদা করে। কিন্তুসে দিবসে তার দরবারে আগত এ ব্যক্তি তাকে সিজদা না করায় সে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে তাকে সিজদা না করার হেতু জিজ্ঞেস করল। আল্লাহ তাআলার দোস্ত হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে জবাব দিলেন যে, আমি এ বিশাল ভুবনের সৃজনকর্তা আমার প্রভু ব্যতীত অন্য কারো সামনে মস্তক অবনত করতে পারি না। ইহা শ্রবন করে সে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সাথে বলল আমিই তো নিখিল ভুবনের প্রভু। তিনি বললেন আমি একজন বাদশাহকে প্রভু বলে মেনে নিতে পারি না, প্রভু তো তিনিই হতে পারেন যিনি অবনির বুকে জীবন দান করেন আবার তিনিই মৃত্যু প্রদান করেন। এতদশ্রবণে নমরূদ দুজন কয়েদী উপস্থিত করে নিরাপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করল আর দোষী ব্যক্তিকে ছেড়ে দিল। অতঃপর সে দম্ভভরে বলল দেখলে তো! আমি যাকে ইচ্ছা মৃত্যু দেই আর যাকে ইচ্ছা ছেড়ে দেই। তখন হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম বললেন মহান স্রষ্টা রবিকে পশ্চিম দিগন্তে উদিত করে পূর্ব দিগন্তে অস্তমিত করেন সুতরাং তুমি যদি সক্ষম হও তবে রবিকে পশ্চিম গগনে উদিত করে পূর্বগগনে অস্তমিত কর। তাঁর মুখে একথা শ্রবণ করে দুরাচারি নমরূদ স্তব্ধ হয়ে গেল। – সূরায়ে বাক্বারা

ঘুমের মাঝে একশত বৎসর

যারা সমগ্র পৃথিবী শাসন করেছেন তাদের মাঝে বুখ্‌তেনছর বাদশাহও একজন। সে জেরুজালেম দখল করে সেখানকার পবিত্র গৃহ "বায়তুল মাক্‌দাস" সহ পুরো এলাকা বিরান করে ফেলল এবং বনী ইস্রাইল সম্প্রদায়ের অগনিত লোকদের বন্দি করে নিয়ে গেল। ঐ বন্দিদের মাঝে আল্লাহ তাআলার পয়গাম্বর হযরত উজাইর আলাইহিস সালামও ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন বুখ্‌তেনছরের জিন্দানখানায় বন্দি জীবন কাটানোর পর কোন এক দিবসে মুক্তি পেয়ে গর্দভের পৃষ্ঠে আরোহন করে স্বদেশের উদ্দেশে রওনা হলেন। পথিমধ্যে বুখ্‌তেনছর কতৃক একটি শহর জনমানবহীন নিথর নিস্তব্ধ অবস্থায় অবলোকন করে থমকে দাড়ালেন। যার সুরম্য প্রাসাদগুলো ভেঙ্গে এবড়ো থেবড়ো হয়ে পড়ে আছে। আর উহার অধিবাসি মানব মানবির দেহাবশেষ অনেক পূর্বেই মৃত্তিকার কড়াল থাবার কাছে নতি স্বীকার করে ধুলি কনায় রূপ নিয়েছে। তবে কোথাও কোথাও চুর্ন-বিচুর্ণ প্রাসাদের ফাঁকে মনুষ্য দেহের অস্থিগুলো তখনও কালের স্বাক্ষী বহন করছে। মহান বিধাতার প্রেরিত পয়গাম্বর হযরত উজাইর আলাইহিস সালাম এ দৃশ্য অবলোকন করে স্বীয় হৃদয়ে কল্পনা করতে লাগলেন যে, মহা বিশ্বের প্রতিপালক কিভাবে এদেরকে পুনঃ জীবন দান করবেন এবং কিভাবে এই শহরকে আবার আবাদ করবেন। তাঁর হৃদয়ে এ কল্পনা জাগতেই মহান প্রভু তাঁর প্রেরিত পয়গাম্বকে তথায় মৃত্যু প্রদান করেন এবং তাঁর বাহনের গর্দভটিও তার সাথে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে সেখানেই মৃত্তিকায় পড়ে থাকে। দীর্ঘ একশত বৎসর পর্যন্ত তিনি সেখানে পড়ে রইলেন। কালপরিক্রমায় তাঁর অবয়ব ও গর্দভটি মৃত্তিকার সাথে মিশে গেল। কিন্তু তার সাথে রক্ষিত আঞ্জীর ফল ও আঙ্গুরের রস অক্ষত অবস্থায় রইল। এ দীর্ঘ সময়ে কেউ সেখানে এসে তাদেরকে অবলোকন করেনি। আর তাদেরও কোন সংবাদ ছিল না। এভাবেই এ মহাকালে বুখ্‌তেনছর বাদশাহ ধরনির বক্ষ হতে বিদায় গ্রহণ করে।

অতঃপর অন্য এক বাদশাহ সে দেশের শাসনকর্তা নির্বাচিত হয় এবং সে বায়তুল মুকাদ্দাসকে আবাদ করে ও উক্ত ধ্বংস প্রাপ্ত শহরকে পুনঃ চাকচিক্যময় করে তুলে। একশত বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন

হযরত উজাইর আলাইহিস সালামকে জীবিত করেন। আর এ অবস্থায় তার আহার্য্য সামগ্রী ও পানীয় তারই পার্শ্বে অক্ষত ও অপরিবর্তিত অবস্থায় পরে আছে। অপরদিকে তার গর্দভ যা তার সাথে মারা গিয়েছিল উহা তার পার্শ্বে ভূতলে মিশে গেছে আর উহার পুরোনো অস্থিগুলো এলোপাথারি ভাবে পড়ে মাটির সঙ্গে মিশে আছে। মহান প্রভু তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে তুমি এখানে কতদিন অবস্থান করলে ? উত্তরে তিনি বললেন পুর্ন এক দিবস কিংবা দিবসের কিছু অংশ। কারণ, তিনি যখন ওখানে এসেছিলেন তখন দিবসের প্রারম্ভ ছিল আর যখন তিনি পুনঃর্জীবন লাভ করেন তখন দুপুর গড়িয়ে সূর্য পাটে নেমে গিয়েছিল। তাই তিনি ঐ জবাব দিয়েছিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন তুমি এখানে একশত বৎসর অবস্থান করেছ। তারপর তিনি তাকে তার অন্ন ও পানীয় বস্তুর অপরিবর্তিত অবস্থা দেখালেন এবং তাকে তার গর্দভকে দেখতে বললেন যা তখনও মৃত্তিকার সাথে মিশেছিল। তিনি তার চোখের সামনে উহার অস্থিগুলো সংযোযিত করে তাতে মাংস দ্বারা আবৃত করলেন। তিনি স্বীয় চোখের সামনে এ দৃশ্য অবলোকন করে মনের মনিকোঠা থেকে বলে উঠলেন নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

অতঃপর তিনি দীর্ঘ একশত বৎসর পর আপন গর্দভের পৃষ্ঠে আরোহন করে স্বীয় বাসস্থানের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। কালের পরিক্রমায় শহর ও পরিচিতজন সকলেই পরিবর্তন হয়ে গেছে। বনী ইস্রাইলের বন্দি যারা বুখ্তেনছরের জিন্দানখানায় ছিল তারাও মুক্তি পেয়ে বিভিন্ন শহরে বসতি স্থাপন করেছে এবং বায়তুল মুকাদ্দাস ও পুনরায় বনী-ইসরাইলদের হাতে আবাদ হয়েছে। তিনি যখন সে স্থান হতে অনুসন্ধান করে পবিত্র গৃহের আঙ্গিনায় উপস্থিত হলেন তখন কেউ তাকে আল্লাহর নবী উজাইর বলে মেনে নিল না। কারণ, তিনি তখনও যুবক ছিলেন আর তদানিন্দন কালের শিশুরাও একশত বৎসরে বৃদ্ধে পরিনত হয়েছে। তারপর তিনি বিভিন্ন লোকের কাছে জিজ্ঞেস করে স্বীয় গৃহের দ্বারে উপস্থিত হয়ে তথায় এক দৃষ্টিশক্তিহীন বৃদ্ধাকে পেলেন। যে প্রৌঢ়া হযরত উজাইরের যুগ পেয়ে ছিল। তিনি তাকে বললেন হে রমনী এটা কি উজাইর নবীর বাড়ী ? সে উত্তরে হ্যাঁ সুচক জবাব দিয়ে বলল কোথায় সে উজাইর যাকে আমরা বহুকাল পূর্বে হারিয়েছি। ইহা বলে সে অনেকক্ষন পর্যন্ত অশ্রু বিসর্জন দিল। তখন তিনি

বললেন আমিই সেই উজাইর পয়গাম্বর। দৃষ্টিশক্তিহীন সে প্রৌঢ়া তাঁর কথা শ্রবণ করে যেন আকাশ থেকে পড়ল। সে বলতে লাগল সুবহানাল্লাহ 'পবিত্রতা মহান আল্লাহর।' ইহা কি করে সম্ভব। তিনি বললেন মহান আল্লাহ আমাকে একশত বৎসর পর্যন্ত মৃত্যু অবস্থায় রেখেছেন। তারপর আবার আমাকে পুনঃর্জীবন দান করেছেন। ইহা শ্রবণ করে সে বলল তিনি একজন মুস্তাজাবুদ দাওয়াত যার প্রার্থনা আল্লাহর দরবারে গ্রহণ হয় এমন ব্যক্তি ছিলেন। তাই তুমি যদি সত্যবাদি হয়ে থাক তবে আমার জন্যে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা কর তিনি যেন আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন যেন আমি তোমাকে অবলোকন করতে পারি। সুতরাং তিনি তার জন্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন এবং স্বীয় হস্ত তার নয়ন যুগলে বুলিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তার দুচক্ষু উজ্জল নক্ষত্রের ন্যায় ঝলমল করে উঠল। তারপর তিনি তার হস্তধারন করে তাকে আল্লাহর অনুমতিতে দণ্ডায়মান হতে বললেন আর তৎক্ষনাৎ সে সুস্থ সবল ব্যক্তির ন্যায় দাড়িয়ে গেল।

অতঃপর সে তার প্রতি দৃষ্টি মেলে তাকে ভালভাবে অবলোকন করে বলে উঠল আমি সাক্ষ দিচ্ছি নিশ্চই আপনি আল্লাহর নবী উজাইর আলাইহিস সালাম। তারপর সে তাকে বনী ইসরাইলের এক ভরপুর মজলিসে নিয়ে গেল যেখানে তার একজন ছেলেও ছিল। যার আয়ুকাল তখন একশত আঠার বৎসর হয়েছিল। আর নাতিরাও পৌঢ়ত্বে উপনিত হয়েছিল। তখন রমনী উচ্চস্বরে বলতে লাগল ইনি উজাইর মহান আল্লাহর হুকুমে তোমাদের কাছে গমন করেছেন। সেখানে উপস্থিত সকলেই তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল। তখন সে বলল তোমরা আমার দিকে তাকিয়ে দেখ আমি তার প্রার্থনার বরকতে এখনকার এ অবস্থায় ফিরে এসেছি। এ কথা শ্রবণ করার পর সকলেই তার কাছে ভিড় জমাল। তখন তার ছেলে বলল আমার পিতার দুই স্কন্ধের মাঝে চাঁদের মত উজ্জল একটি আলোক বর্তিকা ছিল। কথামত তার বসন সরিয়ে দেখা গেল উহা যথাযথ রয়েছে।

ঐতিহাসিকগণ লিখেন যে, বুখ্‌তেনছর বাদশাহ বায়তুল মুকাদ্দাস দখলের দিন চল্লিশ হাজার তাওরাতের হাফেজদের নির্মমভাবে হত্যা করে এবং তাওরাত কিতাবের সকল কপি ধ্বংস করে দেয়। ফলে তৎকালীন সময়ে তাওরাতের কোন অনুলিপি কিংবা তাওরাত সম্পর্কে নূন্যতম ধারনা রাখার মত ব্যক্তিও অবশিষ্ট ছিল না। আল্লাহর পয়গাম্বর হযরত উজাইর আলাইহিস সালাম সে মজলিসে

আপন স্মৃতিশক্তি হতে কোন একটি অক্ষর পরিবর্তন পরিবর্ধন করা ব্যতীত তাওরাত পাঠ করে শুনাতে লাগলেন। এমন সময় উপস্থিত জনতার একজন যে ব্যক্তি বন্দিদের সন্তান ছিল আর সে বুখ্‌তেনছর বাদশাহ বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংস করার পর জন্ম গ্রহণ করেছে সে বলতে লাগল। আমার পিতা আমার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যেদিন বুখ্‌তেনছর বাদশাহ বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংস করে সেদিন তিনি তার আঙ্গুর বৃক্ষের নীচে একটি তাওরাতের কপি পুতে রেখে ছিলেন। যদি তোমরা আমাকে আমার পিতামহের সেই আঙ্গুর বৃক্ষটি দেখাতে পার তবে আমি তোমাদেরকে তাওরাতের সেই কপি দিতে পারব। তখন উপস্থিত জনতা তাকে নিয়ে তার পিতামহের আঙ্গুর বৃক্ষের কাছে গেল এবং তথায় মৃত্তিকার তলদেশে অবিকৃত অবস্থায় তাওরাতের সে কপি খানা পেল। তারপর তারা তা হাতে নিয়ে মিলিয়ে দেখল যে হযরত উজাইর আলাইহিস সালাম যা পাঠ করে শুনাচ্ছেন তা উক্ত কিতাবের সাথে বিন্দু পরিমানও গড়মিল নেই। অতঃপর তারা তাকে আল্লাহর নবী উজাইর আলাইহিস সালাম হিসেবে মেনে নিল। -সূরায়ে বাকারা

গোশ্‌তের কিমা আকাশে উড়ে

আল্লাহ তাআলার পয়গাম্বর হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম যখন স্বীয় প্রভুর সকাশে মৃত্যুকে পুনর্জীবিত করার পদ্ধতি স্বচক্ষে অবলোকন করতে কামনা করলেন তখন মহান বিধাতা তাকে সম্ভোধন করে বললেন হে ইব্রাহীম তবে কি তুমি উহার প্রতি বিশ্বস্ত নও ? আমার সর্বময় ক্ষমতার প্রতি কি তুমি আস্থা স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছ ? ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম অত্যন্ত মিনতির সাথে বললেন আস্থা ও বিশ্বাস তো অবশ্যই আছে। কারণ প্রতি মুহূর্তে আপনার ক্ষমতার নিদর্শন আমাদের চোখের সামনে বিরাজমান। তবে স্বচক্ষে আপনার ঐশী ক্ষমতাবলে পুনর্জীবন দান করার পদ্ধতি অবলোকন করে চিত্তকে প্রশান্তি দেয়ার জন্যে আপনার সকাশে এ নিবেদন করেছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন এবং তাকে এ বিষয়টি বিশদভাবে প্রতক্ষ করানোর জন্যে এক অভিনব পন্থা আবিস্কার করলেন। যাতে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের যাবতীয় সন্দেহ সংশয় দুরিভুত হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা তাকে চারটি পাখী ধরে নিজের কাছে রেখে ওগুলোকে লালন পালন করতে বললেন। যাতে ঐ পক্ষি শাবকগুলো

পরিপূর্ণ ভাবে তার পোষ মেনে নেয় এবং ডাকা মাত্রই যেন তার সকাশে চলে আসে।

অতঃপর তিনি নির্দেশমত চারটি পাখী নির্বাচন করলেন। যার মাঝে ছিল ময়ূর, শকুন, কাক ও মোরগ। কুরআন বিশেষজ্ঞদের মতে এ পক্ষীগুলোর মাঝে অতিসুক্ষ্ম ভাবে মানবীয় স্বভাব লুক্কায়িত রয়েছে বিধায় তিনি ওগুলোকে পোষার জন্যে গ্রহণ করেছেন। ময়ূর অহংকারী ও সৌন্দর্য প্রিয়, শকুনের মাঝে রয়েছে পানাহারের অতি লিপ্সা, আর কাক অতিশয় লোলুপ প্রাণী এবং মোরগ হল কামাতুর পক্ষী বিশেষ। আর এ গুন সমূহ মানব জাতির মাঝে পরিপূর্ণ ভাবে বিদ্যমান। অতঃপর তিনি ওগুলোকে অত্যন্ত আদর সোহাগ দিয়ে প্রতিপালন করলেন। পক্ষীগুলো এমনভাবে তার বশ্যতা মেনে নিল যে, তিনি ওগুলোকে ডাকা মাত্রই তার কাছে ছুটে আসেত। তারপর বিধাতা এক সময় তাকে ঐ প্রাণীগুলো জবেহ করে তার কাছে মুণ্ডুগুলো রেখে অবশিষ্টাংশ দ্বারা এক সঙ্গে কিমা বানাতে বললেন। সুতরাং তিনি পক্ষীগুলো জবেহ করে মাথা ব্যতীত ওগুলোর হাড্ডি, মাংস, ডানা ও পালকসহ সর্বাঙ্গ একাকার করে কিমায় পরিণত করলেন। অতঃপর সেই কিমাকৃত বস্তু চার ভাবে ভাগ করে চারটি পর্বতচূড়ায় রেখে এলেন। তারপর তিনি বিধাতার নির্দেশমত ওগুলোর নাম ধরে আহবান করলেন। ফলে তৎক্ষনাৎ পক্ষীগুলোর মাংস, হাড্ডি, পলকসহ সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উড়ে হযরত ইব্রাহীম আসাইহিস সালাম এর দুনয়নের সামনে এক এক পর্বত থেকে এসে একত্রিত হতে লাগল। কিছুক্ষনের মাঝেই প্রতিটি পাখির সকল অংশ একত্রিত হয়ে মস্তকহীন ভাবে আল্লাহর নবী হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর সামনে উপস্থিত হয়ে তার সম্মুখে রক্ষিত মাথার সঙ্গে মিলিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ পক্ষীতে রূপ নিল। অতঃপর হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম স্বচক্ষে এদৃশ্য দেখে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। - সূরায়ে বাকারা

কোলের শিশু কথা বলে

হযরত ইমরান ও তার সহধর্মিনী হযরত হান্নাহ বিনতে ফাকূয তৎকালিন যুগে বনী ইস্রাইল সম্প্রদায়ের মাঝে অধিক উপাসনাকারী হিসাবে জন সাধারণের মুখে মুখে আলোড়িত ছিলেন। এ নশ্বর জগতের প্রতি তাদের কোন

মোহ ছিল না। ফলে বনী ইসরাইল সম্প্রদায় সর্বসম্মতিক্রমে তাকে মহান বিধাতার পবিত্রগৃহ মসজিদুল আক্সার ইমাম হিসাবে নিযুক্ত করেন। তিনি অত্র মসজিদে সর্বক্ষন বিধাতার ইবাদতে মত্ত থাকতেন। আর তাঁর অর্ধাঙ্গিনীও তার ন্যায় একজন জগৎ বিমুখ উপাসনাকারী রমনী ছিলেন। সুখ-শান্তিতেই তারা কালাতিপাত করতেছিলেন। কিন্তু তাদের হৃদয়ে একটি মাত্র যন্ত্রনা বারংবার ভেসে উঠত যা তাদের অধিক পিড়াদায়ক ছিল। তা হল তারা যৌবন হতে প্রৌঢ়ত্বে উপনিত হয়েছেন কিন্তু তখনও তারা নিঃসন্তান ছিলেন। সহসা কোন একদিন হান্নাহ বিনতে ফাকূয অবলোকন করলেন যে, একটি বিহঙ্গ তার শাবককে স্বস্নেহে আহার করাচ্ছেন। এ দৃশ্য হেরে একজন সন্তানের জন্যে তাঁর হৃদয় ফেটে চৌচির হওয়ার উপক্রম হল। তাই তিনি মহান রাব্বুল আলামীনের দরগাহে কায়মনোবাক্যে একজন সৎ নিষ্ঠাবান সন্তান প্রদানের কামনা করলেন। আল্লাহ তাআলা তার আরজি মঞ্জুর করলেন।

অতঃপর তিনি যখন নিজেকে অন্তঃসত্ত্বা অনুভব করলেন তখন অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে আপন উদরের সন্তানকে মাসজিদুল আকসার সেবার জন্যে উৎসর্গ করার মান্নত করলেন। তিনি সন্তান প্রসব করার পূর্বেই তার পতি হযরত ইমরান ইহধাম ত্যাগ করে পরপারে পারি জমান। তার ইন্তেকালের পর কোন এক শুভক্ষনে তিনি একজন পুন্যবতী কন্যা সন্তান প্রসব করেন। অথচ তার আকাংখা ছিল পুত্র সন্তানের। তাই তিনি আক্ষেপ করে বললেন ওহে প্রভু আমি তো কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছি! কারণ তিনি এ সন্তানের মর্যাদা সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এ সন্তানের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত রয়েছেন কারণ বহু পুরুষই মর্যাদার দিক থেকে তার সমকক্ষ হতে পারবে না। অতঃপর তিনি স্বীয় সন্তানের নাম রাখলেন 'মারইয়াম' এবং তাকে ও তার গর্ভজাত ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যে পরম করুণাময়ের সকাশে অভিশপ্ত ইবলিসের প্ররোচনা হতে আশ্রয়ের প্রার্থনা করলেন। মহান প্রভু তার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন এবং তার সন্তান হযরত মারইয়াম ও তার তনয় হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে বিতাড়িত শয়তানের প্ররোচনা হতে রক্ষা করেন।

অতঃপর দিবস রজনীর পরিক্রমায় উক্ত সন্তান যখন কিছুটা বোধশক্তি সম্পন্ন হয়ে উঠে তখন তিনি আপন সন্তানকে ক্রোড়ে নিয়ে মাসজিদুল আকসায় গমন করলেন এবং সে অশুচিমুক্ত গৃহের খাদেমদের কাছে স্বীয় সন্তান তুলে দিয়ে

আপন মান্নত পুর্ন করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। তার কথা শ্রবণ করে সকল সেবকই তাদের ইমামের সন্তানকে গ্রহণ করার তীব্র চাহিদা প্রকাশ করলেন। তখন তৎকালীন পয়গাম্বর হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম শিশু মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর খালু হওয়ার সুবাদে নিজেকে ইমামের কন্যা লালন পালনের অধিক উপযুক্ত বলে দাবি করলেন। কিন্তু মাসজিদের খাদেমগণ সকলেই নাছুরবান্দা। তারা লটারী দেয়া ব্যতীত শিশু মারইয়াম আলাইহাস সালামকে তার হাতে তুলে দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। তারপর তারা তৎকালিন প্রথা অনুযায়ী নাহ্‌রে উর্দুনে গমন করে তাদের ঐশীগ্রন্থ্ তাওরাত শরীফ লিপিবদ্ধ করার কলম উক্ত নির্ঝরনীর প্রবাহমান অথৈই জলরাশির উপর ছুড়ে মারলেন। এ শর্তে যে, যার কলম প্রস্রবণের চলমান জলরাশির উপর স্থায়ি ও ভাসমান থাকবে সে সৌভাগ্যবান ব্যক্তিই তাঁর প্রতিপালন ও দেখাশুনার দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। উক্ত লটারীর মাঝে উনত্রিশ জন ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করে ছিল। কিন্তু হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম ব্যতীত কারো কলম পানির উপর ভাসমান ও স্থায়ী ছিল না। শর্তানুযায়ী বিজয়ী ব্যক্তি হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম তার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি তার জন্যে মসজিদের পার্শ্বে একটি কক্ষ নির্মাণ করে দিলেন। যার মাঝে সিড়ি ব্যতীত প্রবেশ করা দুরহ ছিল। তিনি দৈনন্দিন তথায় তার অন্ন, পানীয় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু নিয়ে প্রবেশ করতেন। কিন্তু অতি আশ্চর্যের বিষয় যে, তিনি প্রতিবারই সেখানে গিয়ে শীতকালে গ্রীস্মকালিন ফল আর গ্রীষ্মকালে শীত মৌসুমের রকমারি ফলের সমাহার দেখতেন। তাই একদা তিনি তাকে ঐ সকল ফলের উৎস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। হযরত মারইয়াম আলাইহাস সালাম বললেন ওগুলো আমার মহান স্রষ্টার পক্ষ হতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে অপরিমিত জীবন উপকরণ দান করেন।

দিবস রজনীর লুকুচুরি খেলায় হযরত মারইয়াম আলাইহাস সালাম যখন যৌবনে পদার্পন করলেন তখন তিনি তার গৃহ হতে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে এক নির্জন স্থানে ঋতুস্রাব হতে পবিত্রতা গ্রহণের জন্য গমন করলেন। অশুচি হতে পবিত্রতা গ্রহণের পর যখন তিনি মাসজিদুল আক্‌সা সংলগ্ন বসবাসের কুঠরির দিকে রওনা করলেন তখন পথিমধ্যে হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম বিধাতার নির্দেশক্রমে পুর্ন মানবিক রূপ ধারণ করে তার সামনে উপস্থিত হলেন।

সহসা অনুবিপ্রেত ভাবে বিজন প্রান্তরে এক সুদর্শন যুবককে অবলোকন করে বিধাতার ভয়ে বিহবল হয়ে করুণ কণ্ঠে বললেন হে যুবক তুমি যদি খোদাভিরু হয়ে থাক তবে আমি তোমার অনিষ্ট হতে দয়াময় আল্লাহর আশ্রয় চাই। স্বর্গীয় দূত তার মুখে এ ধরনের অসহায়ত্বপূর্ণ উক্তি শ্রবণ করে তাকে অভয় দিয়ে বললেন আমি তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত দূত। আমি তোমাকে তোমার প্রভুর পক্ষ হতে একজন পুতপবিত্র পুত্র সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করতেছি। আগন্তুকের মুখে একথা শ্রবণ করে তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন কি করে আমার সন্তান জন্ম নিবে ! অথচ আমি একজন কুমারি ! অর আমি তো ব্যাভিচারিনীও নই! আগন্তুক বললেন মহান স্রষ্টার অভিপ্রায় এমনই। তিনি পিতৃহীন ভাবেই সন্তান জন্ম দিবেন। তাঁর জন্যে তা অতি সহজসাধ্য ব্যাপার। তিনি তাকে মানবজাতির জন্যে নিদর্শন ও তার অনুগ্রহ সরূপ সৃজন করবেন। ইহা স্থিরকৃত বিষয়।

অতঃপর হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম তার পরিধেয় বস্ত্রের বক্ষের দিকের উন্মুক্ত অংশে বিধাতার নির্দেশে ফুৎকার দিলেন। ফলে তৎক্ষনাৎ তিনি নিজেকে অন্তঃসত্ত্বা অনুভব করতে লাগলেন এবং বিধাতার অপূর্ব মহিমায় অল্প সময়ের মাঝেই তার সন্তান প্রসবের সময় ঘনিয়ে এল। তাই তিনি চুড়ান্ত সময় হয়েছে অনুভব করে পিতৃহীন সন্তান জন্ম দেয়ায় জনসাধারনের অপবাদের ভয়ে অদুরের এক খর্জুর বীথিতে গমন করলেন। কথিত আছে বায়তুল মাকদাস হতে আট মাইল দুরে বাইতুল লাহ্ম নামক স্থানে এক বিজন প্রান্তরে তিনি আশ্রয় নিলেন। একদিকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা অপরদিকে পিতৃহীন সন্তান জন্ম দেয়ায় লজ্জায় তিনি আফসোস করে বলতে লাগলেন হায় ! ইতিপূর্বে যদি আমি চিরবিদায় নিতাম এবং আমি একেবারে এজগতের বুক হতে হারিয়ে যেতাম। ফলে আমি অস্তিত্বহীন থাকতাম। ইতিমধ্যেই তার নিঃস্বতা ও ভয় দূর করে হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম নিম্নভূমি হতে তাকে আহবান করে বললেন তুমি চিন্তিত হয়োনা, তোমার প্রভু তোমার পাদদেশে প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছেন। আর তুমি তোমার হেলান দেয়া খর্জুর বৃক্ষের শুস্ক কাণ্ডে একটু ঝাকি দাও তা হতে তাজা পরিপক্ক খর্জুর ঝড়ে পরবে। তারপর তুমি তা ভক্ষন কর ও নির্ঝরিনীর জলরাশি হতে তৃপ্তি সহ পান কর এবং আপন উদর হতে সদ্য ভুমিষ্ট গোলাপ পুষ্পতুল্য সন্তান হেরে নয়ন শীতল কর। আর যদি তোমার সম্প্রদায়ের কোন লোক দেখ এবং সে তোমার সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তবে তুমি ক্রোড়ের শিশুর কাছে

জবাব খুঁজতে ইঙ্গিত করবে এবং নিজেকে দয়াময় প্রভুর জন্যে মৌনতা অবলম্বনের মানত করেছ বলবে।

অতঃপর তিনি তার কলিজার টুকরা সন্তানকে ক্রোড়ে নিয়ে তার জাতির কাছে পৌছলেন। একজন কুমারী রমনীর ক্রোড়ে সদ্য ভূমিষ্ট একজন নবজাতক অবলোকন করে বনী ইস্রাইল সম্প্রদায় রকমারি প্রশ্নবানে তাকে জর্জরিত করে ফেলল। কেউ বলল হে মারইয়াম! তুমি তো এক অদ্ভুত কান্ড করে বসেছ। আবার কেউ বলল হে হারূন ভগ্নি তোমার জনক কোন অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার জননীও ব্যাভিচারিনী ছিলেন না। তবে তুমি কিভাবে এ অপকর্ম ঘটালে? কিন্তু এতসব অপমান জনক প্রশ্ন উত্থাপনের পরও তিনি নিশ্চুপ নিরুত্তর। ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করে স্বীয় তনয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে তার কাছে জবাব খোঁজতে বললেন। উপস্থিত জনতা ইমরান তনয় মারইয়ামের এ ইঙ্গিত পেয়ে উপহাসের ভঙ্গিতে বলতে লাগল আমরা এ সদ্যভূমিষ্ট শিশুর সহিত কি করে বাক্যালাপ করব ?

ইতিমধ্যেই মাতৃকোড়ের শিশু সকলকে অবাক করে বলতে লাগল 'আমি মহান আল্লাহ তাআলার বান্দা। তিনি আমাকে পবিত্র গ্রন্থ ইঞ্জিল প্রদান করেছেন। আমাকে নবী করে প্রেরণ করেছেন। আমি যেখানেই অবস্থান করিনা কেন আমাকে তিনি বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে জীবিত থাকা অবস্থায় সালাত ও যাকাত আদায় করতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। আর তিনি আমাকে স্বীয় মাতার অনুগত করেছেন এবং আমাকে উদ্ধত ও হতভাগা করেননি। আমার প্রতি রয়েছে বিধাতা প্রদত্ত মহাপ্রশান্তি যেদিন আমি জন্মেছি, যে দিবসে আমার ইহধাম ত্যাগ হবে এবং যেদিন আমি পুনঃরুত্থিত হব।' এই-ই-ইমরান বিনতে মারইয়াম বিন ঈসা আলাইহিস সালাম। তিনি কর্দম দ্বারা পক্ষী সদৃশ আকৃতি গঠন করে তাতে ফুৎকার দিতেন। ফলে আল্লাহর নির্দেশে উহা পাখী হয়ে শুন্য গগনে সন্তরন করে চলে যেত। তিনি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্থের গাত্রে হস্ত বুলিয়ে নিরাময় করতেন এবং আল্লাহর হুকুমে মৃতকে জীবিত করতেন। এ ছাড়াও তিনি তাদের গৃহে আহারকৃত বস্তু ও মওজুদকৃত বস্তুর সংবাদ দিতেন। তিনি বিধাতার প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হয়ে সৎপথচ্যুত বনী ইসরাইলকে তাওরাত, ইঞ্জিল এবং জ্ঞানপূর্ণ উপদেশাবলীর মাধ্যমে মহান স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও ভ্রান্ত পথ বর্জনের জোড়ালো আহবান জানান। কিন্তু দুর্ভাগা বনী ইস্রাইল এ সকল উপদেশ ও সৎ

কর্মের প্রতি সাড়া দেয়ার পরিবর্তে কঠোর বিরুধিতা ও চরম বৈরী আচরণ করতে লাগল।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ও তার অনুসারীদের বিভিন্ন ভাবে অপমান ও হেয় প্রতিপন্ন করতে লাগল। কিন্তু মহান আল্লাহর পয়গাম্বর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম দমবার পাত্র ছিলেন না। তিনি তাঁর প্রতি অর্পিত দায়িত্ব তথা সরল পথ বিচ্যুত মানব সম্প্রদায় কে সত্য গ্রহণ ও বিধাতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের প্রতি উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁর কোন সংসার ছিল না। ফলে তিনি এক শহর হতে অন্য শহরে এবং এক গ্রাম হতে অন্য গ্রামে আল্লাহর বাণী প্রচার প্রসার করতে লাগলেন। চতুর্দিক হতে মানুষ দলে দলে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নিজেকে ধন্য করতে লাগল। কিন্তু হতবাগা ইয়াহুদীগণ তাঁর জনপ্রিয়তা ও নেতৃত্ব মেনে নিতে পারল না। তাই তারা চরম ভাবে তাঁর বিরুধিতা করতে লাগল। এমনকি তারা তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করে তাকে একস্থানে অবরুদ্ধ করে ফেলল। মহান আল্লাহ তাকে তাদের ষড়যন্ত্র হতে রক্ষা করে উর্ধ্বগগনে উঠিয়ে নেন। তিনি মহা প্রলয় দিবসের পূর্বে আবার এ জগতে আবির্ভূত হবেন। -সূরায়ে আলে ইমরান

খাদ্য খাঞ্চা

একদা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীগণ নিবেদন করল হে মারইয়াম তনয় ঈসা ! তোমার প্রতিপালক কি আমাদের জন্যে উর্ধ্বগগন হতে খাদ্য খাঞ্চা অবতরণ করতে সক্ষম ? এ অদ্ভুত আবেদন শ্রবণ করে তিনি বললেন তোমরা মহান প্রভুকে ভয় কর এবং এ ধরনের আবেদন থেকে বিরত থাক যদি তোমরা মহান স্রষ্টার একত্ববাদে বিশ্বাসি হয়ে থাক। পয়গাম্বরের কথা শ্রবণ করে তারা বললেন আমাদের আকাংখা যে, আমরা উহা হতে ভক্ষন করব এবং আমাদের হৃদয় তা দ্বারা প্রশান্তি লাভ করবে। আর আমরা দৃঢ়তার সাথে অবগত হতে চাই যে, আপনি আমাদিগকে সত্য বলেছেন এবং আমরা তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হিসাবে থাকতে চাই। অনুসারীদের এ উক্তি শ্রবণ করে মারইয়াম তনয় ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন হে আমাদের প্রতিপালক মহান প্রভু! আমাদের জন্যে উর্ধ্বগগন হতে খাদ্য খাঞ্চা অবতরণ করুন। আর এদিবস হবে আমাদের ও

আমাদের পরবর্তীতে আগত সম্প্রদায়ের জন্যে আনন্দোৎসব স্বরূপ এবং আপনার পক্ষ হতে নির্দশন। আপনি আমাদিগকে জীবন উপকরণ দান করুন; আপনিই তো শ্রেষ্ঠ জীবন উপকরণ দাতা। তখন বিধাতা বললেন অবশ্যই আমি তোমাদের নিকট তা অবতরণ করব। কিন্তু জেনে রেখ এরপর সত্য প্রত্যাখ্যানকারীকে আমি এমন শাস্তি প্রদান করব যা জগতের কাউকে প্রদান করব না।

অতঃপর উর্ধ্বাকাশ হতে তাদের চোখের সামনে স্বর্গীয় ফিরিশতা মারফত দুটি মেঘ মালার মাঝে আল্লাহ তাআলা খাদ্য পরিপূর্ণ একটি রক্তিম খাঞ্চা অবতরণ করলেন। ইহা দর্শনে হযরত আলাইহিস সালাম কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। তিনি বললেন হে আল্লাহ আপনি আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা স্বীকারকারীদের অন্তর্ভূক্ত করুন। আর আপনি উহাকে আমাদের শাস্তি ও আকৃতি বিকৃতির কারণ হিসাবে বানিয়েন না। তারপর তিনি ওযু করে সালাত আদায় করলেন এবং কান্নাকাটি করলেন। অতঃপর খাঞ্চার রূমাল অপসারন করলেন এবং মহান প্রভুর নাম নিয়ে উর্ধ্বাকাশ হতে প্রেরিত রকমারি সুস্বাধু খাবার সাথীদের নিয়ে ভক্ষন করলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তাতে ছিল সাতটি রুটি ও সাতটি ভাজা মৎস্য। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীগণ উক্ত খাঞ্চা হতে তৃপ্তি সহকারে ভক্ষন করেন এবং পরাক্রমশালী প্রভুর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। অন্য বর্ণনা মতে আকাশ হতে প্রেরিত খাঞ্চায় রুটি ও মাংস ছিল। তাদেরকে খেয়ানত না করার এবং আগামী দিবসের জন্যে সঞ্চয় না করার নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু তারা সীমালঙ্গন করে এবং পুঞ্জিভুত করে। ফলে উহাকে উর্ধ্বাকাশে উঠিয়ে নেয়া হয় এবং তাদেরকে অভিসপ্ত বানর ও শুকরে রূপান্তরিত করা হয়। -সূরায়ে মায়েদা

প্রভুর খোঁজে একদিন

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর স্বজন ও তদীয় জনক দ্বিবিধ শিরকে লিপ্ত ছিল। তারা মানবের হাতে গড়া প্রস্তর ও মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত প্রতিমার সামনে মস্তক অবনত করে আরাধনায় লিপ্ত হত। কখনও কখনও মহাকাশের দীপ্তিমান নক্ষত্ররাজিকেও পূজনীয় বস্তু হিসাবে গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করত না। এ কারণেই হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম আপন পিতাকে

সম্বোধন করে বলেছিলেন আপনি কি প্রতিমা সমুহকে উপাস্য মনে করেন ? আমি অবলোকন করতেছি যে, আপনি ও আপনার সম্প্রদায় সুস্পষ্ট পথ ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত। অতঃপর যখন রজনীর গাঢ় অন্ধকার তার উপর সমাচ্ছন্ন হল তখন তিনি একটি অতি উজ্জল দ্বীপ্তিমান নক্ষত্র অবলোকন করে স্বজাতিকে শুনিয়ে তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী বললেন ঃ এ নক্ষত্রটি আমার প্রতিপালক। কিছুক্ষন পর নক্ষত্রটি অস্তমিত হয়ে গেলে তিনি জাতিকে জব্দ করার চমৎকার সুযোগ বুঝে ঘোষনা করলেন যে, আমি অস্তগামী বস্তু সমুহকে ভালবাসি না। যে বস্তু প্রতিপালনকারী ও উপাস্য হবে তার সর্বাধিক ভালবাসার পাত্র হওয়া উচিত। এরপর অন্য কোন রজনীতে উধর্বাকাশে চাঁদকে সমুজ্জল রূপে উদ্ভাসিত হতে দেখে পুনরায় আপন সম্প্রদায়কে শুনিয়ে পূর্বোক্ত পন্থা অবলম্বন করে আপন বিশ্বাস স্মৃতিপটে ধারণ করে তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী বললেন এটি আমার পালনকর্তা। অনন্তর যখন তা মহাকাশের দর্পন হতে অদৃশ্য হয়ে অস্তাচলে ডুবে গেল, তখন তিনি বললেন ঃ যদি আমার প্রতিপালক আমাকে সঠিক পথের দিশা না দেন তবে আমি বিভ্রান্ত সম্পদায়ের আওতাভুক্ত হয়ে যাব। তারপর কোন এক প্রত্যুষে সকল তমসা দুর করে পুর্বাকাশে চারদিক আলোকিত করে রবি চক চক করে উদিত হতে অবলোকন করে পূর্বের ন্যায় জাতিকে শুনিয়ে বললেনঃ এটি আমার ত্রানকর্তা প্রভু, কারণ এটি অতিবৃহৎ। কিন্তু এ বৃহত্তমের স্বরূপও অতি সত্বর দৃষ্টির সামনে প্রকাশ হয়ে গেল। সেমতে যথা সময়ে দিবস পেরিয়ে সুর্যও কৃষ্ণ আঁধারে মুখ লুকালে স্বীয় জাতির সামনে সর্বশেষ ও যুক্তিপুর্ন প্রমান পেশ করে উহার প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরলেন এবং বললেন' ওহে আমার জাতি, আমি তোমাদের এ ধরনের মুশরেক সুলভ ধারনা হতে মুক্ত। তোমরা বিশ্ব নিয়ন্তা রাব্বুল আলামীনের সৃজন কৃত বস্তুকেই তার অংশীদার সাব্যস্ত করেছ। আমার ও তোমাদের স্রষ্টা এসকল সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কোনটিই হতে পারে না। এরা স্বীয় অস্তিত রক্ষার্থে অন্যের মুখাপেক্ষি এবং প্রতি মুহূর্তে উত্থান-পতন, উদয়-অস্ত ইত্যাদি পরিবর্তনের আবর্তে নিপতিত। বরং ঐ সত্তা আমাদের সকলের পালনকর্তা যিনি নভোমণ্ডল, ভুমণ্ডল ও এতদুভয়ের মাঝে সৃষ্ট সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন। তাই আমি স্বীয় চেহারা তোমাদের স্বনির্মিত প্রতিমা এবং পরিবর্তন ও প্রভাবের আবর্তে নিপতিত নক্ষত্র পুঞ্জ থেকে হটিয়ে একত্ববাদ প্রভুর দিকে করে

নিয়েছি এবং আমি তোমাদের ন্যায় শিরককারীদের অর্ন্তভুক্ত নই। আমি একনিষ্ঠ ভাবে তাঁর দিকে মুখ করতেছি যিনি সপ্তাকাশ ও নিখিল ভুবন সৃজন করেছেন।

-সূরায়ে আনআম

মহা প্লাবন

মানব সম্প্রদায়ের আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর তিরোধানের এক হাজার বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর যখন এধরা পাপ - পঙ্কিলতায় ছেয়ে গেল। বিশ্ব মানবতা যখন মহান বিধাতার একেশ্বরবাদকে জলাঞ্জলি দিয়ে অসংখ্য বস্তুকে ত্রানকর্তা সাব্যস্ত করল তখন নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে পুনরায় তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে হযরত নূহ আলাইহিস সালামকে, রাসূল করে প্রেরন করেন। তিনি বিধাতার নির্দেশে মানব সম্প্রদায়কে একত্ববাদের প্রতি আহবান করতে লাগলেন। কিন্তু জাতি তার ডাকে সাড়া দেয়ার পরিবর্তে তার বিরুদ্ধাচারন করতে লাগল। তিনি মানুষদের সব ধরনের ঠাট্টা-বিদ্রুপ উপেক্ষা করে দীর্ঘ নয়শত পঞ্চাশ বৎসর দা'ওয়াত পরিচালনা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বসত মুষ্টিমেয় কিছু লোক ব্যতীত কেউ তার আহবানে সাড়া দিয়ে বিধাতার মনোনিত দ্বীনকে গ্রহণ করেনি। পরিশেষে তিনি বাধ্য হয়ে আল্লাহতে অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে শাস্তি অবতরণের প্রার্থনা করেন। মহান বিধাতা তার প্রার্থনা মঞ্জুর করে তাকে একটি জলযান তৈরি করার নির্দেশ প্রদান করেন। উহা তৈরি হলে কোন এক দিবসে মৃত্তিকার নীচ হতে, উনুনের তলদেশ হতে এবং উর্ধ্বগগন হতে একাধারে পানি উদগিরন হতে থাকে। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম তখন সাথীদের নিয়ে জলযানে আরোহন করেন। বিধাতার মহিমায় এক সময় উহা পানির উপর ভাসতে লাগল। তখন তিনি আপন সন্তান কেনানকে ডেকে উক্ত জলযানে আরোহন করতে আহবান করেন। কিন্তু সে তার আহবানে সাড়া না দিয়ে উঁচু পর্বতে আশ্রয় নেয়ার কথা বলে, ইতিমধ্যেই প্রকাণ্ড এক মউজ এসে তাকে অথৈই জলরাশির মাঝে নিমজ্জিত করে ফেলে। তিনি উক্ত জলযানে আল্লাহর নির্দেশে প্রত্যেক প্রাণী জোড়া জোড়া উঠান। অতঃপর উহা ভাসতে ভাসতে দীর্ঘ চল্লিশ দিন পর জুদি পর্বতে এসে স্থির

হয়। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম মহান বিধাতার নির্দেশমত তথায় অবতরণ করে জীবন যাপন শুরু করেন। মহান প্রভু এভাবেই প্লাবন দ্বারা অবিশ্বাসীদের এ ধরাদাম হতে চিরতরে ধ্বংস করে দেন। -সূরায়ে ইউনুস

পাষাণ পর্বতের উষ্ট্রী

বর্তমান বিশ্বের সিরিয়ার আদি বাসি আদ সম্প্রদায় বিধাতার বিরুদ্ধাচারনে লিপ্ত হলে তিনি তাদেরকে ঐশী শাস্তি প্রদানে অবনির বক্ষ হতে চিরদিনের জন্যে মুছে দেন। তাদের ধ্বংসের পর সামুদ সম্প্রদায় তাদের পরিত্যাক্ত ঘরবাড়ী ও সহায় সম্পত্তির উত্তরাধীকারী হয়। সেখানে তারা বিলাস বহুল প্রাসাদ নির্মাণ করে। ঐশ্বর্য ও শক্তির নেশা এমনি জিনিস যে, একজনের ধ্বংস্তুপের উপর অপরজন স্বীয় প্রাসাদ নির্মাণ করে এবং প্রথমজনের ইতিবৃত্ত সম্পূর্ণ রূপে বিস্তৃত হয়ে যায়। সামুদ সম্প্রদায় আল্লাহ ও পরকালের নূন্যতম বিশ্বাসও স্মৃতি হতে মুছে ফেলে শিরক ও মূর্তি পূজায় আত্মনিয়োগ করে। মহান স্রষ্টা স্বীয় চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী তাদের সৎ পথ প্রদর্শনের জন্যে হযরত সালেহ আলাইহিস সালামকে পয়গাম্বর রূপে প্রেরণ করেন। তিনি আপন জাতিকে সে আহবানই করেন, যা হযরত আদম আলাইহিস সালাম হতে আরম্ভ করে তৎসময় পর্যন্ত সকল প্রেরিত পুরুষগণই করে এসেছেন। তিনি স্বীয় উম্মতদেরকে মহান বিধাতার উপাসনা করা ও প্রতিমা পুজা পরিহার করার আহবান করেন। তিনি যৌবনকাল থেকেই স্বীয় সম্প্রদায়কে একত্ববাদের প্রতি ডাকতে থাকেন এবং এ কাজেই বার্ধক্যের দ্বারে উপনীত হন। তাঁর সম্প্রদায় তাঁর আহবানে সাড়া না দিয়ে বরং তাকে জব্দ করতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তার কাছে এক দুঃসাধ্য বস্তু প্রকাশ করে অবলোকন করানোর দাবি জানাল।

তারা হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম এর কাছে তাদের বসতির পার্শ্বে অবস্থিত কাতেবা পর্বত হতে একটি অন্তঃসত্তা, সবল ও সুঠাম উষ্ট্রী বের করে দেখানোর দাবী জানাল। তিনি তাদের দাবি শ্রবণ করে প্রারম্ভে তাদের নিকটে জিজ্ঞাসা করলেন যে, যদি আমি তোমাদের দাবী পুরন করি তবে কি তোমরা আমার প্রতি ও আমার আহবানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে? সবাই যখন এই মর্মে অঙ্গীকার ও দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করল তখন হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম

দুরাকাআত নামায আদায় করে মহান বিধাতার দরবারে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করলেন, হে পরওয়ারদিগার, আপনার জন্যে কোন কাজই কঠিন নয়। আর যেহেতু তারা ঈমান আনার অঙ্গীকার করেছে তাই আপনি তাদের দাবী পুরন করে দিন। তাঁর প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে পাষাণ পর্বতের গাত্রে স্পন্দন শুরু হয়ে যায় এবং একটি বিশাল শিলা খন্ড বিস্ফোরিত হয়ে ভেতর থেকে তাদের দাবীর অনুরূপ একটি স্বাস্থ্যবতী অন্তঃসত্তা উষ্ট্রী বের হয়ে আসে এবং তৎক্ষনাৎ একটি বাচ্চা প্রসব করে।

হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম এর এ বিস্ময়কর মো'জেযা দেখে কিছু সংখ্যক লোক তৎক্ষনাৎ মুসলমান হয়ে যায় এবং অবশিষ্টরাও ঈমান আনার ইচ্ছা পোষণ করে, কিন্তু প্রতিমা পূজারী ও মুর্তিপূজার ঠাকুর শ্রেণীর কিছু নেত্রীস্থানীয় লোক তাদেরকে ঈশী আহবানে সাড়া দিতে বাধা প্রদান করে। আল্লাহর পয়গাম্বর হযরত ছালেহ আলাইহিস সালাম স্বীয় সম্প্রদায়কে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে দেখে মারাত্যক ভাবে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন এই ভেবে যে, না জানি এদের উপর পরাক্রম শালী প্রভুর শাস্তি এসে যায়। তাই তিনি স্বীয় জাতির প্রতি পয়গাম্বর সুলভ দয়া প্রকাশ করে বললেনঃ তোমরা এ উষ্ট্রীর দেখা শোনা কর। একে কোন রূপ কষ্ট দিওনা। এ ভাবে হয়তবা তোমরা বিধাতার শাস্তি হতে বেঁচে যেতে পার। এর অন্যথা হলে তোমরা সাথে সাথে আযাবে পতিত হতে পার।

অতএব হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম ঘোষণা করলেন বিধাতার নির্দেশ মত এ উষ্ট্রীকে স্বাধীন ভাবে তেপান্তরে বিচরণ করে তৃণাদি ভক্ষণ করতে দাও এবং উহাকে তার চাহিদা অনুযায়ী পানি পান করতে দাও। উল্লেখ্য যে সামুদ জাতি যে কুপ থেকে পানি পান করত এবং প্রাণীদের পানি পান করাত এ উষ্ট্রীও সে কুপ থেকেই পানি পান করত। কিন্তু অতি আশ্চর্যের বিষয় হল যে, এ অদ্ভুত ধরনের বিশাল দেহের অধিকারী উষ্ট্রীটি যখন কোন ময়দানে বিচরণ করতে অবতরণ করত তখন অন্যান্য সকল জীব-জন্তু ভয়ে লেজ গুটিয়ে প্রাণপন দৌড়ে ময়দান হতে পলায়ন করত। আর উহা যখন কুপ হতে পানি পান করত তখন কুপের সমুদয় জলরাশি নিঃশেষ করে ফেলত। তাই হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম প্রভুর নির্দেশ মত ফয়সালা করে দিলেন যে, একদিবসে এ উষ্ট্রী পানি পান করবে এবং অন্যদিবসে সম্প্রদায়ের সবাই পানি সংগ্রহ করবে। আর যে দিবসে উষ্ট্রীটি পানি পান করত সে দিবসে সামুদ সম্প্রদায় উহার দুগ্ধ দ্বারা তাদের সকল

পাত্র পুর্ণ করে নিত। বিধাতা নির্দেশিত এ বন্টন দেখা শোনার জন্যে স্বর্গীয় ফিরিশতা নির্ধারিত ছিল। যাতে কেউ এর ব্যতিক্রম করতে না পারে।

মোটকথা এ উষ্ট্রীর কারণে সামুদ জাতি মহা সংকটে পড়ে গেল। ফলে তারা এর ধ্বংস কামনা করত। কিন্তু মহান বিধাতার শাস্তির ভয়ে নিজেরা একে ধ্বংস করতে উদ্যোগী হতনা। কিন্তু একথা চিরন্তন সত্য যে শয়তান মানব জাতির চিরশত্রু। যে সুবৃহৎ প্রতারনার মাধ্যমে শয়তান মানুষের বুদ্ধি-জ্ঞান ও চেতনাকে বিলুপ্ত করে দেয়, তা হচ্ছে নারীর প্রলোভন। সুতরাং সামুদ সম্প্রদায়ের দুজন কু-চক্রি পরমা সুন্দরী রমনী বাজী রাখল যে ব্যক্তি এ উষ্ট্রীটিকে হত্যা করবে সে আমাদের থেকে যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে ও ভোগ করতে পারবে। এ ঘোষণায় সম্প্রদায়ের দু'জন যুবক মিছদা ও কেদার নারীদ্বয়ের রূপ-লাবন্যে মত্ত হয়ে তাদেরকে পাওয়ার নেশায় বিধাতার সৃষ্টির এ অদ্ভুত উষ্ট্রীকে হত্যা করার জন্যে বেরিয়ে পড়ল। তারা উহার চলার পথে একটি বিশাল শিলা খন্ডের আড়ালে আত্মগোপন করে বসে রইল। উষ্ট্রী পথ চলতে চলতে যখন ঐ প্রস্তর খণ্ডের নিকটে এল তখন মিছদা তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করল এবং কেদার তরবারির আঘাতে উহার পা কেটে হত্যা করল।

উষ্ট্রী হত্যার ঘটনা জানার পর হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম স্বীয় সম্প্রদায়কে আল্লাহর নির্দেশ জানিয়ে দিলেন যে, এখন থেকে তোমাদের জাগতিক জীবন কাল মাত্র তিন দিন অবশিষ্ট রয়েছে। সুতরাং আরো তিন দিবস তোমরা আপন গৃহে ভোগ-বিলাস করে ন্যাও। এর পরই শাস্তি নেমে আসবে। এ অঙ্গীকার যথাযথ সত্য এর ব্যতিক্রম হওয়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু যে জাতির ভাগ্যে দুঃসময় ঘনিয়ে আসে, তার জন্যে কোন উপদেশ ও হুশিয়ারী কার্যকর হয় না। সুতরাং আল্লাহর পয়গাম্বর হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম এর মুখে শাস্তির কথা শ্রবণ করেও তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে বলল ঃ এ শাস্তি কিভাবে এবং কোথা থেকে আসবে ? এর লক্ষন কি ?

হযতর সালেহ আলাইহিস সালাম বললেন শাস্তির লক্ষন হল আগামী কল্য তোমাদের আবাল, বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে সকলের মুখমণ্ডল হলদে ফ্যাকাশে হয়ে যাবে। অতঃপর পরশু শুক্রবার সবার মুখমণ্ডল গাঢ় রক্তবর্ণ ধারণ করবে। তারপর দিন তোমাদের আকৃতি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যাবে। আর এটাই হবে তোমাদের জাগতিক জীবনের সর্বশেষ দিন। হতভাগ্য জাতি এ ভয়াবহ শাস্তির কথা শ্রবণ

করেও ক্ষমা প্রার্থনা করার পরিবর্তে স্বয়ং হযরত ছালেহ আলাইহিস সালামকেই হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। এ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিছু অসভ্য লোক রজনীর ঘোর অন্ধকারের বুক চিরে হযরত সালেহ আলাইহিস সালামকে হত্যা করার হীন উদ্দেশে তাঁর গৃহপানে রওয়ানা হল। কিন্তু মহান ক্ষমতা সম্পন্ন প্রভু পথিমধ্যেই প্রস্তর বর্ষণে তাদেরকে ধ্বংস করে দেন। অতঃপর হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম এর কথামত পরদিন প্রত্যুষে সামুদ জাতির মুখমণ্ডল গাঢ় হলুদ রঙে আচ্ছাদিত হয়ে গেল। প্রথম নির্দশন অবলোকন করার পরও জালেম সম্প্রদায় ঈমানের প্রতি মনোনিবেশ করল না; বরং তারা তাদের নবীর প্রতি আরও চটে গেল এবং সমগ্র জাতি তাকে হত্যা করার জন্যে ঘোরা ফেরা করতে লাগল। দ্বিতীয় দিবসে ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী সবার মুখমণ্ডল রক্তিমবর্ণ ধারণ করল এবং তৃতীয় দিবসে তাদের চেহারা কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেল। তখন সকলেই নিরাশ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল যে, কোন দিক হতে কিভাবে শাস্তি আসে।

এমতাবস্থায় ভীষণ ভূমিকম্প শুরু হল এবং উর্ধ্বগগনে বিকট ও ভয়াবহ চিৎকার শুনা গেল। ফলে সামুদ জাতি একযোগে বসা অবস্থায় অধোমুখী হয়ে ভূশায়ী হল। অতঃপর হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম ঈমানদারদেরকে সঙ্গে নিয়ে সে এলাকা পরিত্যাগ করে এয়ামেনের 'হাযরা মাওত' নামক স্থানে প্রস্তান করেন। সেখানেই তার উম্মত দরদি আত্মা এ নশ্বর ভুবন ত্যাগ করে।

– সুরায়ে আ'রাফ

কু-কর্মের ফল

হযরত লুত আলাইহিস সালাম ও মুসলিম জাতির আদি পিতা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম উভয়ের মাতৃভূমি ছিল পশ্চিম ইরাকের বসরার নিকটবর্তী প্রসিদ্ধ বাবেল শহর। সেখানে তৎকালীন সময়ে প্রতিমা পুজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। স্বয়ং হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর পরিবারও প্রতিমা পুজা হতে মুক্ত ছিল না। বাবেল শহরের প্রতিমার উপাসনাকারীদেরকে সৎ পথের সন্ধান দেয়ার জন্যে মহান প্রভু হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে নবুওয়াত প্রদান করেন। কিন্তু সবাই তার বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করে এবং ব্যাপরটি তৎকালীন বাদশাহ্ নমরূদের দরবার পর্যন্ত গড়ায়। স্বয়ং তাঁর আর্ভিভাবকগণ তাঁকে নিজ গৃহ হতে বহিস্কার করে দেন। তাঁর পরিবারের মধ্যে শুধু সহধর্মিনী হযরত সারা

আলাইহিস সালাম ও ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত লুত আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার দীন গ্রহণ করে মুসলমান হন। স্বজাতির অত্যাচার ও উৎপিড়নে জর্জরিত হয়ে অবশেষে তাদেরকে সাথে নিয়ে তিনি জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে তথা হতে সিরিয়ায় হিজরত করেন। জর্ডান নদীর তীরে পৌঁছার পর তিনি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে কেনান নামক স্থানে অবস্থান করেন, যা বায়তুল মোকাদ্দাসের অদুরেই অবস্থিত। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর মহান আল্লাহ তা'আলা হযরত লুত আলাইহিস সালামকেও নবুওয়াত প্রদান করেন এবং তাঁকে জর্ডান ও বায়তুল মোকাদ্দাসের মধ্যবর্তী সাদুম নামক স্থানের অধিবাসীদের পথ প্রদর্শনের জন্যে নির্দেশ দেন। এ এলাকার ভূমি অত্যন্ত উর্বর ও শস্য শ্যামল ছিল। এখানে সর্ব প্রকার শস্য ও ফলমুল প্রচুর পরিমাণ উৎপন্ন হত। ফলে তাদের অভাব অনটন ও দুঃখ কষ্ট কোন কিছুই কখনও স্পর্শ করেনি। তাই সদুমের অধিবাসীগণ মানবিক অভ্যাস অনুযায়ী স্বীয় সম্পদের উপর স্বনির্ভর হওয়ার কারণে চরম ভাবে মহান স্রষ্টার অবাদ্ধতা আরম্ভ করল। তারা ধনৈশ্বর্যের নেশায় মত্ত হয়ে বিলাস-ব্যসন, কাম-প্রবৃত্তি ও লোভ-লালসার জালে এমন ভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে যে, লজ্জা শরম ও ভাল মন্দের স্বভাবজাত পার্থক্যও বিস্মৃত হয়ে যায়। তারা এমন প্রকৃতি বিরুদ্ধ নির্লজ্জতায় লিপ্ত হয় যা হারাম ও গোনাহ তো বটেই, সুস্থ স্বভাব ও মস্তিস্কের কাছে ঘৃন্য হওয়ার কারণে সাধারণ জীব-জানোয়ারও এর নিকটবর্তী হয় না। তারা নিজেদের কাম ভাব পুরনের জন্যে নারীদের বর্জন করে পুরুষদের কাছে গমন করত। দুনিয়ার ইতিহাসে তাদের পূর্বে অন্য কোন জাতি এ নির্লজ্জ কর্মে কখনও লিপ্ত হয়নি।

সাদুম শহরের সমগ্র আবাসিক এলাকার মধ্যে হযরত লুত আলাইহিস সালাম এর গৃহ ব্যতীত কোন মুসলমান ছিল না। তিনি তাদেরকে এহেন কু-কর্ম বর্জন করে মহান বিধাতার অনুস্বরণের আহবান জানান। কিন্তু তারা তাঁর আহবানে সাড়া দেয়ার পরিবর্তে তাকে তাঁর সঙ্গীদের সহ এলাকা থেকে বহিস্কারের হুমকি প্রদান করে। অতঃপর মহা ক্ষমতার অধিকারী রাব্বুল আলামীন এ অসভ্য সম্প্রদায়কে শায়েস্তা করতে মনস্থ করেন। তাই তিনি হযরত লুত আলাইহিস সালামকে স্বীয় পরিবার-পরিজন ও সম্পর্কশীলদেরকে সাথে নিয়ে রজনীর শেষ প্রহরে সাদুম শহর ত্যাগ করার নির্দেশ দেন। হযরত লুত আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলার উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীদের সঙ্গে নিয়ে

সাদুম ত্যাগ করার সময় তার স্ত্রী যে তখনও মুসলমান হয়নি সেও সবার সঙ্গে রওয়ানা দিল। কিন্তু কিছুদুর চলার পর সেও বিধাতার নির্ধারিত শাস্তি হতে রেহাই পায়নি। অতঃপর মহান পরাক্রমশালী প্রভু সাদুম শহরকে উল্টিয়ে দেন এবং তার উপর উর্ধ্বগগন হতে প্রস্তর বর্ষিত করে অবনির বুক হতে তাদেরকে চিরদিনের জন্যে ধ্বংস করে দেন। - সুরায়ে আরাফ

মৎস শীকার

হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এর যুগে কিছু সংখ্যক ইয়াহুদী লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত 'আয়লা' নামক শহরে বসবাস করত। সাগরতীরে বসবাসের সুবাদে মৎস শিকার তাদের প্রধান পেশা ছিল। মহান রাব্বুল আলামীন ইয়াহুদীদের জন্যে সপ্তাহে ছয়দিন জাগতিক কাজ কর্ম করা বৈধ রেখেছিলেন। আর সপ্তাহে শুধু শনিবার আল্লাহ তা'আলার উপসনার জন্যে বরাদ্দ করে ছিলেন। এদিন তাদের জন্যে জাগতিক কোন কাজ বৈধ ছিল না। কিন্তু তারা বিভিন্ন শঠতা ও চতুরতার আশ্রয় নিত। তাই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পরখ করতে চাইলেন। সপ্তাহের দিনগুলোতে মৎসকুল সাগরের নিম্নভাগে থাকত। আর ইবাদতের জন্যে নির্ধারিত শনিবারে মৎসগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে সাগরের অথৈই জলরাশির উপর ভেসে বেড়াত এবং তীরে এসে খেলা করত। মৎসকুলের এ অবস্থা অবলোকন করে আয়লা শহরের অধিবাসীগণ আর ধৈর্য ধারণ করতে পারল না। তারা মহান বিধাতার কঠোর নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে রকমারী ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিল। তাদের কতকে সাগর পারে বড় বড় পুকুর খনন করে সাগরের সাথে সংযোগ করে রাখত। যখন নিদৃষ্ট দিনে মাছগুলো ভেসে সাগরের পানির সাথে ঐ সকল পুকরের প্রবেশ করত তখন তারা এগুলোর প্রবেশ দ্বার বন্ধ করে দিত এবং পরদিন ঐ সকল পুকুরে মাছ শিকার করত। যেন সপ্তাহের নিষিদ্ধ দিবসে মৎস শিকার করা না হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের এ চতুরতার ফলে তাদেরকে এ পৃথিবীর বুকেই কঠোর শাস্তির সম্মুখীন করলেন। মহান প্রভু তাদেরকে নিকৃষ্ট বানরে পরিণত করে দেন। অতঃপর তার তিনদিন পর সকলেই মৃত্যু বরণ করে।

- সুরায়ে আরাফ

এক অমুসলিম মেহমান

এ পৃথিবীর ইতিহাসে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামই প্রথম ব্যক্তি যিনি সর্ব প্রথম মেহমানদারীর প্রথা প্রবর্তন করেন। তাঁর সাধারণত নিয়ম ছিল যে তিনি কখনও মেহমান ব্যতীত একাকী খানা খেতেন না। কখনও কখনও তিনি খাবার সময় খোঁজ করে মেহমান নিয়ে এসে খানা খেতেন। কোন একদিবসে তিনি খাবার সময় মেহমান না পেয়ে সন্ধানে বের হলেন। অনেক খোঁজাখোজি করে এক অচেনা ব্যক্তিকে মেহমান হিসবে ঘরে নিয়ে এলেন। অতঃপর দস্তরখানের উপর খাবার পরিবেশন করা হলে তিনি অপরিচিত মেহমানকে আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে খাবার গ্রহণের আহবান জানালেন। কিন্তু সে ব্যক্তি দুর্ভাগ্য বসত অমুসলিম ছিল বিধায় আল্লাহর নামে খানা খেতে অস্বীকৃতি জানাল এবং বিশ্ব স্রষ্টা সম্পর্কে অহেতুক নানান প্রশ্ন জুড়ে দিল। তখন হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম রাগান্বিত হয়ে তাকে দস্তরখান হতে তাড়িয়ে দিলেন। সে বের হয়ে যাওয়ার পর তিনি বিষন্ন মনে খানা সামনে নিয়ে বসে আছেন। ইত্যবসরে স্বর্গীয় ফিরিশ্তা হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম মহান প্রভুর পয়গাম নিয়ে উপস্থিত হলেন, তিনি জানালেন যে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন আমি তার কুফুরী সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও সারা জীবন তাকে আহার্য-পানীয় দিয়ে আসছি। কখনও তাকে জীবন উপকরণ হতে বঞ্চিত করিনি। অথচ আপনি তাকে এক বেলা খানা দিতে পারলেন না। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এর মারফত মহান বিধাতার এ বাণী শ্রবণ করে তিনি লজ্জিত হয়ে তৎক্ষনাৎ ঐ অপরিচিত অসুসলিম লোকটির সন্ধানে ছুটলেন। অবশেষে অনেক খোঁজাখুজি করে তাকে ঘরে নিয়ে এলেন।

এবার যখন তিনি আগন্তুকের সামনে আহার্য উপস্থিত করলেন তখন সে বেঁকে বসল এবং বলল আপনি কিছুক্ষন পূর্বে আমাকে এ দস্তরখান হতে তুচ্ছ ভাবে তাড়িয়ে দিলেন কিন্তু পরে আবার সাধাসাধি করে আমাকে গৃহে ফিরে আসতে বাধ্য করলেন। এ কারণ না জানা পর্যন্ত আমি আহার্য স্পর্শ করব না। অনেক পীড়াপিড়ির পর হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আসল ঘটনা বর্ণনা করলেন। পুরো কাহিনী শ্রবণ করে অমুসলিম লোকটির মাঝে ভাবান্তর সৃষ্টি হল। অতঃপর সে বলল যে মহান পালনকর্তা ফিরিশ্তা প্রেরণ করে আপনাকে একথা

জানিয়েছেন, তিনি সত্যিই পরম দয়ালু। এ কথা বলে সে কালিমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেল। তারপর সে বিসমিল্লাহ বলে আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে অতিথি পরায়ন ব্যক্তি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর সাথে খানা ভক্ষন করলেন। - সুরা হুদ

বৃদ্ধার ঘরে সন্তান

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম তার সহধর্মিনী হযরত হাজেরা আলাইহাস সালামকে শিশু পুত্র হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম সহ মক্কার বিজন প্রান্তরে রেখে আসার পর সিরিয়াতেই অপর সহধর্মিনী হযরত সারা আলাইহাস সালামকে নিয়ে বসবাস করতে থাকেন। কালের পরিক্রমায় এক সময় তারা স্বামী স্ত্রী উভয়েই বার্ধক্যে উপনিত হন। কিন্তু তখনও হযরত সারা আলাইহাস সালাম নিঃসন্তান ছিলেন। তাই তার মনে একটি সন্তান লাভের সুপ্ত বাসনা সর্বদা তাকে পিড়া দিত। কিন্তু বয়সের ভারে এখন সে সন্তানের আকাংখা হতে প্রায় নিরাশ হয়ে গেছে। একদা এহেন কালে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম-এর নেতৃত্বে কতিপয় ফিরিশতা মানব আকৃতিতে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর গৃহে তাঁকে সন্তান লাভের সুসংবাদ দেয়ার জন্যে আগমন করলেন। কিন্তু তিনি তাদের পরিচয় সম্পর্কে অবগত না থাকার কারনে স্বীয় চিরাচরিত আতিথিয়তার অভ্যাস অনুযায়ী আগন্তুকদের মেহমানদারীর জন্যে অনতিবিলম্বে একটি গো- বৎস জবেহ করলেন। অতঃপর উনুনে দিয়ে উহা ভুনা করে মেহমানদের আপ্যায়নের জন্যে তাদের সামনে রাখলেন। কিন্তু তারা ছিলেন ফিরিশতা, পানাহারের উর্ধ্বে। কাজেই সম্মুখে আহার্য দেখেও তারা সেদিকে হস্ত প্রসারিত করা হতে বিরত রইলেন। ইহা অবলোকন করে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম অত্যন্ত আতংকিত হলেন। এই ভেবে যে, হয়তবা তাদের মনে কোন সুপ্ত দুরভিসন্ধি রয়েছে। স্বর্গীয় ফিরিশতাগণ তাঁর হৃদয়ের এ অমুলক আশংকা অনুভব করতে পেরে উহা দূর করার জন্যে স্পষ্টভাবে তাকে জানালেন যে, "আপনি শংকিত হবেন না। আমরা মহান প্রভুর পক্ষ হতে প্রেরিত স্বর্গীয় ফিরিশতা। আমরা আপনাকে একটি পুত্র সন্তান লাভের সু-সংবাদ দেয়ার জন্যে ও অন্য একটি বিশেষ কাজ সম্পাদনের জন্যে প্রেরিত হয়েছি। আর তা হচ্ছে

হযরত লুত আলাইহিস সালাম এর কওমের উপর আযাব নাযিলের জন্যে। হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালাম এর সহধর্মিনী বিবি সারা পর্দার আড়ালে দণ্ডায়মান হয়ে তাদের কথোপকথন শ্রবণ করতে ছিলেন। যখন বুঝতে পারলেন যে, আগন্তুক মেহমানগণ মানুষ নন, ফিরিশ্‌তা, তখন পর্দার প্রয়োজন রইল না। বৃদ্ধাকালে সন্তান লাভের সু-খবর শ্রবণ করে হেসে ফেললেন এবং বললেন এহেন বৃদ্ধাবয়সে আমার গর্ভে সন্তান জন্ম নিবে! আর অমার স্বামীও তো অতি বৃদ্ধ। হযরত সারা আলাইহাস সালাম এর মুখে এ উক্তি শ্রবণ করে ফিরিশতাগণ বললেন আপনি কি মহান পরাক্রমশালী প্রভুর ইচ্ছার প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করছেন? যাঁর সাধ্যের বাহিরে কিছুই নেই। বিশেষ করে আপনি পয়গাম্বরের সহধর্মিনী। আপনাদের উপর মহান আল্লাহ তা'আলার প্রভুত রহমত এবং অফুরন্ত বরকত রয়েছে। বাহ্যিক কার্য-কর্মের উর্ধ্বে অসংখ্য অলৌকিক ঘটনাবলী আপনারা নিজ নয়নে অবলোকন করেছেন। তা সত্ত্বেও বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ আছে কি? সুতরাং আল্লাহ তা'আলার কুদরতে এটা অসম্ভব কিছু নয় যে, তিনি বৃদ্ধা বয়সে আপনাকে একটি পুত্র সন্তান দান করবেন। তাঁর নাম হবে এছহাক এবং তাঁর ঔরসে ইয়াকুব নমে আরেক সন্তান জন্ম নিবেন। তারা উভয়েই মহান আল্লাহর পয়গাম্বর হবেন। -সূরায়ে হুদ

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম

জন্ম ঃ

হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এর ঔরসে রাহিলের গর্ভ হতে একটি অতি সুশ্রি ও ফুটফুটে সন্তান জন্ম নেয়। তিনি তার নাম রাখেন ইউসুফ। দিবস রজনীর লুকুচুরি খেলায় শিশু ইউসুফ বড় হতে থাকে। তার মিষ্টি চেহারা, মন ভুলানো চাহনি আর চিত্তাকর্ষক কথা বার্তা যে কারো হৃদয় আকর্ষন করত। ফলে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাকে সব চেয়ে বেশী ভাল বাসতেন।

স্বপ্ন দর্শন ঃ

কোন এক রজনীতে বালক ইউসুফ আলাইহিস সালাম ঘুমের ঘরে স্বপ্নে দেখেন, 'এগারটি নক্ষত্র ও চন্দ্র, সূর্য তাকে সিজদা করছে। বালক ইউসুফ

আলাইহিস সালাম কিছু না বুঝে উক্ত স্বপ্নের কথা স্বীয় পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এর সকাশে ব্যক্ত করেন। তিনি আপন সন্তান কর্তৃক এ ধরণের স্বপ্ন দর্শনে যারপর নাই আনন্দিত হলেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, এ জাতিয় স্বপ্ন ভবিষ্যতে পয়গাম্বর হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। তাই তিনি তাকে উক্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনিয়ে অন্যান্য ভ্রাতাদের কাছে তা প্রকাশ না করার নির্দেশ দেন।

ভ্রাতাদের ঈর্ষা ঃ

স্বপ্ন দর্শনের পর হতে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম স্বীয় ঔরসজাত সন্তান ইউসুফ আলাইহিস সালামকে সবর্দা চোখে চোখে রাখেন। তার প্রতি পিতার ভালাবাসা আরও গাঢ় রূপ নেয়। এদিকে অন্যান্য ভ্রাতাগণ তার প্রতি পিতার এ অস্বাভাবিক ভালবাসার হেতু উদঘাটন করতে দিশেহারা হয়ে গেল। ইবলিশ মানব জাতির চির শত্রু সে বিষয়টি আর গোপন থাকতে দেয়নি। ফলে আপন ভ্রাতাদের সকাশে তা প্রকাশ হয়ে যায়। স্বপ্ন শ্রবণের পর তারা ভাবতে লাগল ইউসুফ ছোট্ট অথচ এমন মর্যাদাবান স্বপ্ন দর্শন করেছে। তাই তাদের মনে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বিদ্বেষ ও ঈর্ষা প্রবল ভাবে দানা বেঁধে উঠে।

অন্ধকুপে নিক্ষেপ ঃ

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর ভ্রাতাগণ পরস্পরে পরামর্শে বসল যে, কি করে পিতার ভালবাসা তাদের প্রতি ঝুকানো যায়। কতকে বলল ইউসুফকে হত্যা করা হলে পিতা যখন তাকে দেখবেন না তখন তিনি আমাদেরকেই ভালবাসবেন। কতকে বলল তাকে হত্যা করা ঠিক হবে না বরং তাকে কোন অন্ধকুপে ফেলে দাও যাতে কোন যাত্রি দল তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। অতঃপর ভ্রাতাগণ একথার উপর ঐক্যমত হয়ে পিতার কাছ থেকে তাকে নেয়ার জন্যে অনুমতি প্রার্থনা করল। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাদের মনে দুরভিসন্ধি রয়েছে অনুধাবন কতে পেরে প্রথমে ইউসুফকে তাদের সাথে বাড়ীর বাহিরে যাওয়ার অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। কিন্তু ছেলেদের বারংবার পিড়াপিড়ি এবং তাকে রক্ষা করার দৃঢ় অঙ্গিকার প্রদান করার পর তিনি তাকে পুত্রদের সাথে ময়দানে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। অতঃপর তারা তাকে ক্রিয়া

কৌতুকের বাহানা দিয়ে চারনভূমিতে নিয়ে দুরবর্তী এক অন্ধকার কুপে হাত পা বেঁধে অত্যন্ত নির্মম ভাবে বিবস্ত্র করে ফেলে দেয়। তারপর তারা একটি বকরী জবাই করে উহার রক্তদ্বারা তার জামা রঞ্জিত করে রজনির এক প্রহর অতিবাহিত হওয়ার পর ক্রন্দনরত অবস্থায় আপন পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইউসুফকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে বলে অভিযোগ করে। তিনি তাদের বিবরণ শ্রবণ করে এবং আপন পুত্র ইউসুফের জামা ছিড়াফাড়াহীন রক্তে রঞ্জিত অবলোকন করে মহান বিধাতার জন্যে ধৈর্য্যধারণ করেন।

কুপ থেকে মুক্তি লাভ ঃ

ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ঐ অন্ধকুপে তিনদিন তিনরাত অবস্থান করেন। অতঃপর মিসরীয় এক বানিজ্যিক কাফেলা উক্ত কুপের সন্নিকটে এসে তাবু ফেলে। তাদের পানির প্রয়োজন দেখা দিলে তাদের একজন গোলাম সেই কুপে পানি উত্তোলনের জন্যে বালতি নিক্ষেপ করে। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলার হুকুমে ঐ বালতিতে উঠে বসেন। কৃতদাস বালতি উঠিয়ে দেখে তাতে পানির পরিবর্তে শশীতুল্য এক সুদর্শন বালক উপবিষ্ট। যার সৌন্দর্য্য বর্ননাতীত। সে জীবনে এমন সৌন্দর্য্যময় কোন মানুষ দর্শন করেনি। কাফেলার লোকজন তাঁর সৌন্দর্য দর্শনে বিমোহিত হয়ে পরে। কাফেলার সর্দার তাকে কাফেলার লোকজনের মাঝে লুকিয়ে রাখে যেন তাকে নিয়ে মিশরের বাজারে চড়া মুল্যে বিক্রি করতে পারে।

আযীযে মিসরের ঘরে ঃ

বানিজ্যিক কাফেলার সর্দার মালেক ইবনে যা'য হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে সঙ্গে নিয়ে মিশর পৌছার পুর্বেই তাঁর সুখ্যাতি, সুদর্শন চেহেরা ও রূপের কথা সেখানকার মানুষের মুখে মুখে পৌছে যায়। তাঁর মত সুন্দর সুদর্শন এ ধরায় আর কেউ নেই। তিনি নিজেই নিজের দৃষ্টান্ত। কাফেলার সর্দার হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে নিয়ে মিশরে পৌছে স্বীয় গৃহ সুসজ্জিত করে তাকে আভিজাত্যপূর্ণ পোষাক পরিধান করিয়ে দেয়। অতঃপর সে শহরময় প্রচার করে দেয় যে, তার গৃহে সুন্দর সুদর্শন, সচ্চরিত্রবান, চতুর ও জ্ঞানী এক ইবরানী গোলাম রয়েছে। সে তাকে বিক্রি করতে চায়। যিনি খরিদ করতে আগ্রহী তিনি যেন সময় মত যোগাযোগ করেন। এ ঘোষণায় মিশরের আমীর উমরা সওদাগর

সহ সব শ্রেনীর লোকই হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে ক্রয় করার জন্যে সমবেত হয়। কথিত আছে জনৈকা বৃদ্ধাও কিছু সুতা নিয়ে তাঁকে ক্রয় করার জন্যে উপস্থিত হয়। তখন উপস্থিত লোকেরা ঐ বৃদ্ধাকে সামান্য সুতো নিয়ে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে ক্রয় করার জন্যে উপস্থিত হওয়ার হেতু জিজ্ঞেস করল। কারণ যেখানে অনেক পুঁজিপতিগণ তাকে ক্রয়ের সাহস পাচ্ছেনা চড়া মূল্যের দরুন। জনতার প্রশ্নের জবাবে বৃদ্ধা বলল আমি জানি ইউসুফকে ক্রয় করে আমার গৃহে নিতে পারবনা কিন্তু আমি চাই তাঁর ক্রেতাদের লিষ্টে আমার নামটিও চির স্বরনীয় হয়ে থাকুক। পরিশেষে আযীযে মিসর তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সর্বাদিক মূল্যে ক্রয় করে আপন গৃহে নিয়ে যায়। ঘরে নিয়ে স্বীয় সহধর্মিনী যোলায়খাকে ডেকে বললেন, একে আমি অনেক চড়া মূল্যে খরিদ করে এনেছি, অতত্রব তুমি একে ভালভাবে রাখবে এবং অতি আদর সোহাগ ও সুখ-সাচ্ছন্ধে স্বীয় সন্তানের মত আদর যত্ন করবে। একে গোলাম ভেবোনা এবং গোলামের আচরণও করোনা। সম্ভবত সে আমাদের কাজে আসবে এবং আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করে নেব।

যোলায়খার প্রেম ঃ

আযীযে মিসরের সহধর্মিনী যোলায়খার গৃহে অতি আদর সোহাগে ও সুখ সাচ্ছন্ধে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম দিবস রজনীর পরিক্রমায় বেড়ে উঠতে থাকেন। একদিন তিনি বালক হতে কিশোর আর কিশোর হতে যৌবনে পদার্পন করেন। এদিকে বাদশাহ পত্নী যোলায়খা তাঁর রূপে ও গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রতি এমন ভাবে আসক্ত হয়ে পড়েন যে, এক মুহুর্তের জন্যেও তাঁকে চোখের আড়াল হতে দিত না। সে সর্বদা তাঁর খাতির যত্নেই ব্যস্ত থাকত। উৎকৃষ্ট খাদ্য সামগ্রী এনে তাঁকে আহার করাত। নিত্য নতুন অভিজাত পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়ে সিংহাসনে উপবেশন করিয়ে স্বীয় প্রেমাসক্তিকে স্বস্তি প্রদান করত। দীর্ঘ দিন এভাবে নিজের প্রতি আসক্ত করার বৃথা চেষ্টা করে যোলায়খা ধৈর্য, স্থৈর্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এমনকি তার জীবন সংশয়ও দেখা দেয়। কিন্তু হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম আপন চরিত্র সততায় পর্বতসম অটল অবিচল।

কথিত আছে এ সংকটময় পরিস্থিতিতে প্রতিবেশিনী এক কুটকৌশলী বৃদ্ধা এসে তাকে ইউসুফকে ফাঁদে ফেলার জন্যে এক কৌশল বলে দেয়। সে বৃদ্ধার কথামত হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর সহিত সহশয্যা রচনার উদ্দেশ্যে অজস্র অর্থ কড়ি ব্যয়ে নির্মিত সপ্ত ফটক বিশিষ্ট গৃহে তাকে নিয়ে প্রবেশ করে সকল ফটক মজবুত ভাবে বন্ধ করে দেয়। তিনি গৃহে প্রবেশ করে অবলোকন করলেন ঘরের প্রাচীর, ছাদ, ফটক, বাতায়ন ও বিছানাপত্রসহ সমগ্র কক্ষখানাই চিত্তাকর্ষক মন মাতানো মৌ মৌ গন্ধে সুরভিত। ইতিমধ্যেই যোলায়খা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে ডেকে বললেন ওহে প্রিয় এস! নিরব নিস্তব্ধ জনমানবহীন এক কুঠুরীতে এক যৌবনভরা রমনীর মুখে স্রষ্টাবৈরি নির্দেশের প্রকাশ্য লংঘনের আহবানে তাঁর পুতপবিত্র আরশিতুল্য হৃদয় কেঁপে উঠল। তিনি গৃহমুনিবের নিমক হারামী করে তারই অর্ধাঙ্গিনীর সহিত স্বীয় যৌবিক চাহিদা পুরন করাকে জগতের সবচেয়ে ঘৃনিত কর্ম সাব্যস্ত করলেন। অতঃপর মহান বিধাতার উপর ভরসা করে আবদ্ধ ফটকের দিকে দৌড় দিলেন। অমনি আল্লাহ তাআলার অপার ক্ষমতায় দৃঢ়ভাবে তালাবদ্ধ বন্ধ ফটকগুলো ঠাস্ঠাস্ খুলতে লাগল। আর তিনি দৌড়ে ফটক অতিক্রম করতে লাগলেন। অপরদিকে প্রেম প্রেয়সী যোলায়খার দীর্ঘদিনের লালিত মনোবাসনা এক মুহুর্ত ইউসুফের সান্নিধ্য অর্জন হাতের মুঠো হতে চলে যাওয়ায় উম্মাদিনীর ন্যায় অর্ধনগ্ন হয়ে দৌড়ে পশ্চাৎ হতে তাঁর জামার আঁচল টেনে ধরল। কিন্তু বিধাতার বিধানের উপর শীশা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় দৃঢ় মনোবলের অধিকারী হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম দমবার পাত্র নন। তিনি অবৈধ কর্ম হতে আত্মরক্ষার জন্যে প্রাণপনে এগিয়ে চলছেন ফলে তার জামাখানা পিছন দিয়ে ছিড়ে গেল। এভাবে উভয়ে দৌড়ে সপ্ত ফটকের শেষ প্রান্তে উপনিত হয়ে মিসরের অধিপতির সাক্ষাৎ পেল। কুটকৌশলের অধিকারিনী জোলায়খা নিজেকে পুত পবিত্রতা প্রমানের জন্যে তৎক্ষনাত স্বীয় পতি মিসরের বাদশার কাছে নালিশ দায়ের করল ঐ ব্যক্তির কি শাস্তি হতে পারে যে তোমার সহধর্মিনীর সহিত অবৈধ কর্মে লিপ্ত হতে চায়। হয়তবা তাকে জিন্দান খানায় পুরে রাখা হোক অথবা তাকে নির্মম শাস্তি প্রদান করা হোক।

কোলের শিশুর সাক্ষ্য ঃ

ফটকের সামনে বাদশাহকে উপস্থিত পেয়ে যোলায়খা যখন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে ফাসানোর ফন্দি আটল ঠিক এমন সময় মাতৃক্রোড়ের এক শিশু যে তখনও কথা বলতে শিখেনি সে মহান বিধাতার অভিপ্রায়ে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর সততা ও পুত পবিত্র চরিত্রের সাক্ষ প্রদান করল। সে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির ন্যায় স্পষ্টভাবে বলে উঠল যদি তাঁর পরিধেয় জামাটি পশ্চাৎ হতে ছিড়া থাকে তবে তিনি সত্যবাদী। আর যোলায়খা মিথ্যাবাদী। আর যদি তাঁর জামাটি সম্মুখ হতে ছিড়া থাকে তবে যোলায়খা সত্যবাদিনী এবং ইউসুফ মিথ্যাবাদী। অতঃপর যাচাই করে দেখা গেল হযরত হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের পরিধেয় বস্ত্রটি পশ্চাৎ হতে ছিড়া। তখন বাদশাহ নিশ্চিত বুঝে নিলেন যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম সত্যবাদী আর যোলায়খা মিথ্যাবাদীনী। তারপর আযীযে মিসর আপন স্ত্রী যোলায়খাকে এ সকল অপরাধ কর্ম হতে তওবা করার নির্দেশ প্রদান করেন এবং হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে এ সকল বিষয়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করার আহবান জানান।

মিসরের রমনীদের হস্ত কর্তন ঃ

এ ঘটনার পর আচ্ছাদনের অন্তরালে আবৃত বিষয় দ্রুত গতিতে সমগ্র মিসরে প্রকাশ হয়ে গেল। রাজরাণীর সাকী, পাচকসহ নানানজনের মাধ্যমে এ গোপন বিষয় জানতে পেরে মিসরের রমনীগণ যোলায়খাকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করতে লাগল। রাণী যোলায়খার কর্নে ঐ অসহনীয় সংবাদ পৌছলে সে একদিবসে শহরের সকল কন্যা, জায়া, জননীকে আমন্ত্রণ করল। প্রত্যেকের জন্যে পৃথক পৃথক আসন ও রকমারী আপ্যায়নের ব্যবস্থা করল। সকলেই উপস্থিত হয়ে আসন গ্রহণ করার পর সে প্রত্যেকের সামনে রকমারী রাজকীয় খাদ্য সম্ভারে সজ্জিত প্লেট ও ফল কেটে ভক্ষনের জন্যে একটি করে ধারালো ছুরি তাদের হস্তে তুলে দিল। অতঃপর রাজকীয় পোশাকে সজ্জিত করে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে তাদের সামনে উপস্থিত করল। আগত মহিলাগণ তাঁর রূপ দর্শনে স্বীয় সম্বিত হারিয়ে ফেলল। ফলে তারা ধারালো ছুড়ি দিয়ে ফল কর্তনের পরিবর্তে কখন যে আপন হস্ত কর্তন করে বসেছে তার খবরও কেউ রাখেনি। এদিকে হস্তের রক্তে তাদের বসন রঞ্জিত হয়ে উঠল। তারা বলতে লাগল এতো কোন মানুষ নয়। বরং সে স্বর্গীয় ফিরিশ্তা। এবার যোলায়খার মলিন মুখে হাসি ফুটে

উঠল। সে বলতে লাগল এই হল সেই যুবক, যার জন্যে তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করেছ। আমি তাকে অসৎ কর্মের প্রতি আহবান জানিয়েছি কিন্তু সে নিজেকে তা হতে পবিত্র রেখেছে। অতঃপর আগত আমন্ত্রিত রমনীগণও হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে যোলায়খার চাহিদা পুরন করার জন্যে সুপারিশ করতে লাগল। তখন যোলায়খা বলল যদি সে আমার আহবান প্রত্যাখ্যান করে তবে তাকে নিশ্চিত জিন্দানখানায় যেতে হবে অথবা তাকে হীনদের অন্তর্ভূক্ত হতে হবে।

মিসরের জিন্দান খানায় হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ঃ

যখন আগত রমনীগণও তাঁকে যোলায়খার আহবানে সাড়া দেয়ার জন্যে সুপারিশ করতে লাগল তখন তিনি মহান বিধাতার দরবারে প্রার্থনা করলেন হে আমার প্রতিপালক ঐ সকল রমনীগণ আমাকে যে কর্মের প্রতি আমন্ত্রণ জানাচ্ছে তাঁর চেয়ে আমার নিকট জিন্দানখানাই শ্রেয়। ওহে প্রভু তুমি যদি আমাকে ওদের ছলনা হতে রক্ষা না কর তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব। মহান বিধাতা তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। এদিকে আযীযে মিসরও দেখলেন সমগ্র রাজ্যময় তার দুর্নাম রটে গেছে। তাই সে স্বীয় দুর্নাম ঢাকার জন্যে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে জিন্দানথানায় প্রেরণ করলেন। তিনি জিন্দান খানায় সর্বক্ষন বিধাতার উপাসনায় নিমগ্ন থাকতেন। তাঁর স্বভাব, আচার ব্যবহার এতই উৎকৃষ্ট ছিল যে, জেলখানার সকলেই অতি অল্প কয়েকদিনেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়। এদিকে সমগ্র মিসরের বাদশাহ রাইয়ানের দুইজন নিকটতম সুচতুর গোলাম বাদশাহকে জহর প্রয়োগে হত্যার অভিযোগে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর সহিত জিন্দানখানায় নিক্ষিপ্ত হয়। তাদের একজন বাদশাহর সাকী ছিল এবং অপরজন পাচক ছিল। তারাও অল্প দিনের মাঝে তাঁর উঠা বসা চাল চলন ও ইবাদতের একাগ্রতায় তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পরে। কয়েকদিন পর তারা স্বপ্নে দেখে একজনের মাথায় রুটি রয়েছে আর পক্ষীকুল তা ভক্ষন করছে। আর অপরজন আঙ্গুরের রস নিংরাচ্ছে। তারা এ স্বপ্ন অবলোকনের পর উহার ব্যাখ্যা জানার জন্যে উদগ্রিব হয়ে গেল এবং এ স্বপ্নের ব্যাখ্যার জন্যে জেলখানার মাঝে একমাত্র হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকেই উপযুক্ত ভেবে তাঁর স্বরনাপন্ন হল।

তিনি তাদের মাঝে বুদ্ধিমত্তা লক্ষ করে প্রথমে তাদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিলেন এবং পরে তাদের খাবের ব্যাখ্যা বলে দিলেন, তোমাদের একজনকে অচিরেই শুলে চড়িয়ে হত্যা করা হবে এবং অপরজনকে বাদশাহ তার সাকী নিযুক্ত করবেন। অতঃপর তিনি যাকে মুক্তি পাবে বলে ধারনা করলেন তাকে বাদশাহর কাছে তাঁর নির্দোষের কথা এবং তাকে অনর্থক জিন্দানখানায় বন্দি রাখার কথা জানানোর জন্যে বলে দিলেন। তারপর কয়েকদিনের মধ্যেই বাদশাহ একজনকে শুলে চড়িয়ে হত্যা করলেন এবং অপরজনকে স্বীয় সাকী নিযুক্ত করলেন। কিন্তু অভিশপ্ত ইবলিস তাকে হযরত হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর কথা স্মৃতিপট হতে একেবারে বিস্মৃত করে দিল। ফলে দীর্ঘ সাত বৎসর পর্যন্ত তিনি জিন্দান খানার অভ্যন্তরে অতিবাহিত করেন।

মিসর বাদশাহর স্বপ্ন ঃ

ইত্যবসরে মিসরের বাদশাহ স্বপ্নে দেখলেন সাতটি সুস্থ্ সবল ও সুঠাম গাভী, উহাদিগকে সাতটি জীর্ণ শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করতেছে এবং তিনি আরো দেখলেন সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুস্ক শীষ। অতঃপর বাদশাহ সভাসদদের ডেকে উহার ব্যাখ্যা করতে বললেন। তারা উক্ত স্বপ্নকে অর্থহীন বলে আখ্যা দিল এবং তারা এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে অপারগ বলে জানাল।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা ঃ

সভাসদবর্গ ও জ্যোতিষীগণ যখন এ সপ্নের ব্যাখ্যা করতে অপারগতা প্রকাশ করল তখন বাদশাহ অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং ভাবতে লাগলেন কে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম। কারারুদ্ধদের মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল এ সময় সে রাজার কাছে উপস্থিত ছিল। দীর্ঘকাল পর তার কারাগারে আবদ্ধ হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর কথা স্মরণ হল। তখন সে নিবেদন করল হে মহামান্য বাদশাহ আপনার এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করার মত একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি রয়েছেন। এ বলে সে তার ও শূলীতে শাস্তিপ্রাপ্ত সঙ্গীর স্বপ্নের বিবরণ ও হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর ব্যাখ্যা এবং বাস্তবে উহার সত্যতার কথা বাদশাকে জানালেন। অতঃপর সাকী সবিনয়ে নিবেদন করল যে বাদশাহ নামদারের অনুমতি হলে আমি তার কাছে থেকে আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যা জেনে আসতে পারি। একমাত্র তিনিই এ স্বপ্নের যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান করতে সক্ষম।

তারপর সাকী অনুমতি পেয়ে জিন্দান খানায় ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর কাছে গিয়ে বাদশাহর স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইল। ইউসুফ আলাইহিস সালাম বাদশাহর স্বপ্নের বিবরণ শুনে বললেন তোমরা সাত বৎসর একাদিক্রমে চাষ করবে, অতঃপর তোমরা যে শস্য কর্তন করবে উহা হতে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা ভক্ষন করবে তা ব্যতীত সমস্ত শস্য শীষ সমেত রেখে দিবে। এরপর আসবে সাতটি কঠিন বৎসর তখন কোন শস্য জন্মাবে না, চারদিকে হাহাকার লেগে যাবে, মানুষ অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাবে। এই সাত বৎসর তোমরা পূর্বে যা সঞ্চয় করে রাখবে লোকেরা তা ভক্ষন করবে, কেবল সামান্য কিছু তোমরা বীজ হিসেবে সংরক্ষন করবে। অতঃপর এমন এক বৎসর আসবে যে বৎসর প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং জনসাধারন অনেক ফসল উৎপাদন করে আরাম-আয়েসে দিন কাটাবে। বাদশাহ রাইয়্যানের সাকী শুধু স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে এসেছিল আর হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম নববী চিন্তা-চেতনায় স্বপ্নের ব্যাখ্যাসহ করণীয় বর্ণনা করে দিয়েছেন।

কারাগার হতে মুক্তি লাভ ঃ

বিজ্ঞরাজা স্বপ্নের এ ব্যাখ্যা ও করণীয় শ্রবণ করে তৎক্ষনাৎ হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে কারামুক্ত করে দরবারে উপস্থিত করার নির্দেশ দেন। বাদশাহর দূত যখন তাঁর মুক্তি ফরমান নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে তৎক্ষনাৎ মিসর রাজদরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্যে সংবাদ জানাল তখন তিনি বললেন ওহে শাহী বার্তাবাহক তুমি তোমার মুনিবের নিকট ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর ঐ সকল রমনীদের কথা যারা হস্ত কর্তন করেছিল! নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক তাদের ছলনা সম্যক অবগত! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন দীর্ঘ বন্দি জীবন কাটানোর পর তিনি শাহী দূতকে যে জবাব দিয়েছেন, আমি যদি তাঁর স্থলে হতাম তবে তৎক্ষনাত কোন বাক্যলাপ ব্যতীত বার্তাবাহকের সঙ্গে রাজ দরবারে উপস্থিত হতাম।

রাজা তৎক্ষনাৎ ঐ সকল রমনীদেরকে যারা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর রূপ দর্শনে আত্মহারা হয়ে হস্ত কর্তন করেছিল তাহাদিগকে একত্রিত করে জিজ্ঞেস করলেন যখন তোমরা ইউসুফ হতে অসৎকর্ম কামনা করেছিলে সে সময় সম্পর্কে তোমাদের বক্তব্য কি ?

উত্তরে তারা বলল অদ্ভূত আল্লাহর মহাত্ম! আমরা তার মাঝে কোন দোষ অবলোকন করিনি। "পরিশেষে আযীযের সহধর্মিনী জোলায়খা বলল এক্ষনে সত্য প্রকাশ পেল। আমিই তাকে অসৎকর্মে সাড়া দিতে ফুসলিয়ে ছিলাম, সে প্রকৃতপক্ষে সত্যবাদী। মিসর অধিপতির মাধ্যমে স্বীয় সত্যতা প্রমানের পর হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন আমি একাজটুকু আযীযের মানহানির জন্যে করি নাই। বরং তিনি যেন বুঝতে পারেন আমি তার অনুপস্থিতে তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। কারন তার অনেক অনুগ্রহ আমার প্রতি রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না। তিনি আরো বললেন আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করিনা, মানুষের মন অবশ্যই মন্দ কর্মপ্রবন, কিন্তু ঐ ব্যক্তি নয় যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন। আমার প্রতিপালক তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

খাদ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ ঃ

হস্ত কর্তনকারী রমনীগণ ও স্বয়ং আযীযে মিসর যোলায়খা কর্তৃক তাঁর চারিত্রিক উৎকর্ষতা, নির্মলতা ও নিষ্কলুষতা প্রমাণিত হওয়ার পর তিনি জিন্দানখানা হতে বের হয়ে মিসর রাজদরবারে উপস্থিত হন। রাজা স্বয়ং তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে পার্শে উপবেশন করালেন। তারপর তাঁর সহিত দীর্ঘক্ষন আলাপ চারিতায় লিপ্ত রইলেন। পরিশেষে বাদশাহ বললেন অদ্য আপনি আমাদের নিকট অতি মর্যাদাশীল বিশ্বাসভাজন হলেন। অতঃপর হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন আমাকে রাষ্ট্রের খাদ্যমন্ত্রী নিয়োগ করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও অধিক সুবিজ্ঞ।

তিনি খাদ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর মাত্র এক বৎসরে সরকারি কোষাগারে অজস্র পরিমাণ খাদ্যশস্য সংরক্ষন করেন। মিসরপতি রাইয়্যান প্রজাদের প্রতি তাঁর সদাচার, ন্যায় বিচার ও প্রজাপালনের যোগ্যতা দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হন। অতঃপর বাদশাহ নিজের মুকুট , তরবারি এবং রাজকীয় পোষাকে তাকে সজ্জিত করে রাজ সিংহাসনে আসীন করেন। এসময় তাঁর চেহারা পূর্ণিমার শশীতুল্য ঔজ্জল্য ধারণ করে। দরবারী অমাত্যবর্গ, রাজকর্মচারী সবার সাথে অতি নমনিয় ও সুন্দর ব্যবহারে অল্প দিনের মধ্যেই সকলের প্রিয় ও আস্থাভাজন হয়ে উঠেন। রাজকীয় সকল কর্মকাণ্ড তার দ্বারা সু-শৃংখল ও ন্যায় সম্মত ভাবে সমাধান হওয়ায় সমগ্র মিসর রাজ্যে তাঁর একক নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

দুর্ভিক্ষের সূচনা ঃ

কালের ঘুর্নিপাকে সাতটি বৎসর কেটে যাওয়ার পর হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম এসে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে মিসর রাজ্যে দুর্ভিক্ষ অবতরণের সংবাদ জানালেন। এ সংবাদ পেয়ে তিনি বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত সকল খাদ্য ভাণ্ডার এনে তার কাছে একত্রিত করার নির্দেশ প্রদান করেন। কারণ আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টিজীবের উপর এক মহা সংকটকাল এসে গেছে। এ সঞ্চিত খাদ্য শস্যই হবে তাদের আগত দুর্ভিক্ষজনিত সাত বৎসরের খোরাক। অতঃপর দুর্ভিক্ষ অবতরণ হওয়ার পর জনসাধারন ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে মিসরের রাজ দরবারে উপস্থিত হল। তখন তিনি বিপদ সংকুল সময়ের জন্যে রক্ষিত খাদ্য শস্য তাদের মাঝে বন্টন করে দিয়ে তাদের জীবন রক্ষার্তে এগিয়ে আসেন।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর ভ্রাতাদের মিসর গমন ঃ

মিসরের দুভিক্ষের কড়ালথাবা হতে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোও মুক্তি পায়নি। ফলে পাশ্ববর্তী শাম দেশেও দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ে। সে দেশেও দেখা দেয় খাদ্য ঘাটতি। অভাবের তাড়নায় মানুষের মাঝে হাহাকার পড়ে যায়। এহেন চরম দুর্ভিক্ষের সময় শুধু মিসরেই হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর রাজকীয় ভাণ্ডারে জমাকৃত খাদ্য শস্য ছিল। তাই লোকজন খাদ্য শস্য সংগ্রহের আশায় চতুর্দিক হতে মিশরে ছুটে আসতে লাগল এবং সাধ্যমত খাদ্য শস্য নিয়ে স্বদেশ ফিরে যেতে লাগল। এদিকে কেনানে অবস্থিত হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম-এর পরিবার-পরিজনও দুর্ভিক্ষের কড়াল গ্রাসে পতিত হন। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর ভ্রাতাগণ মিসর রাজ কর্তৃক খাদ্য শস্য বিতরণের কথা শ্রবণ করে পিতার অনুমতি নিয়ে যৎসামান্য অর্থকড়ি সঙ্গে নিয়ে খাদ্য শস্য ক্রয়ের উদ্দেশে মিসর গমন করেন। দীর্ঘ পথ মাড়িয়ে তারা মিসরে পৌছে রাজ দরবারে উপস্থিত হন। তখন তিনি তাদেরকে চিনে ফেললেন। কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারেনি। অতঃপর তিনি তাদের সহিত তাদের পরিবার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর তাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিনইয়ামিনকে তাঁর নিকট নিয়ে আসার কথা বললেন। অন্যথায় তাদেরকে মিথ্যাবাদী হিসাবে আখ্যায়িত করা হবে। কারণ তারা তাদের ভ্রাতা বিন ইয়ামিনের জন্যেও খাদ্য শস্য বরাদ্দ নিয়েছে। তারপর তার নির্দেশে কর্মচারিগণ তাদেরকে খাদ্য শস্য পরিপূর্ণ করে দিল এবং

ভবিষ্যতে যেন তারা আবার আসতে পারে সে জন্যে তাদের খাদ্য শস্যের মাঝে তাদের প্রদেয় অর্থকড়ি তাদের অগুচরে দিয়ে দিল। পরিশেষে তারা বিনইয়ামিনকে তাদের পিতার কাছ থেকে নিয়ে আসার চেষ্টা করার নিশ্চয়তা দিয়ে পণ্য সামগ্রী নিয়ে কেনানের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। তারা দেশে পৌছে প্রথমে মিসর বাদশাহর মহানুভবতার কথা স্বীয় পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম-এর সকাশে তুলে ধরলেন এবং তারা বললেন হে আমাদের সম্মানিত পিতা যদি আমরা আমাদের ভ্রাতা বিন ইয়ামিনকে পরবর্তীতে আমাদের সাথে না নিয়ে যাই তবে মহানুভব বাদশাহ আমাদিগকে মিথ্যাবাদি সাব্যস্ত করে আমাদের জন্যে খাদ্য বরাদ্দ নিষিদ্ধ করে দিবেন। আর আপনি যদি আমাদের সহিত তাকে পাঠান তবে আমরা অবশ্যই তার রক্ষনাবেক্ষন করব। ছেলেদের বক্তব্য সমাপ্ত হলে তিনি বললেন আমি কি তোমাগিদকে তার সম্বন্ধে সেইরূপ বিশ্বাস করব, যেরূপ বিশ্বাস পূর্বে তার ভ্রাতা ইউসুফ সম্বন্ধে করেছিলাম ? মহান আল্লাহই শ্রেষ্ঠ রক্ষক এবং অতি দয়াবান।

অতঃপর তারা যখন তাদের মালপত্র খুলল তখন তারা তাদের পণ্য সামগ্রীর মাঝে তাদের প্রদেয় সমুদয় অর্থকড়ি অবলোকন করে হতভম্ব হয়ে গেল। তারা বলতে লাগল ওহে আমাদের পিতা! আমরা আর কি প্রত্যাশা করতে পারি? ইহা তো আমাদেরই প্রদত্ত পণ্যমূল্য, যা আমাদিগকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। সুতরাং আমরা পুনরায় আমাদের পরিবার পরিজনের জন্যে খাদ্য সামগ্রী আনার সময় আমাদের ভ্রাতাকে সঙ্গে নিয়ে যাব এবং অতিরিক্ত আরও এক উষ্ট্রী বোঝাই পণ্য আনব। ইহা তো সামান্য। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বললেন যতক্ষন পর্যন্ত তোমরা মহান স্রষ্টার নামে শপথ করে তাকে ফেরত আনার অঙ্গীকার না করবে ততক্ষন আমি ওকে তোমাদের সহিত যেতে দিব না। অতঃপর যখন তারা তাঁর নিকট প্রতিজ্ঞা করল তখন তিনি বললেন আমরা যে বিষয়ে কথা বলতেছি, মহান আল্লাহই উহার বিধায়ক।

দ্বিতীয়বার মিসর গমন ঃ

দীর্ঘ দিনের দুর্ভিক্ষের ফলে সারা মিসর জুড়ে হাহাকার লেগে যায়। তৎসাথে পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোও দুর্ভিক্ষের কড়াল থাবায় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। যার কারণে চতুর্দিক হতে বনি আদম ছুটে আসে মিসরের মহানুভব সুচতুর

রাজার দরবারে খাদ্য সামগ্রী গ্রহণ করতে। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর ভ্রাতাগণ যে সামান্য খাদ্য-সামগ্রী মিসর হতে দেশে নিয়ে গিয়ে ছিল তা প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। যা অল্পদিনেই ফুরিয়ে যায়। ফলে তারা আবার মিসর যাত্রা করার প্রস্তুতি নিতে থাকে এবং এবার তারা তাদের সহিত বিন ইয়ামিনকেও নেয়ার বায়না ধরে।

পরিশেষে তারা পিতার নির্দেশ মত আল্লাহর নামে শপথ করে তাকে ফেরত আনার নিশ্চয়তা দিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে মিসরের উদ্দেশে যাত্রা করেন। যাত্রার প্রাক্কালে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বললেন হে আমার পুত্রগণ! তোমরা এক ফটক দিয়ে প্রবেশ করোনা বরং ভিন্ন ভিন্ন ফটক দিয়ে প্রবেশ করবে। যেন তোমাদের প্রতি মানুষের কুদৃষ্টি কিংবা কুধারনা না হয়। আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্যে কিছু করতে পারব না। বিধান আল্লাহরই, আমি তাঁর উপরই নির্ভর করি। অতঃপর তারা দীর্ঘ পথ মাড়িয়ে মিসর পৌছে পিতার আদেশ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ফটক দিয়ে রাজ দরবারে প্রবেশ করল। তারপর তারা যখন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর সম্মুখে উপস্থিত হল তখন তিনি স্বীয় সহোদর বিন ইয়ামিনকে নিজের কাছে ডেকে নিলেন। তিনি তাকে বললেন আমিই তোমার ভ্রাতা ইউসুফ। সুতরাং তাদের অতীত কর্ম সম্পর্কে তুমি দুঃখ করোনা। আমি অদ্য তোমাকে কৌশলে আমার কাছে রেখে দিব।

অতঃপর রাজ কর্মচারীগণ হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর নির্দেশে তাদেরকে পণ্য সামগ্রী পরিপূর্ণ করে দিল। আর বিনইয়ামিনের পন্যের মাঝে রাজার পানপাত্র গোপনে লুকিয়ে রেখে দিল। কেনান হতে আগত যাত্রীদল যখন পণ্য সামগ্রী নিয়ে স্বদেশের উদ্দেশে যাত্রা করল তখন পশ্চাৎ হতে একজন আহবায়ক চীৎকার দিয়ে ঘোষণা দিল যে, ওহে যাত্রী দল ! তোমরা নিশ্চয়ই চোর। আহবায়কের আহবানে তারা থমকে দাড়াল এবং তারা জিজ্ঞেস করল তোমাদের কি হারিয়েছে ? তখন ঘোষক বলল আমাদের রাজার পানপাত্র হারিয়েছে; যে ব্যক্তি উহা এনে দিবে তাকে এক উষ্ট্রীবোঝাই পণ্য উপঢৌকন হিসাবে দেয়া হবে এবং আমি উহার জামিন। তারা বললেন মহান বিধাতার শপথ! তোমরা তো জান আমরা এদেশে দুস্কৃতি করতে আসিনি এবং আমরা চোরও নাই। ঘোষক বলল, 'যদি তোমরা মিথ্যা বাদী হও তবে তার শাস্তি কী ? হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর ভ্রাতাগণ তাদের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী

বললেন 'যার মালপত্রের মাঝে পাত্রটি পাওয়া যাবে সে-ই তার বিনিময়। অর্থাৎ সারা জনমের জন্যে সে দাসত্বে পরিণত হবে। এভাবেই আমরা সীমালংঘনকারীদিগকে শাস্তি প্রদান করে থাকি।

অতঃপর রাজ কর্মচারীগণ হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর সহোদরের মালপত্র তল্লাশির পূর্বে অন্যান্য সকলের মালামাল তল্লাশি করল, সর্বশেষে তাঁর সহোদরের মালপত্রের মধ্যে পাত্রটি পাওয়া গেল। এভাবেই কৌশলে তিনি আপন সহোদরকে নিজের কাছ রেখে দিলেন। অনাকাংখিত এ ঘটনার ফলে তারা রাগে ক্রোধে বলতে লাগল, ' সে যদি চুরি করে থাকে তবে তার ভ্রাতাও তো পূর্বে চুরি করেছিল।' তাদের এই আক্রমনাত্মক উক্তি শ্রবণ করেও হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে গোপন রাখলেন এবং মনে মনে বললেন, তোমাদের অবস্থা তো হীনতর। আর তোমরা যা বলতেছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা সবিশেষে অবহিত। পরিশেষে তারা বললেন 'হে আযীয, তার পিতা তো অতিশয় বৃদ্ধ, আর তিনি তাকে অত্যন্ত ভালবাসেন, সুতরাং আপনি তার স্থলে আমাদের একজনকে পাকড়াও করুন। আমরা তো আপনাকে মহানুভব ব্যক্তিদের একজন মনে করি। তাদের বক্তব্য শ্রবণ করে হযরত হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন, যার নিকট আমরা আমাদের মাল পেয়েছি তাকে ছাড়া অন্যকে আবদ্ধ রাখার অপরাধ হতে আমরা মহান আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি। এমন করলে আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হিসাবে আখ্যায়িত হব।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ঃ

যখন তারা তাঁর নিকট হতে সম্পুর্ন নিরাশ হল, তখন তারা নির্জনে গিয়ে পরামর্শ করতে লাগল, তাদের বয়োজ্যেষ্ঠ ইয়াহুদা বলল, তোমাদের কি জানা নেই যে, তোমাদের পিতা তোমাদের নিকট হতে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং পূর্বেও তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে ক্রটি করেছিলে। সুতরাং আমি আমার পিতার অনুমতি ব্যতীত অথবা আল্লাহর কোন ব্যবস্থা ব্যতীত কিছুতেই এদেশ ত্যাগ করব না। আর তিনিই শ্রেষ্ট বিচারক। অতত্রব তোমরা তোমাদের পিতার নিকট ফিরে যাও এবং বল, হে আমাদের পিতা। আপনার পুত্র চুরি করেছে এবং আমরা যা জানি তারই প্রত্যক্ষ বিবরণ দিলাম। আর অজানা ব্যাপারে আমরা সংরক্ষনকারী নই। অতঃপর হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর ভ্রাতাগণ নিরুপায় হয়ে বিন ইয়ামিনকে মিশরের রাজার দরবারে চুরির দায়ে

দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ রেখে কেনানের উদ্দেশে রওনা দিলেন। কিন্তু তাদের জ্যৈষ্ঠভ্রাতা ইয়াহুদা মিসরেই রয়ে গেলেন। কেনানে পৌছে তারা স্বীয় পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে মিসরে সংঘটিত বিন ইয়ামিনের চুরির ঘটনা শুনাল। তারা আরো বলল আমরা যে জনপদে ছিলাম উহার অধিবাসিগণকে জিজ্ঞাসা করুন এবং যে যাত্রীদলের সহিত আমরা এসেছি তাদের থেকে জানতে পারেন। আমরা অবশ্যই সত্যবাদী।

হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম সব কিছু শ্রবণ করে বললেন তোমাদের মন তোমাদের জন্যে একটি কাহীনী সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং আমার জন্যে পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, হয়তবা মহান বিধাতা উহাদেরকে একসংঙ্গে আমার নিকট এনে দিবেন। অবশ্যই তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। অতঃপর তিনি তাদের হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, 'আফসোস ইউসুফের জন্যে'। কলিজার টুকরা অতি প্রিয় পুত্রদ্বয়ের বিয়োগ ব্যথায় ক্রন্দন করতে করতে তাঁর চক্ষুদ্বয়ের দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়ে গেল ত্রবং তিনি অসহনীয় মনস্তাপে ছিলেন ক্লিষ্ট। পিতার এ অবস্থা অবলোকন করে তারা বলল, আল্লাহ্র শপথ, আপনি ইউসুফের স্মরণ থেকে নিবৃত হবেন না, যে পর্যন্ত মরনাপন্ন না হয়ে যান কিংবা মৃতবরণ না করেন। তিনি বললেন আমি আমার অসহনীয় বেদনা, আমার দুঃখ শুধু আল্লাহ্র নিকটেই নিবেদন করছি। আর আমি তাঁর পক্ষ হতে যা জানি তোমরা তা জান না।

তাফসীরবিদগণ বর্ণনা করেন যে, মহান বিধাতার পক্ষ হতে তাঁকে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের যাতনা ভোগ করতে হয়েছে। তারপর তিনি ত্রক দিবসে পুত্রদেরকে ডেকে বললেন, হে আমার পুত্রগণ! তোমরা মিসরে যাও, ইউসুফ ও তার সহোদর বিন ইয়ামিনের অনুসন্ধান কর ত্রবং তোমরা আল্লহ্র আশিস হতে নিরাশ হয়ো না। কারণ আল্লাহ্র আশিস হতে কাফির সম্প্রদায় ব্যতীত কেউ নিরাশ হয়োনা।

ইউসুফ ও বিন ইয়ামিনের সন্ধানে মিসর গমনঃ

অতঃপর তারা সে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ চলাকালিন সময়ে পুনরায় তুচ্ছ কিছু নাম মাত্র পুঁজি নিয়ে জীবন বাচানোর তাগিদে খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহের জন্যে ত্রবং ভ্রাতাদের সন্ধানে মিসর অভিমুখে যাত্রা করলেন। তারা তৎকালিন আযীযে মিসর হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, হে মহামান্য আযীয! আমরা ও আমাদের পরিবার পরিজন বিপন্ন হয়ে পড়েছি ত্রবং আমরা

তুচ্ছ কিছু পুঁজি নিয়ে এসেছি, আপনি আমাদের রসদ পূর্ণ মাত্রায় দিন এবং আমাদিগকে দান করুন, আল্লাহ্ দাতাগণকে পুরস্কৃত করে থাকেন।

ভ্রাতাদের সহিত পরিচয়ঃ

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম আপন পিতার ঔরসজাত ভ্রাতাদের মুখে এ ধরনের আবেগময় ও নমনীয় কথা শ্রবণ করে স্বীয় হৃদয়ের আকুতি আর ধরে রাখাতে পারলেন না। সহসাই তাঁর মুখ হতে বেরিয়ে এল, তোমরা কি জাননা, তোমরা ইউসুফ ও তার সহোদরের প্রতি কিরূপ আচরণ করেছিলে, যখন তোমরা ছিলে অজ্ঞ! তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই তারা বললেন, তবে কি তুমিই ইউসুফ! তিনি বললেন আমিই ইউসুফ এবং এই আমার সহোদর, মহান বিধাতা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি মুত্তাকী এবং ধৈর্যশীল, আল্লাহ্ সেরূপ সৎকর্ম পরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করেন না। তারা বললেন মহান আল্লাহর শপথ! তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে আমাদের উপর প্রধান্য দিয়েছেন এবং আমরা তো প্রকৃত পক্ষে অপরাধি ছিলাম। তিনি বললেন অদ্যকার এ দিবসে তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। প্রভু তোমাদিগকে ক্ষমা করুন। আর তিনিই সর্ব শ্রেষ্ঠ দয়াবান।

অতএব তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরপর ভ্রাতাদের সহিত পরিচিত হবার পর পিতার সার্বিক অবস্থার খোঁজখবর নেন। তারপর তিনি রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম ও অন্যান্য দায়দায়িত্বের কারণে শামদেশে ভ্রমণ করে পিতার সাক্ষাতে উপস্থিত হতে অক্ষম বিধায় স্বীয় গায়ের পরিধেয় একটি জামা ভ্রাতাদের হস্তে দিলেন এবং বললেন এ জামাটি আমার পিতার মুখমণ্ডলের উপর রাখিও। তবেই তিনি দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাবেন। আর তোমরা তোমাদের পরিবারের সকলকে নিয়ে আমার নিকট চলে আসবে।

জামা নিয়ে ভ্রাতাদের শামে যাত্রা ঃ

অতঃপর যাত্রীদল যখন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর জামা নিয়ে মিসর হতে কেনানের উদ্দেশে যাত্রা করলেন তখন কেনানে বসে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাঁর সম্মুখস্ত উপস্থিত লোকদেরকে উদ্দেশ করে বললেন 'তোমরা যদি আমাকে অপ্রকৃতস্থ মনে না কর তবে বলব আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি। ইহা শ্রবণ করে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গরা বলল, আল্লাহর শপথ! আপনি তো

আপনার পূর্ব বিভ্রান্তিতেই রয়েছেন। অতঃপর যখন সুসংবাদ বাহক জামা নিয়ে উপস্থিত হল এবং তাঁর মুখ মণ্ডলের উপর রাখল তখন বিধাতার অসীম কৃপায় জামাটির বরকতে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। তারপর তিনি বললেন আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, আমি আল্লাহর নিকট হতে যা জানি তোমরা তা জান না? তখন তাঁর ছেলেরা বলল, হে আমাদের পিতা! আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করু,; আমরা তো অপরাধী। তিনি বললেন আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। তিনি তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম-এর কেনান ত্যাগ ঃ

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ভাইদের সাথে দু'শ উষ্ট্রী বোঝাই করে অনেক আসবাবপত্র, বস্ত্র ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাঠিয়ে দেন, যাতে গোটা পরিবার মিসরে আসার জন্যে ভালভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে। ঐ সকল বস্তু কেনানে পৌছলে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ও তাঁর আওলাদ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা প্রস্তুত হয়ে মিসরের উদ্দেশে রওয়ানা দেন। ঐতিহাসিকদের মতে তাদের সংখ্যা বাহাত্তর জন মতান্তরে তিরানব্বই জন পুরুষ ও মহিলা ছিল।

হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম-এর মিসর গমন ঃ

অতঃপর হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম উষ্ট্রীগুলোর উপর সমস্ত আসবাবপত্র বোঝাই করে গোত্রের সকলকে নিয়ে মিসরের উদ্দেশে কেনান হতে যাত্রা করলেন। আল্লাহর নবী হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এর নেতৃত্বে কেনানের কাফেলা যখন মিসর পৌছার নিকটবর্তী হল তখন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ও শহরের গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তাঁদের অভ্যর্থনার জন্যে রাজকীয় বেশে শহরের বাইরে বেরিয়ে এলেন। তাদের সাথে চার হাজার সশস্ত্র সিপাহীও সামরিক কায়দায় অভিনন্দন জানানোর উদ্দেশে জমায়েত হল। অতঃপর মহা সমারোহে তিনি গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সিপাহীদের নিয়ে অভিনন্দন জানিয়ে কেনান হতে আগত কাফেলাকে রাজ দরবারে নিয়ে আসেন। তারপর তিনি পিতা মাতাকে নিজের পার্শে উচ্চাসনে বসান এবং তাঁর ভ্রাতাগণ তাঁর সম্মানার্থে মস্তক অবনত করে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেন। তখন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম আপন জনক হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে লক্ষ করে বললেন,

'হে আমার সম্মানিত পিতা' এটাই পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আমার প্রতিপালক উহা সত্যে পরিণত করেছেন। আমাকে জিন্দান খানা হতে মুক্ত করেছেন এবং শয়তান আমার ও আমার ভ্রাতাদের সম্পর্ক নষ্ট করার পরও আপনাদেরকে মরু অঞ্চল হতে এখানে নিয়ে এসে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তা নিপুনতার সহিত করেন। তিনি তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামএর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ঃ

এরপর যখন তিনি পিতা-মাতা ও ভ্রাতাদের সাথে সাক্ষাতের ফলে হারানো শান্তি ফিরে পেলেন তখন তিনি সরাসরি আল্লাহর প্রশংসা, গুনকীর্তন ও প্রার্থনায় মশগুল হয়ে গেলেন। তিনি বলতে লাগলেন " ওহে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে রাজ্য দান করেছেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। হে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের স্রষ্টা। আপনিই জাগতিক জীবনে ও পর জীবনে আমার অভিভাবক। আপনি আমাকে পূর্ণ আনুগত্যশীল অবস্থায় দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিন এবং আমাকে পরিপূর্ণভাবে সৎকর্মপরায়নদের অন্তর্ভূক্ত করুন।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ও জুলায়খার বিয়ে ঃ

বর্ণিত আছে জুলায়খার স্বামী আযীযে মিসরের ইন্তিকালের পর সে সকল বিষয় হতে একাকিত্ব গ্রহন করে হযরত ইউসুফ আলাইহিসা সালামের ভালবাসা বক্ষে ধারণ করে মিসরের এক নির্জন এলাকায় আবাস নির্মাণ করে দীর্ঘ কয়েক বৎসর বসবাস করে। সে তার স্বামী জীবিত থাকাকালে অজস্র মনিমুক্তা সঞ্চয় করে ছিল। সে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভালবাসায় এতই দিওয়ানা হয়ে পড়েছিল যে, যদি কোন ব্যক্তির নিকট তাঁর কোন সংবাদ কিংবা তাঁর নাম টুকুও শ্রবণ করত হবে সে ঐ ব্যক্তির জন্যে তাঁর ভালবাসায় অজস্র সম্পদ ব্যয় করত। এভাবেই একদিন সে সমুদয় সম্পদ ব্যয় করে নিঃস্ব হয়ে গেল। অতঃপর যখন তার অবস্থা অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়ল তখন সে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের চলার পথের এক প্রান্তে লাকড়ী দ্বারা একটি ডেরা নির্মাণ করে এই আশা বক্ষে নিয়ে বসবাস করতে লাগল যে যদি কখনো এ পথে তিনি যাতায়াত করেন তবে তার সহিত হয়তবা সাক্ষাৎ হবে। আর ঐ পথে তিনি কখনো কখনো সওয়ারী অবস্থায় যাতায়াত করতেন। তাঁর

একটি অশ্ব ছিল, যার আওয়াজ দুই মাইল দূর হতে শোনা যেত। আর উক্ত অশ্বটি শুধুমাত্র আরোহণের সময়ই আওয়াজ করত, ফলে জনসাধারণ বুঝতে পারত যে তিনি আরোহণ করেছেন। সুতরাং যোলায়খা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের অপেক্ষায় এভাবেই রাস্তার পার্শে অপেক্ষায় পহর গুনতে লাগল।

অতঃপর একদা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ঐ পথে যাওয়ার সময় যোলায়খা তাঁকে উচ্চ আওয়াজে ডাকল কিন্তু তিনি জনতার ভিড়ে অসংখ্য আওয়াজের বিড়ম্বনায় তার ডাক শুনতে পেলেন না। অতঃপর যোলায়খা একদিন তার প্রতিমার কাছে এল, সে যার উপাসনা করত এবং কখনও তার থেকে পৃথক হতনা। সে প্রতিমাকে লক্ষ করে বলল তোমার ধ্বংস হোক আর যে তোমাকে সিজদা করে তারও ধ্বংস হোক। তুমি আমার বার্ধক্যের উপর এবং অশ্রু বিসর্জনের উপর কোন দয়া করনি, আর আমার দরিদ্রতা এবং অসহায়ত্বের প্রতি সহানুভূতি দেখাওনি। সুতরাং আমি অদ্য তোমাকে পরিত্যাগ করলাম এবং ইউসুফের প্রভূর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। অতঃপর যোলায়খা সকাল-সন্ধ্যা একমাত্র আল্লাহকে ডাকতে লাগল এবং হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে পাওয়ার জন্যে তাঁর নিকট কামনা করতে লাগল।

অতঃপর হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম কোন এক দিবসে অশ্বে আরোহণ করলেন। নিয়ম অনুযায়ী অশ্বটি চিৎকার করল। তখন মানুষ বুঝে নিল যে, তিনি আরোহণ করেছেন। তাই সকলে তার রূপ-লাবন্য ও দাপট অবলোকণ করতে একত্রিত হল। এদিকে যোলায়খাও অশ্বের চিৎকার শ্রবণ করে তাঁর লাকড়ীর গৃহ হতে বের হয়ে তাঁর অপেক্ষা করতে লাগল। অতঃপর যখন তিনি সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন সে উচ্চ আওয়াজে বলল 'মহামহিমান্বিত ঐ সত্তা যিনি পাপের কারণে বাদশাহকে গোলামে পরিণত করেছেন আর আনুগত্যের কারণে গোলামকে বাদশাহ বানিয়েছেন।' সুতরাং আল্লাহ তা'আলা বাতাসকে তার আওয়াজ পৌছে দেয়ার নির্দেশ দিলেন, ফলে বাতাস তার আওয়াজকে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের কর্ণে পৌছে দিল। তারপর তিনি তার প্রতি

লক্ষ করলেন এবং স্বীয় ভৃত্যকে তার প্রয়োজন পুর্ণ করে দিতে বললেন। ভৃত্য তার নিকটে গেলে সে বলল আমার প্রয়োজন ইউসুফ ব্যতীত কেউ পূর্ণ করতে পারবে না। সুতরাং সে তাকে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের বাসভবনে নিয়ে গেল। অতঃপর তিনি গৃহে ফিরে এসে তাকে কাছে ডাকতে বললেন। সে উপস্থিত হয়ে সালাম করল, তিনি সালামের জবাব দিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন তুমি কে? আর তুমি আমাকেই বা কি করে চিনলে? তখন সে বলল আমি যোলায়খা। একথা শোনে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই তিনি জীবন মরণ দান করেন আর তিনি চিরঞ্জীব। অতঃপর তিনি তাঁর অসহায় অবস্থা দেখে কেঁদে ফেললেন।

তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন তোমার কি প্রয়োজন? তখন সে বলল তুমি কি আমার প্রয়োজন পূর্ণ করবে? হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন হ্যাঁ, তোমার প্রয়োজন পূর্ণ করব। তখন যোলায়খা বলল আমার তিনটি প্রয়োজন রয়েছে। এক. তোমার জন্যে কেঁদে কেঁদে আমার দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেছি, তুমি মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করো যেন তিনি আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন। দুই. তোমাকে ভাবতে ভাবতে আমার জীবন, যৌবন ও রূপ-লাবন্য সবকিছু নিঃশেষ করেছি, সুতরাং তুমি মহান প্রভুর নিকট প্রার্থনা কর তিনি যেন আমার পূর্বেকার জীবন, যৌবন ও রূপ লাবন্য সব কিছু ভরপুর করে দেন। অতঃপর হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন, আর আল্লাহ তাআলা স্বীয় ক্ষমতায় তাকে পূর্বের ন্যায় রূপবতী ও কুমারী করে দিলেন। তারপর যোলায়খা বলল এখন আমার তৃতীয় প্রয়োজন হল তুমি আমাকে বিয়ে কর। একথা শুনে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম চুপসে গেলেনএবং উর্ধ্বগগনে মাথা তুলে তাকিয়ে রইলেন। ইত্যবসরে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম গমন করে বললেন হে আল্লাহর নবী ইউসুফ মহান প্রভু আপনাকে সালামজানিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন যে আপনি যেন তার প্রতি উদাসিনতা প্রদর্শন না করেন।

অতঃপর হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম মহা সমারোহে রাজকীয় ভাবে

পিতা মাতা সহ রাষ্ট্রীয় সকল অতিথিদের উপস্থিতিতে বিয়ে করেন। বর্ণিত আছে যে তিনি তাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। কোন একদিন তিনি তাকে স্বীয় মনোবাসনা পুরনের জন্যে বারংবার ফুসলাতে ছিলেন, তখন সে তার থেকে দৌড়ে পলায়ন করতে চাইল কিন্তু তিনি তার পিছু নিলেন এবং তার জামার আঁচল টেনে ধরলেন ফলে তার জামাটি পিছন থেকে ছিড়ে গেল। তখন যোলায়খা হেসে ফেলল এবং বলল যদি আমি তোমার জামা খানা সেদিন সম্মুখ হতে ছিড়ে দিতাম তবে তুমিও অদ্য আমার জামা খানা........................ তবে জেনে রাখ ইহা উহার প্রতিশোধ।

পরলোক গমন ঃ

বর্ণিত আছে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম মিসরে চব্বিশ বৎসর জীবন যাপন করেন, তারপর তিনি পরলোক গমন করেনন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে এই বলে ওয়াছিয়ত করে যান যে, তাকে যেন শাম দেশে আপন পিতা হযরত ইসহাক আলাইহি সালামের পার্শে সমাধিস্ত করা হয়।

অতএব তাঁর মৃত্যুর পর হযরত হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম স্বয়ং পিতার শবদেহ নিয়ে তথায় গমন করেন এবং তাকে সমাধিস্ত করেন। অতঃপর তিনি মিসরে ফিরে আসেন এবং তিনি পিতার মৃত্যুর পর তেইশ বৎসর জীবিত ছিলেন। তারপর যথন তার সময় ঘনিয়ে এল তখন মহা পরাক্রমশালী রাব্বুল আলামীন তার আত্মাকে ডাকলেন, সুতরাং তিনি তার ডাকে সারা দিয়ে পরপারে পাড়ি জমালেন। তার মৃত্যুতে মিসরবাসী অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল এবং তাকে দাফন করা নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে পড়ল। প্রত্যেকেই এ কামনা করছিল যে তাকে তাদের এলাকায় সমাধিস্ত করবে। এক পর্যায়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে লাগল। পরিশেষে সকলেই একমত পোষণ করে মরমর পাথর দ্বারা একটি বক্স তৈয়ার করে তাকে তার মাঝে রেখে নীল দরিয়ার উজানে সমাধিস্ত করল। যাতে তার ফয়েজ ও বরকত তারা সর্বদা পেতে থাকে। মহান আল্লাহ তার মর্যাদাকে সুউচ্চ করুন।

ইস্‌রা বা নৈশ ভ্রমণ

নবুওয়াতের একাদশ ৎসর। রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিতৃব্য হযরত আবু তালিব যিনি তাঁকে সাড়া জীবন ডানা দিয়ে ঢেকে রেখেছেন এবং তাঁর জীবন সঙ্গিনী যিনি তাঁকে স্বীয় সমুদয় অর্থ কড়ি দিয়ে দীন প্রচারে সহযোগিতা করেছেন ও সুখে দুখে তাঁর পার্শে ছায়ার মত রয়েছেন তারা উভয়েই ঐ বৎসর ইহলোক ত্যাগ করে পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। তাই ঐ বৎসরটি আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর জীবনে এক চিন্তা ও কষ্টের বৎসর ছিল। মহান প্রভু তাঁর চিন্তা ও কষ্ট দুরিভুত করে তাঁর হৃদয়ে শান্তির পরশ দেয়ার জন্যে সে বৎসর রজব মাসের কোন এক শুভ লগ্নে তাঁকে স্বীয় সান্নিধ্যে ডেকে নেন। তিনি কোন এক রজনীতে হাত্বীমে কা'বায় শায়িত ছিলেন। এমন সময় হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম "বুরাক" নামক একটি বাহন নিয়ে তাঁর সকাশে উপস্থিত হন। যে প্রাণীটি শুভ্র, গর্ধবের চেয়ে বড় এবং খচ্চরের চেয়ে আকারে ছোট ছিল। উহার চলন শক্তি এত দ্রুত ছিল যে, দৃষ্টি সীমানার শেষ প্রান্তে পা রাখত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি ঐ প্রাণীটির পৃষ্ঠে আরোহন করে সল্প সময়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে উপনিত হলাম। আমি উক্ত জন্তুটিকে পয়গাম্বরদের বাহন বাঁধার খুটিতে দৃঢ় ভাবে বাধলাম। অতঃপর আমি উক্ত মসজিদে প্রবেশ করে সকল নবী, রাসুল এবং ফিরিশতাদের নিয়ে দু'রাত সালাত আদায় করলাম। মসজিদ হতে বের হওয়ার পর হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম আমার কাছে দুটি পাত্র উপস্থিত করলেন। একটি খমর দ্বারা ভর্তি আর অপরটিতে রয়েছে সুপের দুগ্ধ। আমি দুগ্ধভর্তি পাত্রটি গ্রহণ করলাম। তখন জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম বললেন আপনি যথার্থই ইসলাম ও অবিচলতা'কেই গ্রহণ করেছেন। রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন অতঃপর জিব্রাইল আলাইহিস সালামএকটি সিড়ি আনলেন। তাতে আরোহন করে আমি উর্ধ্বাকাশে যাত্রা আরম্ভ করি। তিনি আমাকে নিয়ে প্রথম আকাশের ফটকে গিয়ে কড়া নাড়লেন তখন ভিতর হতে পরিচয় জিজ্ঞেস করা হল তিনি বললেন আমি জিব্রাঈল। তখন পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল আপনার সহিত কে ? তিনি বললেন মুহাম্মদ। আবার ভিতর হতে জানতে চাওয়া হল তাকে কি আহবান করা হয়েছে তিনি বললেন হ্যাঁ। অতঃপর

আকাশের ফটক খুলে দেয়া হল। এভাবেই একে একে সপ্তাকাশ অতিক্রম করে 'সিদরাতুল মুনতাহা' বা শেষ সীমানায় উপনিত হলাম। পথিমধ্যে প্রথম আকাশে হযরত আদম আলাইহিস সালাম দ্বিতীয় আকাশে হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম ও হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম, তৃতীয় আকাশে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম, চতুর্থ আকাশে হযরত ইদ্রীস আলাইহিস সালাম, পঞ্চম আকাশে হযরত হারুন আলাইহিস সালাম ছষ্ট আকাশে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এবং সপ্তম আকাশে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর সহিত সাক্ষাৎ, সালাম বিনিময় ও কথোপকথন হয়। তারপর তথা হতে আমি রফরফের সাহায্যে মহান প্রভুর সান্নিধ্যে গমন করি এবং তাঁর সাথে কথোপকথন হয়। তখন তিনি আমার উম্মতের জন্যে দৈনন্দিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেন। আমি ফিরে আসার পথে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর সহিৎ সাক্ষাৎ হলে তিনি আমাকে প্রভুর পক্ষ হতে উম্মতের জন্যে প্রদেয় বিধান সম্পর্কে জানতে চান। আমি জবাবে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতের কথা শুনালে তিনি উম্মতের অক্ষমতার কথা উল্লেখ করে তা হ্রাস করে আনতে বলেন। তখন আমি তার কথায় বারবার গমন প্রস্থান করে তা কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত করে নিয়ে এ পৃথিবীতে ফিরে আসি। সূরায়ে বনি ইস্রাঈল

আসহাবে কাহ্‌ফ বা গুহাবাসী

রোমের এক বাদশাহ ছিল যার নাম দাকইয়ানুস। সে যেমন ছিল অত্যাচারী তেমনি ছিল সেচ্ছাচারী। সে নিজে প্রতিমা পূজা করত এবং জোর পূর্বক প্রজাদেরকে প্রতিমা পূজা করতে বাধ্য করত। সর্ব সাধারন কেউ অত্যাচারের ভয়ে আবার কতকে জাগতিক প্রলোভনে পড়ে স্বীয় ধর্মকে বর্জন করে হাতে গড়া প্রতিমা পূজাকে গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু তৎকালীন সময়ে কতিপয় যুবক যাদের সর্ম্পক্য রাজ দরবারের সাথে ছিল, তাছের হৃদয়ে এ কল্পনার উদ্রেক হল যে. একজন সৃষ্টির মনোরঞ্জের জন্যে সমগ্র জগতের স্রষ্টার অসন্তুষ্টি কিছুতেই কাম্য নয়। তাদের হৃদয়ে প্রভুর ভয় এবং খোদা ভীতির জ্যোতির দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। মহান প্রভু ধৈর্য, দৃঢ়তা, আস্থা এবং বৈরাগ্যতার মত চারিত্রিক বৈশিষ্টের দ্বারা তাদেরকে গুণান্বিত করেছিলেন। তারা ঈমানি বলে বলিয়ান হয়ে রোমের

ক্ষমতাধর বাদশাহ দাকইয়ানুসের সম্মুখে গিয়েও এ ঘোষণা শুনিয়ে ছিল যে, আমরা কখনই তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করব না, যদি করি তবে উহা অতিশয় গর্হিত হবে। মুষ্টিময় কয়েকজন যুবক তাদের ঈমানের শক্তি ও অবিচলতা প্রকাশ করে সমগ্র জাতিকে দিশেহারা করে দিয়েছিল। বাদশাহ তাদের কৃতকর্মের ফলে তৎক্ষনাৎ তাদেরকে হত্যার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তাদের টগবগে যৌবনের প্রতি লক্ষ করে দয়া পরবশ হয়ে তাদের কৃতকর্মের উপর পুনরায় চিন্তা করার সুযোগ দেন। তখন তারা পরামর্শ করে এমন অস্থিতিশীল স্বাধীনতাহীন রাজ্যে বসবাস করে স্বীয় ঈমান নিয়ে বেঁচে থাকা দুরূহ বিধায় এ শহর পরিত্যাগ করে সন্নিকটস্থ কোন এক পর্বতে আশ্রয় নেয়ার সিদ্ধান্ত করল। তারপর তারা পরম করুণাময় প্রভুর দরবারে সাহায্য চেয়ে প্রার্থনা করল এবং শহর ত্যাগের জন্যে সুযোগ সন্ধান করতে লাগল। পরিশেষে তারা সুযোগমত শহর ছেড়ে সন্নিকটস্থ এক পাহাড়ে আশ্রয় নিল। অতঃপর তাদের মধ্য হতে একজনকে নির্বাচন করল যে, সে সুবিধা মত স্বীয় বেশ পরিবর্তন করে এক সময় শহরে গিয়ে প্রয়োজনীয় আসবাব ক্রয় করে আনবে এবং শহরের অবস্থা ও সংবাদ সংগ্রহ করে আনবে। যে ব্যক্তি এ কাজের জন্যে নির্বাচিত হল সে কোন এক দিবসে সংবাদ দিল যে "আজ সরকারী ভাবে আমাদের সন্ধান শুরু হয়েছে এবং আমাদের স্বজনদেরকে আমাদের সন্ধান দেয়ার জন্যে প্রবল চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে"। এ বিষয়ে আলোচনা করে তারা মহান প্রভুর অনুগ্রহ কামনা করতে ছিল। ইতিমধ্যেই সহসা বিশ্ব নিয়ন্তা রাব্বুল আলামীন তাদের নয়নে নিদ্রা ঢেলে দিলেন ফলে তারা নিদ্রার অতল সাগরে নিমজ্জিত হয়ে ইহ জগত সম্পর্কে সজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। অপরদিকে সরকারী অনুসন্ধানী দল তাদের সন্ধানে সর্বশক্তি ব্যয় করে দীর্ঘ সন্ধানের পর অবসন্ন হয়ে নিস্তার নিলেন। অতঃপর বাদশাহ একটি শীশার ফলকে তাদের নাম এবং যথাযথ অবস্থা লিপিবদ্ধ করে রাষ্ট্রীয় সংরক্ষনাগারে সংরক্ষন করার নির্দেশ প্রদান করেন। যাতে করে ভবিষৎ প্রজন্ম একথা জানতে পারে যে একদল যুবক রহস্য জনক ভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। হয়তবা আগত যুগে উহার কোন সন্ধান মিলতে পারে। এভাবে তারা যুগ যুগ সে গুহায় নিদ্রিত ছিল। যখন প্রত্যুষে সুর্য উদিত হত তখন তাদের গুহার পাশ কেটে ডান দিকে চলে যেত যাতে তাদের গায়ে উহার উত্তাপ না পড়ে। এমনিভাবে অস্ত যাওয়ার সময় সুর্যটি গুহার পাশ কেটে বামদিকে চলে যেত যেন তারা সুর্যকিরণ হতে

নিরাপদ থাকে। তারা গুহার প্রশস্ত চত্তরে এমনভাবে নিদ্রিত ছিল, যে কোন দর্শক তাদেরকে দেখলে বিনিদ্র মনে করবে অথচ তারা ছিল নিদ্রিত। তাদের গর্তের মুখে একটি কুকুর সামনের পা দুটি প্রসারিত করে বসা ছিল। তারা এমন এক অবস্থায় ছিল যে, যদি কেউ উঁকি দিয়ে তাদেরকে দেখত তবে ভয়ে আতংকগ্রস্থ হয়ে পশ্চাতে পলায়ন করত। আর মহান প্রভু এ নিদ্রার মাঝে ডানে বামে তাদের পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়েছন যাতে দর্শকগণ তাদেরকে জাগ্রত মনে করেন এবং তাদের আসবাব ছিনতাই হতে রক্ষা পায়। এর আরেক কারণ হল যে, যাতে এক পার্শ্বকে মাটি খেয়ে না ফেলে। এরকম পদ্ধতিতে তিনশত বৎসর নিদ্রিত থাকার পর কোন এক দিবসের অপরাহ্নে তারা জাগ্রত হয়ে পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। তাদের একজন বললঃ তোমরা কত সময় নিদ্রামগ্ন ছিলে ? অপর একজন বললঃ একদিবস অথবা দিবসের কিছু অংশ। তখন কেউ কেউ বললঃ তোমাদের পালনকর্তাই ভাল জানেন তোমরা কত কাল ঘুমিয়েছ। অতঃপর তারা তাদের এক জনকে তাদের কাছে রক্ষিত মুদ্রা দিয়ে নিকটস্থ এক শহরে প্রেরণ করল যেন সে বিবেচনা করে পবিত্র খাদ্য সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। তারা তাকে এরকথা বলে সর্তক করে দিল যে সে যেন নম্রতা অবলম্বন করে এবং কিছুতেই যেন কাউকে তাদের খবর না জানায়। আর তাদের মনে তাদেরকে হত্যা করার পুর্ব আশংকাও বিরাজমান ছিল। তারপর সে ব্যক্তি যখন বাজারে গমন করল তখন তার হাতের মুদ্রা দর্শনের মাধ্যমে অনিচ্ছা সত্যেও তাদের রহস্য শহরময় ছড়িয়ে পড়ল। এমনকি তাদের সংবাদ তৎকালিন বাদশাহর নিকট পৌছল। তখন বাদশাহ বিস্তারিত ঘটনা শ্রবণ করে রক্ষিত ফলকের সাথে হুবহু মিল খুঁজে পান। অতঃপর তিনি তাকে অত্যন্ত সম্মান করেন এবং আগত ব্যক্তিও বাদশাহর জন্যে বিধাতার দরবারে প্রার্থনা করেন। তারপর বাদশাহ তার সাথে তাদের গুহায় গিয়ে অন্যান্য সাথীদের সাথে সাক্ষাতের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন এবং তার সহিত গুহার নিকট পর্যন্ত পৌছান। তখন আসহাবে কাহ্ফের ঐ ব্যক্তি বললেন আপনি এখানে একটু অপেক্ষা করুন আমি ওদের আগে আশ্বস্ত করে আসি যে বর্তমান বাদশাহ পূর্বের জালেম বাদশাহ নন। বরং তিনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ এবং মুসলমান। সুতরাং এখন শহরে যেতে কোন বাঁধা নেই। একথা বলে সে ভিতরে গিয়ে সাথীদের এ সংবাদ শুনালে তারা মহান প্রভুর শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। অতঃপর তারা তাঁর দরবারে তাদের এ রহস্য চিরদিনের জন্যে গোপন রাখার প্রার্থনা করেন। মহান

প্রভু তাদেরকে পুনরায় নিদ্রার সাগরে নিমজ্জিত করেন। তাঁরপর বাদশাহ দীর্ঘক্ষন অপেক্ষা করে তাদের সন্ধানে বের হন। কিন্তু বিধাতা তাঁর কুদরতে তাদেরকে এমন ভাবে রক্ষা করেন যে বাদশাহ তাদের কোন সন্ধান আবিষ্কার করতে পারেনি।

মোট কথা তাদের দীর্ঘ নিদ্রা যেমন কুদরতের একটি নিদর্শন ছিল, এমনিভাবে শতশত বৎসর পর পানাহার ব্যতীত সুস্থ সবল অবস্থায় জাগ্রত হওয়াও ছিল আল্লাহর অপার শক্তির একটি নিদর্শন। তাঁর এটাও ইচ্ছা ছিল যে, শতশত বৎসর নিদ্রামগ্ন থাকার বিষয়টি স্বয়ং তারাও জানুক। সূরায়ে কাহাফ

এক মুমিন ও কাফিরের গল্প

বনি ইস্রাঈলের দুই ব্যক্তি ছিল। একজন মু'মিন অপরজন কাফির। তারা পরস্পর সহোদর ভ্রাতা ছিল। তারা পৈত্রিক সুত্রে আট হাজার দীনার উত্তরাধিকার হিসাবে পায়। তারা উভয়ে ঐ দীনার সমভাবে বন্টন করে নেয়। তাদের মধ্য হতে আল্লাহকে অবিশ্বাসী ব্যক্তি তার প্রাপ্ত স্বর্ণমুদ্রা হতে এক হাজার মুদ্রা দ্বারা এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করে। তখন মু'মিন ব্যক্তি বলল হে আল্লাহ সে এক সহস্র মুদ্রা দ্বারা একখণ্ড ভূমি ক্রয় করেছে আর আমি এক সহস্র মুদ্রা তোমার পথে উৎসর্গ করে তোমার নিকট হতে বেহেশ্তের এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করলাম। এই বলে সে তার প্রাপ্ত অর্থ হতে এক হাজার মুদ্রা আল্লাহর পথে সদকা করে দিল। তারপর অমুসলিম ভ্রাতা উক্ত ভূমিতে এক সহস্র মুদ্রা ব্যয় করে একটি সুরম্য বাড়ী নির্মাণ করল। তখন মু'মিন ভ্রাতা তার হস্ত হতে এক সহস্র দীনার আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিল এবং বলল হে আল্লাহ আমি তোমা হতে বেহেশতের একটি বাড়ী ক্রয় করলাম। পুনরায় অমুসলিম ভ্রাতা এক হাজার টাকা ব্যয় করে একজন রমনীকে বিয়ে করল। তখন মু'মিন ব্যক্তি বলল 'হে আল্লাহ আমি স্বর্গীয় রমনীদের মধ্য হতে একজনকে বিয়ের প্রস্তাব করলাম এক হাজার স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে। এই বলে সে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা বিধাতার পথে উৎস্বর্গ করে দিল। পরিশেষে অমুসলিম ব্যক্তি আরেক হাজার দীনার দিয়ে কয়েকজন সেবক ও কিছু আসবাবপত্র ক্রয় করল। তখন মু'মিন ব্যক্তি বলল 'হে প্রভু আমি আপনার হতে স্বর্গীয় সেবক ও আসবাবপত্র ক্রয় করলাম। অতঃপর সে তার শেষ সম্বল এক

হাজার স্বর্ণমুদ্রা মহান প্রভুর রাস্তায় ব্যয় করে দেন। এমনিভাবে সে এক সময় সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়ে। সহসা একদিন সে কোন এক পথে দণ্ডায়মান ছিল। এমন সময় তার অমুসলিম ভ্রাতা স্বীয় সেবক সেবিকাদের নিয়ে মহাসমারোহে পথ চলছিল। সহসা সে তার মু'মিন ভ্রাতাকে সহায় সম্বলহীন অবস্থায় পথে দণ্ডায়মান দেখে তাচ্ছিল্যের সাথে বলল হায় আফসোস আমরা তো পৈত্রিক সম্পত্তি সমভাবে বন্টন করে নিয়েছিলাম। হায় অদ্য তোমার এ দুরবস্থা! এই বলে সে তাকে হাত ধরে স্বীয় বাগীচায় নিয়ে গেল এবং দম্ভভরে সে তাকে দেখাতে লাগল তার আঙ্গুর উদ্যানদ্বয় যাকে বেষ্টন করে রেখেছে খর্জুর বৃক্ষ, আর এ দুয়ের মধ্যবর্তী স্থানকে মহান বিধাতার নয়নাভিরাম শস্যক্ষেত্র দ্বারা সুসোভিতও করেছিলেন। উভয় উদ্যানই আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে ফল দান করত এবং কখনও কোন ক্রটি করত না। আর আঙ্গুর ও খর্জুর বীথির ফাঁকে ফাঁকে কুল কুল করে প্রবাহিত হত প্রস্রবণ। ফলে সেচের কোন সমস্যা হত না।

মোটকথা সে ব্যক্তি বিধাতার এ অজস্র নিয়ামত পেয়েও তাঁকে বিস্মৃত হয়ে মনগড়া বস্তুর উপাসনা করত। অতঃপর কথা প্রসঙ্গে তার সাথীকে বলল, ধনসম্পদে আমি তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং জনবলেও তোমা হতে অধিক শক্তিশালী। এভাবে নিজের প্রতি যুলুম করে সে বলল, আমি মনে করি না যে, এ সম্পদ কখনও ধ্বংস হবে কিংবা কিয়ামত সংঘটিত হবে। আর যদি আমি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হই-ই তবে আমি তো নিশ্চয়ই ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাব।

তার এ দীর্ঘ বক্তব্যের পর মু'মিন ব্যক্তি বলল 'তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করতেছ যিনি তোমাকে সৃজন করেছেন মৃত্তিকা হতে ও পরবর্তীতে শুক্রবিন্দু হতে তারপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন তোমাকে মনুষ্য আকৃতিতে ? কিন্তু আমি একথাই বলি যে তিনিই আল্লাহ্ আমার প্রভু এবং আমি কাউকে আমার প্রতিপালকের শরীক করি না। হে আমার প্রিয় ভ্রাতা 'তুমি তোমার উদ্যানে প্রবেশের সময় কেন বললে না, আল্লাহ তা'আলা যা চান তাই হয়, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নাই। যদিও এখন তুমি আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে তোমা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর মনে কর, তবে আশা রাখি আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার উদ্যান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বস্তু প্রদান করবেন। আর হতে পারে তোমার উদ্যানে উর্ধ্বগগন হতে অগ্নি বায়ু প্রেরণ করবেন, যার ফলে উহা উদ্ভিদশূন্য

ময়দানে পরিনত হবে অথবা উহার পানি ভূগর্ভে অন্তর্হিত হবে আর তুমি কখনও উহার সন্ধান লাভে সক্ষম হবে না। পরিশেষে কোন এক রজনীতে তার বাগীচায় উর্ধ্বগগন হতে অগ্নিবায়ূ এসে সব ফুলমুল ধ্বংস করে দিল এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিল তার জন্যে আক্ষেপ করতে লাগল যখন উহা মাচানসহ ধূলিসাৎ হয়ে গেল সে আফসোস করে বলতে লাগল, 'হায় যদি কাউকে আমার প্রতিপালকের সাথে শরীক না করতাম। আর আল্লাহ ব্যতীত তাকে সাহায্য করার কোন লোকজন ছিল না এবং সে নিজেও তা প্রতিকারে সমর্থ হল না। এক্ষেত্রে কর্তৃত্ব আল্লাহরই, যিনি সত্য। আর পুরস্কার দানে ও পরিণাম নির্ধারনে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। সূরায়ে কাহাফ

জ্ঞানীর সন্ধানে

কোন এক দিবসে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম বনী ইস্রাঈলের এক মজলিসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দিচ্ছিলেন। সকল শ্রোতাগণ অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তাঁর বক্তব্য শুনছিল। তাদের মধ্য হতে জনৈক ব্যক্তি তাকে প্রশ্ন করল ঃ সকল মানুষের মধ্যে ভুপৃষ্টে অধিক জ্ঞানী কে? হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর জানামতে তাঁর চেয়ে অধিক জ্ঞানী আর কেউ ছিল না। তাই তিনি বললেন ঃ আমিই এ যুগে সবচেয়ে অধিক জ্ঞানী। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নেকট্যশীল বান্দাদেরকে বিশেষভাবে গড়ে তোলেন। তাই তার এ জবাব তিনি পছন্দ করলেন না। কারণ এখানে বিষয়টি মহান আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়াই ছিল আদব। অর্থাৎ একথা বলে দেয়া বাঞ্ছনীয় ছিল যে, আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন, কে অধিক জ্ঞানী। এ জওয়াবের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম কে তিরস্কার করে ওয়াহী অবতরণ হল যে, দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে অবস্থানকারী আমার এক বান্দা রয়েছে। যে আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। মহান বিধাতার পক্ষ হতে তিরস্কার সম্বলিত বার্তাশ্রবণ করার পর হযরত মুসা আলাইহিস সালাম মহান প্রভুর দরবারে প্রার্থনা জানালেন যে, তিনি অধিক জ্ঞানের অধিকারী হলে তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান লাভের জন্য আমার সফর করা কর্তব্য। তাই তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ, আমাকে তাঁর ঠিকানা ও পরিচয় বলে দিন, যাতে আমি তাঁর কাছ থেকে বিদ্যা অর্জন করে উপকৃত হতে পারি। তখন

আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে প্রত্যাদেশ হল যে, একটি মৎস ভাজি করে থলের মাঝে পুরে নিন এবং দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলের দিকে সফর করুন। যেখানে পৌঁছার পর মৎসটি জীবিত হয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, সেখানেই আমার ঐ বান্দার সাক্ষাত পাবেন।

অতঃপর হযরত মুসা আলাইহিস সালাম বিধাতার নির্দেশ মত একটি মৎস ভাজি করে থলের মধ্যে পুরে দুই সাগরের সঙ্গম স্থলের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। তিনি স্বীয় খাদেম ইউশা ইবনে নূনকেও সঙ্গে নিলেন। তিনি তাকে থলের মৎসটির প্রতি লক্ষ রাখতে বললেন। কয়েকদিন একাধারে ভ্রমণের পর পথিমধ্যে একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর মাথা রেখে তারা ঘুমিয়ে পড়লেন। আর মৎসসহ থলেটি পার্শে রেখে দিলেন। এখানে হঠাৎ মৎসটি নড়াচড়া করতে লাগল এবং থলে থেকে বের হয়ে সমুদ্রে চলে গেল। মৎসটি জীবিত হয়ে সমুদ্রের মাঝে যে পথ দিয়ে যাচ্ছিল, আল্লাহ তা'আলা সে পথে পানি স্রোত বন্ধ করে দিলেন। ফলে সেখানে সাগরের অথৈই জলরাশির মধ্যে একটি সুড়ঙ্গের ন্যায় সৃষ্টি হল। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর খাদেম ইউশা ইবনে নূন এই আশ্চার্যজনক ঘটনা অত্যন্ত কৌতুহল নিয়ে পর্যবেক্ষন করতে ছিলেন। আর আল্লাহর পরগাম্বর হযরত মুসা আলাইহিস সালাম তখন নিদ্রিত ছিলেন। যখন তিনি জাগ্রত হলেন, তখন ইউশা ইবনে নূন ভাজিকৃত এ মৎসটির আশ্চার্যজনক ঘটনা তাঁর কাছে বলতে ভুলে গেলেন এবং সেখান থেকে সামনে পথ চলতে লাগলেন। পূর্ণ একদিন একরাত পথ চলার পর ভোর বেলা হযরত মুসা আলাইহিস সালাম খাদেমকে বললেন, আমাদের প্রাতঃরাশ উপস্থিত কর। এ ভ্রমণে আমরা যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। নাশ্‌তা চাওয়ার পর ইউশা ইবনে নূনের মৎসের ঘটনা মনে পড়ল। সে ভুলে যাওয়ার ওযর পেশ করে বললঃ ভাজিকৃত মৃত মৎসটি জীবিত হয়ে আশ্চার্যজনক ভাবে সমুদ্রে সুড়ঙ্গ সৃষ্টি করে চলে গেছে। তখন হযরত মুসা আলাইহিস সালাম বললেন সে স্থানটিই তো আমাদের লক্ষ ছিল এবং উহাই আমাদের গন্তব্যস্থল।

সেমতে তাঁরা তৎক্ষনাৎ সে স্থানটি পাওয়ার জন্যে পূর্বের পথ ধরে পিছনে চললেন। তারা পুনরায় একদিন একরাত পশ্চাতে চলার পর ঐ পস্তরখণ্ডের নিকট পৌঁছে দেখলেন যেখানে তারা নিদ্রা গিয়ে ছিলেন সেখানে এক ব্যক্তি আপাদমস্তক চাদরে আবৃত হয়ে শুয়ে আছেন। আর তিনিই হলেন কাংখিত ব্যক্তি হযরত

খিযির আলাইহিস সালাম। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম তদবস্থায়ই তাকে অভিবাদন জানালেন। তখন শায়িত অবস্থায় থেকেই হযরত খিযির আলাইহিস সালাম বললেন এই বিজন প্রান্তরে কে আমাকে সালাম করল ? হযরত মুসা আলাইহিস সালাম বললেন আমি মুসা! হযরত খিযির আলাইহিস সালাম আবার প্রশ্ন করলেন ঃ আপনিই বনী ইসরাঈলের মুসা? তিনি জবাব দিনেল ঃ হ্যাঁ আমিই বনী ইসরাঈলের মুসা। আমি আপনার সান্নিধ্যে থেকে ঐ বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে এসেছি যা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন।

হযরত খিযির আলাইহিস সালাম বললেন আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না। কারণ, মহান আল্লাহ আমাকে এমন এক জ্ঞান দান করেছেন যা আপনার কাছে নেই। পক্ষান্তরে তিনি আপনাকে এমন এক জ্ঞান দিয়েছেন যা আমি জানি না। তখন হযরত মুসা আলাইহিস সালাম বললেনঃ ইন্‌শা আল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। আমি আপনার কোন আদেশ অমান্য করব না। হযরত খিযির আলাইহিস সালাম বললেন ঃ যদি আপনি আমার সংশ্রব গ্রহণ করতে চান, তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যতক্ষন না আমি সে সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলি। অতঃপর তারা উভয়েই সমুদ্রের তীর দিয়ে পথ চলতে লাগলেন। ঘটনাক্রমে একটি জলযান এসে গেলে তারা তাতে আরোহণের ব্যাপারে কথাবার্তা বললেন। মাঝি মাল্লারা হযরত খিযির আলাইহিস সালামকে চিনে ফেলল এবং কোন রকম পারিশ্রমিক ছাড়াই তারা তাঁদেরকে জলযানে তুলে নিল। জলযানে আরোহণ করেই খিযির আলাইহিস সালাম কুড়ালের সাহায্যে উহার একটি তক্তা খুলে ফেললেন। তাঁর এ অদ্ভুত কান্ডে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি তৎক্ষনাত তাকে বললেন ঃ মাঝিমাল্লাগণ কোন প্রকার পারিশ্রমিক ছাড়াই আমাদেরকে নৌকায় আরোহণ করিয়েছে। আর আপনি এই প্রতিদানে তাদের নৌকা বিদীর্ণ করে দিলেন যাতে সবাই সাগরের অথৈই জলরাশির মাঝে নিমিজ্জিত হয়ে যায়? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন। অনুসারীর মুখে একথা শ্রবণ করে হযরত খিযির আলাইহিস সালাম বললেন আমি পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না। তখন হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ওযর পেশ করে বললেন ঃ আমি আমার অঙ্গিকারের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না। ইতিমধ্যে একটি পাখি এসে জলযানের

এক প্রান্তে বসল এবং গভীর সমুদ্র থেকে এক চঞ্চু পানি তুলে নিল। তখন হযরত খিযির আলাইহিস সালাম মুসা আলাইহিস সালামকে বললেন ঃ আমার ও আপনার জ্ঞান মিলে মহান আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানের মোকাবিলায় এমন তুলনাও হতে পারে না, যেমনটি মহা সমুদ্রের পানির তুলনায় এ পাখির চঞ্চুর পানি।

অতঃপর তাঁরা নৌকা হতে অবতরণ করে সমুদ্রের কুল ধরে পথ চলতে লাগলেন। হঠাৎ হযরত খিযির আলাইহিস সালাম একটি বালককে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলা করতে দেখলেন। তিনি স্বহস্তে বালকটির মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। বালকটি মরে গেল। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম বললেন ঃ আপনি একটি নিস্পাপ প্রাণকে বিনা অপরাধে হত্যা করেছেন। নিশ্চয়ই ইহা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। তখন হযরত খিযির আলাইহিস সালাম বললেন ঃ আমি তো পূর্বেই বলে ছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম দেখলেন এ ব্যাপারটি পূর্বাপেক্ষা গুরুতর। তাই তিনি বললেন এরপর যদি আমি কোন প্রশ্ন করি তবে, আপনি আমাকে আপনা হতে পৃথক করে দিবেন। আমার ওযর-আপত্তি চুড়ান্ত হয়ে গেছে।

অতঃপর তারা আবার পথ চলতে লাগলেন। এক গ্রামের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় তারা গ্রামবাসীদের কাছে খাবার চাইলেন। তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। তারপর তারা এই গ্রামের একটি প্রাচীরকে পতনোম্মুখ দেখতে পেলেন। হযরত খিযির আলাইহিস সালাম নিজ হস্তে প্রাচীরটি সোজা করে দিলেন। তখন হযরত মুসা আলাইহিস সালাম বিস্মিত হয়ে বললেন আমরা তাদের কাছে খাবার চাইলে তারা আতিথেয়তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করল অথচ আপনি এত বড় কাজ করে দিলেন। ইচ্ছা করলে আপনি এর পারিশ্রমিক তাদের কাছ থেকে আদায় করতে পারতেন। তখন হযরত খিযির আলাইহিস সালাম বললেন এখন শর্ত পূর্ণ হয়ে গেছে। এটাই আমার ও আপনার মধ্যে বিচ্ছেদের সময়। অতঃপর তিনি বললেন এখন আমি ঐ সকল বিষয়ের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে দিব যে সব ব্যাপারে আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারেন নি।

প্রথমত নৌকাটির ব্যাপার ঃ ইহা ছিল কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তির তারা উহা দ্বারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত। আমি ইচ্ছাকৃতভাবে নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করেদিলাম। কারণ তাদের পশ্চাতে একজন অত্যাচারি বাদশাহ রয়েছে, যে

বলপ্রয়োগ করে ভাল নৌকাগুলোকে ছিনিয়ে নিত। তাই আমি উহার একটি তক্তা উপড়ে ফেলে ত্রুটিযুক্ত করে দেই। যাতে জালেম বাদশাহর লোকেরা ভাঙ্গা দেখে নৌকাটি ছেড়ে দেয় এবং দরিদ্র লোকেরা বিপদের হাত থেকে বেঁচে যায়।

দ্বিতীয়ত কিশোরটির ব্যাপার হল ঃ তার পিতা-মাতা মু'মিন ছিল। আর তার প্রকৃতিতে কুফুর ও পিতা-মাতার অবাধ্যতা নিহিত ছিল। হযরত খিযির আলাইহিস সালাম বললেন আমার আশংকা হচ্ছিল যে, ছেলেটি বড় হয়ে সৎকর্ম পরায়ণ পিতা-মাতাকে বিব্রত করবে এবং কষ্ট দেবে। সে কুফুরে লিপ্ত হয়ে পিতা-মাতার জন্যে ফেৎনা হয়ে দাঁড়াবে এবং তাঁর ভালবাসায় পিতা মাতার ঈমানও বিপন্ন হয়ে পড়বে। এজন্যে আমি ইচ্ছা করলাম যে, মহান আল্লাহ এই সৎকর্ম পরায়ণ জনক জননীকে এ ছেলের পরিবর্তে উত্তম সন্তান দান করুন। যার কাজকর্ম ও চরিত্র হবে পুত পবিত্র, সে তাদের অনুগত হবে। বর্ণিত আছে যে, নিহত ছেলের পিতা-মাতাকে আল্লাহ তা'আলা তার পরিবর্তে একটি কন্যা সন্তান দান করেন, পরবর্তীকালে যার গর্ভে দু'জন পয়গাম্বর জন্মগ্রহণ করেন। যাদের মাধ্যমে মহান প্রভু এক বিশাল সম্প্রদায়কে হিদায়েত করেন।

তৃতীয়ত প্রাচীরের ব্যাপার হলঃ উহা ছিল নগরের অধিবাসী দু'জন পিতৃহীন কিশোরের। ইহার তলদেশে ছিল তাদের গুপ্তধন স্বর্ণ-রৌপ্যের ভাণ্ডার। তাদের পিতা ছিল অতি সৎকর্ম পরায়ণ। সুতরাং আপনার প্রতিপালক দয়াপরবশ হয়ে ইচ্ছা করলেন যে, তারা প্রাপ্ত বয়স্কে পদার্পণ করুক এবং স্বীয় গুপ্তধন উদ্ধার করুক। আর আপনি জেনে রাখুন আমি নিজ হতে কিছু করিনি। আপনি যে বিষয়ে ধৈর্যধারণ করতে অপারগ হয়ে ছিলেন, এই হল তার ব্যাখ্যা আমাদের পেয়ারা নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ঘটনা বর্ণনা করে বলেন ঃ হযরত মুসা আলাইহিস সালাম যদি আরও কিছুক্ষন ধৈর্যধারণ করতেন তবে আমরা আরও কিছু অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে অবগত হতে পারতাম। - সুরায়ে কাহাফ

সমগ্র পৃথিবী শাসনকারী এক বাদশাহ

যুলকারনাইন একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন। তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যদেশ সমুহ জয় করে সেসব দেশে সুবিচারও ইনসাফের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁকে লক্ষ অর্জনের জন্যে সর্ব প্রকার সাজ-সরঞ্জাম

প্রদান করেছিলেন। তিনি দিগ্বিজয়ে বের হয়ে পৃথিবীর তিন প্রান্তে পৌছেছিলেন। ১. পাশ্চাত্যের শেষ প্রান্তে ২. প্রাচ্যের শেষ প্রান্তে ৩, এবং উত্তরের পর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্ত। তিনি ভ্রমণের প্রারম্ভে পাশ্চাত্যের দিক অবলম্বন করেন। অতঃপর তিনি পথ চলতে চলতে যখন অস্তাচলে পৌছলেন তখন তিনি সুর্যকে একপংকিল জলাশয়ে অস্ত অবলোকন করলেন। তিনি তথায় এক সম্প্রদায়কে অবলোকন করলেন, মহান রাব্বুল আলামীন তাকে তাদের ব্যাপারে স্বাধীনতা দিলেন। আল্লাহ তা'আলা যুলকার্নাইনকে বার্তা পাঠালেন আপনি তাদেরকে ইচ্ছা করলে শাস্তি প্রদান করতে পারেন অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারেন। যুলকারনাইন বললেন কেউ সীমালংঘন করলে আমি তাকে শাস্তি প্রদান করব। অতঃপর সে তার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে এবং তিনি তাকে মমর্ন্তোদ শাস্তি প্রদান করবেন। তবে যে ব্যক্তি ঈমান আনয়ন করবে এবং সৎকর্ম করবে তার জন্যে প্রতিদান স্বরূপ রয়েছে কল্যাণ ও তার প্রতি ব্যবহারে আমি নম্র কথা বলব।

অতঃপর যুলকারনাইন প্রাচ্যের পথ ধরে চলতে লাগলেন। তিনি পথ চলতে চলতে যখন সূর্যোদয় স্থলে পৌছলেন তখন তিনি অবলোকন করলেন উহা এমন সম্প্রদায়ের উপর উদয় হচ্ছে যাদের সূর্যতাপ হতে আত্মরক্ষার কোন অন্তরাল ছিল না। তারা এক উন্মুক্ত প্রান্তরে বসবাস করত। তাদের বসবাস গৃহ কিংবা তাবু এবং পরিধানের কোন পোষাক পরিচ্ছদ বলতে কিছুই ছিল না। তিনি তাদের সাথেও পাশ্চাত্যবাসীর ন্যায় আচরণ করলেন। আবার তিনি উত্তরাঞ্চলের পথ ধরে ভ্রমণ করতে লাগলেন। তিনি পথ অতিক্রম করে এমন এক জাতির নিকট পৌছলেন যারা প্রাচীরের ন্যায় দুই পর্বতের মধ্যবর্তীস্থলে বসবাস করত। তারা তার কথা একেবারেই বুঝতে পারতেছিল না। তারা কোন ভাবে বলল হে যুলকারনাইন এ পর্বতের অপর প্রান্ত হতে ইয়াজুজ ও মাজুজ বের হয়ে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং আমাদিগকে কষ্ট দেয়। অতএব আপনি এ পর্বতদ্বয়ের মাঝে আমাদের ও তাদের মধ্যে এক প্রাচীর গড়ে দিন। যাতে আমরা ওদের অত্যাচার হতে নিষ্কৃতি পাই। ইহা শ্রবণ করে যুলকারনাইন বললেন আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন তা উৎকৃষ্ট। সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর, আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যস্থলে এক মযবুত প্রাচীর গড়ে দেব। তিনি আরো বললেন তোমরা আমার নিকট লৌহপিণ্ড আনয়ন কর

এবং এ গুলোকে দুই পর্বতের মাঝে রাখ। তারা তার নির্দেশ পেয়ে দলে দলে লোক লৌহপিণ্ড এনে পর্বতদ্বয়ের মাঝে একত্রিত করতে লাগল। অতঃপর সকলের যৌথ পরিশ্রমে উহার মধ্যবর্তী ফাঁকাস্থান পূর্ণ হয়ে যখন লৌহস্তুপ দুই পর্বতের সমান হল তখন তিনি বললেন তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক। যখন উহা অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হল, তখন তিনি বললেন, তোমরা গলিত তাম্র আনয়ন কর, আমি উহা এই উত্তপ্ত লৌহ স্তুপের উপর ঢেলে দিব। অতঃপর যখন ঐ উত্তপ্ত লৌহ স্তুপের উপর গলিত তাম্র ঢেলে দেওয়া হল তখন দুই পর্বতের মাঝে এক বিশাল প্রাচীর তৈয়ার হয়ে গেল। যার উচ্চতা ছিল দুইশত গজ এবং প্রশস্থতা ছিল পঞ্চাশ গজ আর দুই পর্বতের মাঝে দুরত্ব ছিল একশত ফরসখ বা আঠার লক্ষ ফুট যা অতিক্রম করা অপর প্রান্তরের বাসিন্দা ইয়াজুজ ও মাজুজের জন্যে অসাধ্য হয়ে দাড়াল। ফলে এ এলাকার অধিবাসীগণ সর্বকালের জন্যে অত্যাচারি ইয়াজুজ ও মাজুজের হস্ত হতে রক্ষা পেল। - সূরা কাহাফ

দুই পর্বতের মধ্যে আবদ্ধ জাতি

কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে ইয়াজুজ-মাজুজ মানব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত। অন্যান্য মানব সম্প্রদায়ের ন্যায় তারাও হযরত নূহ আলাইহিস সালাম এর সন্তান-সন্ততি। ঐতিহাসিক বর্ণনা মতে তারা হযরত নূহ আলাইহিস সালাম এর পুত্র ইয়াফেসের বংশধর। তারা কুরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন কর্তৃক নির্মিত প্রাচীরের অপর প্রান্তে রয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইয়াজুজ-মাজুজ যুলকারনাইন কর্তৃক দুই পর্বতের মাঝে স্থাপিত প্রাচীর ছেদ করে এ পৃথিবীতে গমনের জন্যে প্রত্যহ খুঁড়তে থাকে। খুঁড়তে খুঁড়তে তারা এ লৌহ প্রাচীরের প্রান্ত সীমার এত সন্নিকটে পৌছে যায় যে অপর পার্শের কিরণ দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। এ অবস্থায় সন্ধা ঘনিয়ে এলে তারা এ কথা বলে ফিরে যায় যে বাকী অংশটুকু আগামীকল্য খুঁড়ে পৃথিবীতে বের হয়ে যাব। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা প্রাচীরটিকে পূর্ববৎ মজবুত অবস্থায় ফিরিয়ে নেন।

অতঃপর পরদিন প্রত্যুষে ইয়াজুজ- মাজুজ প্রাচীর খননে নব উদ্যোগে আত্মনিয়োগ করে। তাদের খনন কার্যে আত্মনিয়োগ ও মহান পরাক্রমশালী রাব্বুল আলামীন কর্তৃক তা মেরামত করার এ ধারা ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যতদিন ইয়াজুজ-মাজুজকে দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে আবদ্ধ রাখা

আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা রয়েছে। যেদিন আল্লাহ তা'আলা ওদেরকে মুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করবেন সেদিন ওরা দিনভর খনন কার্য শেষে বলবে 'ইনশাআল্লাহ' আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা আগামীকল্য অবশিষ্ট অংশটুকু খুঁড়ে ওপারে চলে যাব। আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নাম ও তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করার কারনে সেদিন ওদের তাওফীক হয়ে যাবে। অতএব পরের দিন তারা প্রাচীরের অবশিষ্ট অংশকে ঐ অবস্থায় পাবে যেমন অবস্থায় গতকল্য রেখে গিয়েছিল। তারা সে সামান্য অংশ খুঁড়ে প্রাচীর ভেদ করে ফেলবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সেদিন ইয়াজুজ, মাজুজের পথ উন্মুক্ত করে দিবেন। তাদের দ্রুত চলার কারণে মনে হবে যেন তারা উপর থেকে পিছলে নীচে এসে পড়ছে এবং তাদের একদল অন্য দলের উপর তরঙ্গের ন্যায় পতিত হবে। ফলে তারা মুক্ত হওয়ার সময় যুলকারনাইনের প্রাচীর বিধ্বস্ত হয়ে সমতল ভূমির সমান হয়ে যাবে। তাদের প্রথম দলটি তবরিয়া উপসাগরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় উহার অথৈ জলরাশি পান করে এমন অবস্থা করে দিবে যে, দ্বিতীয় দলটি এসে সেখানে কখনও পানি ছিল একথা বিশ্বাস করতে পারবে না। এই অপরিসীম বর্বর মানবগোষ্ঠী সাধারণ জনবসতি ও সমগ্র পৃথিবীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাদের হত্যাকান্ড ও লুটতরাজের মোকাবেলা করার সাধ্য কারও থাকবে না। মোটকথা তারা এ পৃথিবীর মাঝে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে। তখন আল্লাহ তাআলার পয়গাম্বর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁর নির্দেশে তাঁর সঙ্গী মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে তুর পর্বতে আশ্রয় নিবেন। আর অন্যান্য মুসলমানগণ নিজ নিজ দুর্গ ও নিরাপদ স্থান ও সংরক্ষিত কেল্লায় আত্মগোপন করে প্রাণ রক্ষা করবেন। নিরাপদ শিবিরগুলোতে আশ্রয় নেয়ার সময় যে সামান্য পানাহারের বস্তু সামগ্রী সাথে থাকবে দীর্ঘদিন আবদ্ধ থাকার ফলে তাতে ঘাটতি দেখা দিবে। পানাহারের রসদ সামগ্রী নিঃশেষ হওয়ার পর জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় পন্য সামগ্রীর মূল্য আকাশচুম্বী হয়ে যাবে। এমনকি একটি গরুর মস্তককে একশত স্বর্ণমুদ্রার চেয়ে উত্তম মনে করা হবে। এ বর্বর জাতি অবশিষ্ট জনবসতিকে খতম করে দিবে এবং নদ-নদীর সকল পানি নিঃশেষে পান করে ফেলবে। তারা হত্যা ও লুট তরাজ করে তবরিয়া উপসাগর অতিক্রম করার পর বায়তুল মোকাদ্দাস সংলগ্ন পাহাড় জাবালুল খমরের চূড়ায় আরোহণ করে ঘোষণা করবে আমরা পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীকে হত্যা করেছি। এখন

আকাশের অধিবাসীদেরকে খতম করার পালা। সেমতে তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে। আল্লাহর নির্দেশে সে তীর রক্ত রঞ্জিত হয়ে তাদের কাছে ফিরে আসবে। ফলে মুর্খ ইয়াজুজ-মাজুজ এই ভেবে আনন্দিত হবে যে আকাশের অধিবাসীরাও শেষে হয়ে গেছে।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ও অন্যান্য মুসলমানগণ কষ্ট লাঘবের জন্যে আল্লাহর তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করবেন। তিনি তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করবেন। ফলে মহামারির আকারে ইয়াজুজ-মাজুজ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়বে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই এই পঙ্গপাল সদৃশ্য ইয়াজুজ-মাজুজ সবাই মরে যাবে। অতঃপর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সঙ্গীদেরকে নিয়ে তুর পর্বত হতে নীচে অবতরণ করে দেখবেন তাদের মৃতদেহ সমগ্র ভুপৃষ্ঠকে আচ্ছন্ন করে আছে। তাদের মৃতদেহ হতে পৃথিবীর অর্ধহাত পরিমাণ স্থানও খালি নেই। তাদের মৃতদেহগুলো পচে চারদিকে অসহ্য দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়বে। যার কারণে পৃথিবীতে বসবাস করা এক দুরহ ব্যাপার হয়ে দাড়াবে। এ অবস্থা অবলোকন করে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর সঙ্গীরা আল্লাহর দরবারে পুনরায় এ বিপদ হতে মুক্তির জন্যে প্রার্থনা করবেন। মহান প্রভু তাদের এ দোয়াও কবুল করবেন এবং বিরাট আকৃতি বিশিষ্ট পাখী প্রেরণ করবেন যাদের গ্রীবা হবে উষ্ট্রীর গ্রীবার ন্যায়। ঐ সকল পাখী মৃতদেহগুলো উঠিয়ে যেখানে আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করবেন সেখানে ফেলে দিবে।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা এমন এক বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যা থেকে কোন নগর-বন্দর, গ্রাম-গঞ্জ কিছুই বাদ পড়বেনা। ফলে সমগ্র ভুপৃষ্ঠ ধৌত হয়ে কাঁচের মত পরিস্কার হয়ে যাবে। তারপর মহান স্রষ্টা ভূ-পৃষ্ঠকে আদেশ করবেন তোমার উদরের সমুদয় ফল-ফুল উদগীরণ করে দাও এবং নতুন ভাবে তোমার বরকত সমূহ প্রকাশ কর। ফলে তাই হবে এবং এমন বরকত প্রকাশিত হবে যে, একটি ডালিম এক দল লোকের আহারের জন্যে যথেষ্ট হবে এবং মানুষ তার ছাল দ্বারা ছাতা তৈয়ার করে তাতে ছায়া গ্রহণ করবে। দুগ্ধের মাঝে এত বরকত হবে যে, একটি উষ্ট্রীর দুগ্ধ এক বৃহৎ দলের আহারের জন্যে, একটি গাভীর দুগ্ধ এক গোত্রের আহারের জন্যে এবং একটি বকরীর দুগ্ধ একটি পরিবারের আহারের জন্যে যথেষ্ট হবে। চল্লিশ বৎসর যাবৎ এ অসাধারণ বরকত ও শান্তি-শৃঙ্খলা অব্যাহত থাকবে। কেউ দরিদ্র থাকবে না এবং কাউকে বিব্রত করবে না। সর্বত্রই

শান্তি-শৃঙ্খলা ও সুখ-সমৃদ্ধি বিরাজ করবে। যখন কিয়ামতের সময় সমাগত হবে, তখন আল্লাহ তা'আলা একটি মনোরম বায়ু প্রবাহিত করবেন। ফলে এ বায়ূর পরশে সকল মুসলমানের বগলের নীচে বিশেষ এক প্রকার রোগ দেখা দিবে এবং সবাই মৃত্যু মুখে পতিত হবে। অতঃপর পৃথিবীময় শুধু কাফির ও দুষ্ট লোকেরাই অবশিষ্ট থাকবে। তারা ভূ-পৃষ্ঠে জীব জানুয়ারের মত প্রকাশ্যে অপকর্ম করবে। আর তাদের উপরই কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে। - সুরায়ে কাহাফ

যে ব্যক্তি ইঙ্গিতে কথা বলেন

একশত বিশ বৎসরের পৌঢ় হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম তখনও পর্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন। আর তাঁর সহধর্মিনীও পৌঁছে ছিলেন আটানব্বই বৎসরের প্রৌঢ়ত্বে। সময়ও ছিল বার্ধক্যের যে বয়সে স্বাভাবিক ভাবে সন্তান জন্ম নেয় না। তবে মহা পরাক্রমশালী রাব্বুল আলামীনের শক্তি সামর্থের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল যে, অলৌকিক ভাবে এহেন বার্ধক্যের মধ্যেও তিনি সন্তান দিতে পারেন। তবে এমন অসময়েও অপাত্রে সন্তান জন্ম নেয়ার খোদায়ী মহিমা ইতঃপূর্বে তিনি কখনও প্রত্যক্ষ করেন নি। তাই তিনি এ যাবৎ সাহস করে প্রভুর দরবারে প্রার্থনা করেননি। কিন্তু তিনি যখন বিধাতা কর্তৃক ফলের মৌসুম ব্যতীত হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম এর জন্য রকমারি ফল প্রদান করার দৃশ্য অবলোকন করলেন, তখন তাঁর মনের মুকুরে দীর্ঘদিনের লালায়িত সুপ্ত বাসনা জেগে উঠলো, ফলে তিনি মহান পরাক্রম শালী প্রভুর দরগাহে প্রার্থনা করার সাহস পেলেন, যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা মৌসুম ছাড়াই ফল প্রদান করতে সক্ষম, তিনি বৃদ্ধ দম্পত্তিকে হয়ত সন্তান প্রদান করে হৃদয়ের আকাঙ্খা পুরণ করবেন।

অতএব হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম আপন পালনকর্তার নিকট প্রার্থনা করে বললেন ওহে আমার প্রতিপালক আপনি আমাকে আপনার পক্ষ হতে একজন সৎ বংশধর প্রদান করুন। নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী। অতঃপর যখন তিনি কক্ষে সালাত আদায় করতে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন, তখন স্বর্গীয় ফিরিশতাগণ তাঁকে সম্ভোধন করে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ইয়াহইয়া নামক পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছেন। সে হবে আল্লাহ তা'আলার বাণীর সমর্থক নেতা, রমনী বিরাগী এবং সৎকর্মশীল একজন পয়গাম্বর। ফিরিশতা কর্তৃক এহেন

বৃদ্ধ বয়সে পুত্র সন্তানের পিতা হওয়ার সুসংবাদ শ্রবণ করে তিনি আনন্দের আতিশয্যে হতবাক হয়ে বললেন, 'ওহে পাক পরওয়ারদিগার! কেমন করে আমার পুত্র সন্তান হবে? আমার তো বার্ধক্য এসে গেছে আর আমার সহধর্মিনীও তো বন্ধা। মহান প্রভু বললেন 'এভাবেই।' আল্লাহ্ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন তা বাস্তবায়ন করেন। হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম এত সবের পরেও খোদার দরবারে সন্তান জন্ম নেয়ার নিদর্শন কামনা করে বললেন ' হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন প্রদান করুন। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন আপনার সন্তান জন্মের নিদর্শন হলো যে, আপনি তিনদিন পর্যন্ত ইঙ্গিত ব্যতীত কথা বলতে পারবেন না। আর আপনার প্রতিপালককে অধিক পরিমানে স্মরণ করুন এবং প্রভাত সন্ধায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন। অতঃপর সময়ের পরিক্রমায় একদিন হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম এর গৃহ অলোকিত করে শিশু ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম জন্ম গ্রহণ করেন।

- সূরায়ে আলে ইমরান

আগুন হল পুষ্পোদ্যান

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর সম্প্রদায় এক বিশেষ দিবস উদযাপন করত। নির্ধারিত উৎসব দিবসে তারা আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই আবাসিক এলাকা ছেড়ে নির্ধারিত এক স্থানে গিয়ে আমোদ-প্রমোদ করত। তাদের সেই আনন্দ ঘন অনুষ্ঠানে তারা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকেও আমন্ত্রণ জানাল। তারা তাকে অনুনয়ের স্বরে বললেন আপনিও আমাদের সাথে চলূন। উদ্দেশ, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম উৎসবে যোগদান করলে হয়ত তাদের ধর্মের আচার অনুষ্ঠানের প্রতি প্রভাবান্বিত হয়ে বিধাতা কর্তৃক প্রাপ্ত স্বীয় ধর্মের আহবান পরিত্যাগ করবেন। কিন্তু হিতে বিপরীত হল। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ইহাকে এক মোক্ষম সুযোগ ভেবে মনে মনে এ সুবর্ণ সুযোগকে অন্যভাবে কাজে লাগাতে চাইলেন। এভাবে যে, গোটা সম্প্রদায় যখন উৎসব উদযাপন করতে চলে যাবে তখন আমি তাদের দেবমন্দিরে প্রবেশ করে প্রতিমা সমূহকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেব। যাতে তারা উৎসব পালন শেষে ফিরে এসে মিথ্যা উপাস্যদের অসহায়ত্বের বাস্তব দৃশ্য স্বচক্ষে দেখতে পায়।

হয়তবা এতে করে তাদের কারো কারো হৃদয়ে নিজেদের সারা জনমের একমাত্র উপাস্য প্রতিমা সমূহের এ অসহায় ও অক্ষম অবস্থা অবলোকন করে ঈমান জাগ্রত হবে এবং সে শিরক ও কুফুর থেকে আজীবনের জন্যে নিষ্ঠার সাথে তওবা করে একত্ববাদ শিকার করে নেবে। এ উদ্দেশ্যে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে উৎসবে যেতে অস্বীকৃতি জানালেন। আর অস্বীকারের পথ এভাবে বেছে নিলেন যে তিনি প্রথমে উর্ধ্বগগণের নক্ষত্ররাজীর দিকে গভীর দৃষ্টিপাত করলেন, অতঃপর বললেন আমি অসুস্থ্। তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে অপারগ মনে করে তাঁকে ছেড়ে প্রত্যুষে উৎসবে চলে গেল।

অতঃপর হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম একটি কুঠার হস্তে নিয়ে দেবমন্দিরে প্রবেশ করে আঘাতের পর আঘাত হেনে প্রস্তর দ্বারা নির্মিত মুর্তিগুলোকে ভেঙ্গে খণ্ড বিখণ্ড করে দিলেন। তিনি মন্দিরের সকল মূর্তিকে ভেঙ্গে শুধু বড়মুর্তিকে ভাঙ্গার কবল হতে রেহাই দিলেন এবং উহার স্কন্ধে কুঠার রেখে তথা হতে কেটে পড়লেন। একার্য দ্বারা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর উদ্দেশ ছিল যে, তারা আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করুক এবং আমাকে জিজ্ঞেস করুক যে, তুমি একাজ কেন করলে ? এরপর আমি তাদেরকে তাদের নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে জ্ঞাত করব। তারা তাদের উপাস্য প্রতিমাদেরকে খণ্ড-বিখণ্ড দেখলে এগুলো যে উপাসনার যোগ্য নয়, এজ্ঞান তাদের মধ্যে ফিরে আসবে। এরপর তারা তাঁর ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। অথবা ঐ সকল লোকজন যখন সবগুলো মুর্তিকে খণ্ড-বিখণ্ড এবং বড় মুর্তিকে অক্ষত অবস্থায় কাঁধে কুঠার নিয়ে দণ্ডায়মান দেখবে তখন তারা সম্ভবতঃ বড় মুর্তির দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে এবং উহার কাছে সকল মুর্তি ভাঙ্গার কারণ জিজ্ঞেস করে ব্যার্থ হয়ে মুর্তিগুলোর অক্ষমতা তাদের বুঝে আসবে। তারপর তারা উহার উপসনা হতে ফিরে এক লাশরীক প্রভুর উপাসনা করবে।

অতঃপর তারা তাদের উৎসব পালন শেষে লোকালয়ে প্রত্যাবর্তন করে স্বীয় প্রতিমা সমূহের এ বেহাল অবস্থা অবলোকন করে কিংকর্তব্য বিমুঢ় হয়ে গেল। তারা পরস্পরে বলাবলি করতে লাগল 'আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ ব্যবহার কে করল ? সে তো নিশ্চয়ই সীমালঙ্গনকারী।' তখন কেউ কেউ বলল ঃ আমরা এক যুবককে উহাদের সম্পর্কে বিরূপ আলোচনা করতে শুনেছি। সে ইব্রাহীম নামে খ্যাত। তারা বলল ঃ তাকে জনসমুক্ষে উপস্থিত কর যাতে জন সাধারণ

তাকে প্রত্যক্ষ করতে পারে। তাকে সকলের সামনে উপস্থিত করা হলে তারা তাকে জিজ্ঞেস করল ঃ হে ইবরাহীম তুমিই কি আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ ব্যবহার করেছ ? তিনি বললেন ঃ বরং এদের এই প্রধান সে-ই তো একাজ করেছে। এতএব তাকে জিজ্ঞেস কর যদি সে কথা বলতে পারে। তখন তারা মনে মনে চিন্তা করল এবং একে অপরকে বলতে লাগল তোমরাই তো সীমালংঘনকারী ? অতঃপর তাদের মস্তক অবনত হয়ে গেল এবং তারা বলল তুমি তো জান যে এরা বাকশক্তিহীন। তাদের মুখে প্রতিমা সম্পর্কে এ উক্তি শ্রবণ করে তিনি বললেন তবে কি তোমরা মহান আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর উপাসনা কর যা তোমাদের কোন উপকারও করতে পারেনা এবং কোন ক্ষতিও সাধন করতে পারে না। ধিক তোমাদের এবং তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের উপসনা কর ওদের। তবুও কি তোমরা বুঝ না? পরিশেষে তারা স্বীয় কৃতকর্মের গ্লানি ও লজ্জা নিবারণ করতে রাগে-ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে বলল তোমরা একে অগ্নি দগ্ধ কর এবং তোমাদের উপাস্যদেরকে সহযোগিতা কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও।

অতঃপর সমগ্র সম্প্রদায় ও তৎকালীন ক্ষমতাধর বাদশাহ নমরূদ যাকে আম জনতা প্রভু জ্ঞানে সিজদা করত, সকলেই সম্মিলিত ভাবে সিদ্ধান্ত নিল যে, তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে মারা হোক। ঐতিহাসিক বর্ণনা মতে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত সমগ্র শহরবাসী জালানী কাষ্ঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে থাকে। এরপর তাতে অনল সংযোগ করে সাত দিন পর্যন্ত প্রজ্জলিত করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এক পর্যায়ে অগ্নিশিখা আকাশচুম্বী হয়ে পড়ে। তখন তারা আল্লাহ তা'আলার পরম বন্ধু হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে এই জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার উদ্যোগ গ্রহণ করল। কিন্তু অগ্নিকুণ্ডের অবস্থা এমন হল যে, আগুনের লেলিহান শিখার কারণে উহার নিকটে যাওয়াই সমস্যা হয়ে দাড়াল। অগ্নির প্রচণ্ড তাপের কারণে উহার ধারে কাছে যাওয়ার সাধ্য কারও ছিল না। এ পরিস্থিতিতে সকলেই তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার পদ্ধতি নিয়ে হতাশ হয়ে পড়ল। তাই তারা চিন্তা করতে লাগল। কিভাবে তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা যায়। সহসা ইবলিস শয়তান হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে 'মিনজানিক' এক প্রকার নিক্ষেপ যন্ত্র দ্বারা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করে দিল।

তারপর যখন সমগ্র জাতি মিলে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে ইবলিসের বাতলে দেয়া পদ্ধতি অনুযায়ী মিনজানিকের মাধ্যমে অগ্নি সমুদ্রে

নিক্ষেপ কর ছিল তখন ফিরিশতাকুল এবং দ্যুলোক ও ভূলোকের সমস্ত সৃষ্টি জীব চিৎকার করে উঠল ঃ ইয়া রব আপনার বন্ধুর একি পরিণতি! মহান আল্লাহ তাদের সবাইকে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর সাহায্য করার অনুমতি প্রদান করলেন। বিধাতার অনুমতি পেয়ে ফিরিশতাগণ উপস্থিত হয়ে এ বিপদ মুহূর্তে সাহায্য করার জন্যে জিজ্ঞেস করল। তিনি জবাব দিলেন আল্লাহ তাআলাই আমার জন্যে যথেষ্ট। তিনি আমার এ বেহাল অবস্থা পর্যবেক্ষন করছেন। পরিশেষে এক পর্যায়ে রয়িসুল মালায়িকা হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম উপস্থিত হয়ে বললেন' কোন সাহায্যের প্রয়োজন হলে আমি উপস্থিত আছি। তিনি উত্তর দিলেন প্রয়োজন তো আছে, কিন্তু আপনার কাছে নয়, বরং এ মহা বিশ্বের অবিনশ্বর পালনকর্তার কাছে। অসীম দয়ার সাগর রাব্বুল আলামীন তাঁর বন্ধু হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর এরূপ আস্থা ও দৃঢ়তা অবলোকন করে ভস্মকারী অগ্নিকে লক্ষ করে বললেন 'হে অগ্নি তুমি ইবরাহীমের জন্যে শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।' অতঃপর যখন তাঁকে মিনজানিক দ্বারা অগ্নি কুণ্ডে নিক্ষেপ করা হল তখন উহা তাঁর জন্যে বিধাতার নির্দেশে পুষ্পোদ্যানে পরিণত হয়ে গেল। তাঁর আশপাশ ছাড়া অন্য সব বস্তুকে আগুন দহন করতে লাগল। এমনকি তাকে যে সব রশি দ্বারা বেঁধে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, সেগুলোও পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল। কিন্তু তাঁর অবয়বে প্রজ্জলিত অগ্নির সামান্য ছোঁয়াও লাগেনি। ঐতিহাসিক বর্ণনামতে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এই অগ্নিকুন্ডে সাতদিন ছিলেন। তারপর উহা হতে বের হয়ে আসেন। তিনি বলতেন এই সাতদিন আমি যে আরাম আয়েশে ছিলাম সমগ্র জীবনে তা ভোগ করিনি।

-সুরায়ে আম্বিয়া

ন্যায়বিচার

হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এর নিকট দুই লোক মোকাদ্দমা নিয়ে উপস্থিত হল। তাদের একজন ছিল ছাগপালের মালিক এবং অপরজন ছিল শস্যক্ষেতের মালিক। শস্য ক্ষেত্রের মালিক ছাগপালের মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, তার ছাগপাল রজনীকালে আমার শস্যক্ষেত্রে চড়াও হয়ে সম্পূর্ণ ফসল বিনষ্ট করে দিয়েছে, কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম উভয়ের বক্তব্য শ্রবণ করে বিচার বিশ্লেষন করে দেখলেন যে,

ছাগপালের মূল্য আর শস্যের ক্ষতির পরিমাণ সমান সমান। তাই তিনি তৎকালীন ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী শস্যক্ষেত্রের মালিককে বিবাদি তথা ছাগপালের মালিকের সকর ছাগল দিয়ে দেয়ার রায় দিলেন। বাদী ও বিবাদী উভয়ই হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এর আদালত থেকে বের হয়ে এলে ফটকে তাঁর কিশোর পুত্র হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম এর সাথে সাক্ষাত হয়। তিনি তাদেরকে মোকাদ্দমার রায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা তাঁর পিতা হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম কর্তৃক প্রদানকৃত রায় শুনিয়ে দিলেন। তখন হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম বললেন ঃ আমি রায় দিলে তা ভিন্নরূপ হত এবং উভয় পক্ষের জন্যে উপকারী হত। অতঃপর তিনি পিতা হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এর সকাশে উপস্থিত হয়ে তাঁকে একথা জানালেন। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম বললেন ঃ এই রায় থেকে উত্তম এবং উভয়ের জন্যে উপকারী রায়টা কি ? হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম বললেন আমার মতে আপনি ছাগপাল শস্যক্ষেত্রের মালিককে দিয়ে দিন। সে ওগুলোর দুগ্ধ পান করবে এবং ওগুলোর পশম দ্বারা উপকৃত হবে। আর শস্য ক্ষেত্রটি ছাগপালের মালিককে প্রদান করুন। সে শস্যক্ষেত্রকে পরিচর্যা করে চাষাবাদের মাধ্যমে যখন ছাগলপালে বিনষ্ট করার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনবে তখন শস্যক্ষেত্র ক্ষেত্রের মালিককে এবং ছাগপাল ছাগলের মালিককে প্রত্যর্পন করুন। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম আপন পুত্রের মুখে এ যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত শ্রবণ করে উহাকে অত্যন্ত পছন্দ করলেন এবং পূর্বের রায় প্রত্যাখ্যান করে উভয় পক্ষকে ডেকে দ্বিতীয় রায় কার্যকর করলেন। - সূরায়ে আম্বিয়া

মানুষের গায়ে কীটের বাসা

হযরত আইয়্যুব আলাইহিস সালাম এ পৃথিবীতে সর্বদিক থেকে পরিতৃপ্ত ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে অগাধ ধন-দৌলত, সহায়-সম্পত্তি, সুরম্য দালান-কোঠা যানবাহন, আনুগত্যশীল জীবন সঙ্গীনী, সৎকর্ম পরায়ন সন্তান-সন্ততি, সুজলা-সুফলা বাগ-বাগিচা, অজস্র চতুষ্পদ জন্তু ও চাকর-নওকর প্রদান করেছিলেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বান্দা ছিলেন। তিনি এতসব নিয়ামতের মাঝে থেকেও কখনও মহান প্রভুকে ভুলেন নি। তিনি সর্বদা

তাঁরই আরাধনায় মশগোল থাকতেন। কিন্তু এ নিখিল বিশ্বের অধিপতি রাব্বুল আলামীন তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হযরত আইয়্যুব আলাইহিস সালামকে পয়গাম্বর সুলভ পরীক্ষায় ফেলে দিলেন। ফলে এ সকল নিয়ামতই তাঁর হাত ছাড়া হয়ে যায় এবং তাঁর দেহে কুষ্ঠ রোগের ন্যায় এক প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি বাসা বাঁধে। জিহবা ও ক্বলব ব্যতীত দেহের কোন অংশই এই ব্যাধি থেকে রেহাই পাইনি। তাঁর শস্যক্ষেত্র পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল, সকল সন্তান-সন্তুতি ইহদাম ত্যাগ করল, বন্ধু-বান্ধব তাকে পরিত্যাগ করল, তার সর্বাঙ্গে কীড়া পড়ে গেল, এমনকি পরিশেষে তার সহধর্মিনীগণও তাকে এ দুরাবস্থায় রেখে কেটে পড়ল, তবে শুধুমাত্র পতিভক্ত বিবি রহীমা তাঁর সেবা শুশ্রূসার মাঝে নিজেকে জড়িয়ে রাখল। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এই দুরারোগ্য ব্যাধির কারণে সকল প্রিয়জন বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশী তাঁকে আলাদা করে লোকালয়ের বাইরে আবর্জনা নিক্ষেপের জায়গায় রেখে এল। কেউ তাঁর নিকটে পর্যন্ত যেতনা। শুধু পতিভক্ত রহীমা তাঁর দেখাশোনা করতেন। তাঁর সহধর্মিনী ছিলেন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর বংশভুত এক মহিয়সী রমনী। সকল সহায় সম্পত্তি ও অর্থকড়ি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর তাঁর বিদুষী রমনী বিবি রহীমা মেহনত-মজুরী করে তাঁর পানাহার ও প্রয়োজনীয় উপকরনাদি সংগ্রহ এবং তাঁর সেবাযত্ন করতেন।

আল্লাহ তা'আলা হযরত আইয়্যুব আলাইহিস সালামকে পয়গাম্বরগণের মধ্যে ধর্মীয় দৃঢ়তা ও ধৈর্যের বিশিষ্ট স্তর দান করেছিলেন। বিপদ-আপদ ও সংকটে ধৈর্যধারণের ক্ষেত্রে তিনি উপমেয় ছিলেন। মহান আল্লাহ যখন তাঁকে অর্থকড়ি, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি জাগতিক নিয়ামত থেকে মুক্ত করে পরীক্ষা করেন, তখন তিনি মুক্ত মনে বিধাতার স্মরণ ও ইবাদতে আরও অধিক আত্ম নিয়োগ করেন এবং আল্লাহর কাছে আরজ করেন ঃ হে আমার পালনকর্তা! আমি আপনার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি এ কারণে যে, আপনি আমাকে সহায়-সম্পত্তি ও সন্তান সন্ততি দান করেছিলেন, এদের মহব্বত আমার অন্তরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, এখন আপনি আমাকে এসব বস্তু থেকে মুক্তি দিয়েছেন। ফলে এখন আমি মুক্ত মনে আপনার উপাসনা করতে পারি। অতঃপর যখন দুরারোগ্য ব্যাধির ফলে তাঁর সর্বাঙ্গে কীড়াপড়ে গেল। তখন তাঁর স্ত্রী একদা আরজ করলেন যে, আপনার কষ্ট অনেক বেড়ে গেছে। এই কষ্ট দুর হওয়ার জন্যে আপনি আল্লাহ

তা'আলার কাছে প্রার্থনা করুন। তিনি জবাব দিলেন ঃ আমি দীর্ঘ সত্তর বৎসর সুস্থ ও রোগমুক্ত অবস্থায় দিনাতিপাত করেছি। এর বিপরীতে বিপদের এই কয়েক বৎসর অতিবাহিত করা কঠিন হবে কেন ? পয়গাম্বর সুলভ দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যের ফলে তিনি মহান বিধাতার দরবারে রোগ মুক্তির জন্যে প্রার্থনা করাও ধৈর্যের পরিপন্থী মনে করতেন।

অবশেষে এমন একটি কারণ ঘটে গেল যা তাঁকে প্রভুর দরবারে প্রার্থনা করতে বাধ্য করল। যে কারণে তিনি দোয়া করতে বাধ্য হন তা হল যে, একদা দুইজন ব্যক্তি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে এসে তাঁর এ দুরাবস্থায় দেখে তাঁর থেকে দূরে রইল এবং পরস্পর বলাবলি করতে লাগল যদি এ ব্যক্তির মাঝে ভাল কিছু থাকত তবে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে এ ধরণের মারাত্মক রোগ ব্যাধির মাঝে পতিত করতেন না। হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম এ কথা শ্রবণ করে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন এবং তৎক্ষনাৎ সকল রোগের নিরাময়কারী মহান প্রভুর দরবারে রোগ মুক্তির জন্যে প্রার্থনা করলেন। হে আমার পালনকর্তা আমি দুঃখকষ্টে পতিত হয়েছি আর আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আহবানে সাড়া দিলেন এবং তাঁর প্রার্থনা কবুল করলেন। তারপর তিনি তার রোগমুক্তির জন্যে এক অভিনবপন্থা আবিষ্কার করে বললেন যে, আপনি পায়ের গোড়ালি দ্বারা মৃত্তিকায় আঘাত করুন। মাটিতে পরিষ্কার সচ্ছ পানির ঝর্ণা দেখা দিবে। এই পানি পান করুন এবং তা দ্বারা গোসল করুন। তাতেই দেহের সমস্ত রোগ-ব্যাধি অন্তর্হিত হয়ে যাবে। হযরত আইয়্যুব আলাইহিস সালাম তদ্রূপই করলেন। ঝর্ণার জলরাশি দ্বারা গোসল করতেই ক্ষত-জর্জরিত ও অস্থিচর্মসার দেহ নিমিষের মধ্যে রক্ত-মাংস ও কেশমণ্ডিত অবয়বে রূপান্তরিত হয়ে গেল। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর জন্যে জান্নাতের পোশাক প্রেরণ করলেন। তিনি জান্নাতী পোশাক পরিধান করতঃ সেই আবর্জনার স্তুপ থেকে একটু দুরে সরে গিয়ে একপাশে বসে রইলেন। সহধর্মিনী বিবি রহীমা নিত্যকার অভ্যাস অনুযায়ী তাঁর দেখাশোনা করতে সামান্য অন্ন সংগ্রহ করে ক্লান্ত অবয়বে অপরাহ্নে তথায় আগমন করলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে তাঁর নিত্য দিনের স্থানে না পেয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। অদুরে উপবিষ্ট জান্নাতী পোশাক পরিহিত সুঠাম, সুস্থ্য ও সুশ্রী দেহের অধিকারী হযরত আইয়্যুব আলাইহিস সালামকে চিনতে না পেরে তিনি তাঁকেই জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি

জানেন কি এখানে যে রোগাক্রান্ত লোকটি পড়ে থাকতেন তিনি কোথায় গেলেন? কুকুর ও ব্যাঘ্র কি তাঁকে খেয়ে ফেলেছে ? অতঃপর এ ব্যাপারে তিনি কিছুক্ষণ তাঁর সাথে আলাপ করলেন। সবকিছু শ্রবণ করে হযরত আইয়্যুব আলাইহিস সালাম বললেন ঃ আমিই আইয়্যুব। কিন্তু বিবি রহীমা তখনও তাঁকে চিনতে না পেরে বললেন আপনি কি আমার সাথে উপহাস করছেন ? হযরত আইয়্যুব আলাইহিস সালাম আবার বললেন ভালভাবে লক্ষ করে দেখ আমিই সেই দুরারোগ্য ব্যাধি গ্রস্থ আইয়্যূব। আল্লাহ তা'আলা আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন এবং আমাকে রোগমুক্ত করে নতুন স্বাস্থ্য দান করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহ আনহু বলেন ঃ এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর পূর্বের সকল ধন-সম্পদ ফিরিয়ে দেন এবং তাঁর সন্তান-সন্তুতিও। শুধু তাই নয় সন্তানদের সমসংখ্যক বাড়তি সন্তানও দান করলেন। - সূরা আম্বিয়া

যার কাছে ইবলিস ব্যর্থ

হযরত ইয়াসা আলাইহিস সালাম বার্ধক্যের ভারে নুয়ে গেছেন। তিনি সারাটি নবুওয়াতি জিন্দিগী উম্মতের ফিকিরে অতিবাহিত করেছেন। কিন্তু এ বয়সে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন এই ভেবে যে, কে তাঁর উম্মতের পথ দেখাবে, কেইবা সমাধান করবে তার উম্মতের রকমারি সমস্যা। তাই তিনি ভাবতে লাগলেন ভবিষ্যত করনীও নিয়ে। তিনি অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করলেন তার সাথীদের থেকে একজনকে স্বীয় খলিফা বা প্রতিনিধি নিয়োগ করবেন। যে তাঁর জীবদ্দশায় তাঁরপক্ষ থেকে পয়গাম্বরের কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করবে। যেই ভাবা সেই কাজ। এ উদ্দেশে তিনি তাঁর সকল সাহাবীকে একত্রিত করে বললেন ঃ আমি তোমাদের মধ্য হতে একজনকে আমার খলীফা নিযুক্ত করতে চাই। তবে যার মাঝে তিনটি শর্ত বিদ্যমান থাকবে তাকেই আমি আমার প্রতিনিধি নিয়োগ করব। শর্ত তিনটি এই ঃ এক. সর্বদা সিয়াম সাধনা করা। দুই. মহান আল্লাহর উপাসনায় রাত্রি জাগরণ করা। তিন. সর্বদা ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। হযরত ইয়াসা আলাইহিস সালাম এই ঘোষণা প্রদান করার পর সমগ্র মজলিস নিরব, নিথর। কোথাও কোন সাড়া শব্দ পর্যন্ত নেই। সকলেই অধির আগ্রহে অপেক্ষা করছে, কোন সে ভাগ্যবান ব্যক্তি যার মাঝে এই তিনটি গুণ রয়েছে। আর সেই হবে হযরত ইয়াসা আলাইহিস সালাম এর খলীফা, তাকে এক নজর দেখার

জন্যে। সহসা সমাবেশের মধ্য থেকে জনৈক অখ্যাত ব্যক্তি সকলকে অবাক করে দণ্ডায়মান হল। অথচ তাকে সবাই নিতান্ত সাধারণ লোক মনে করত। সে দণ্ডায়মান হয়ে বলল আমি এ কাজের জন্যে প্রস্তুত আছি।

হযরত ইয়াসা আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন তুমিকি সদা সর্বদা সিয়াম সাধনা কর, মহান প্রভুর ইবাদতে রজনীতে বিনিদ্র থাক এবং কখনও ক্রোধান্বিত হও না ? লোকটি জবাব দিল নিঃসন্দেহে এই তিনটি আমল আমার মাঝে বিদ্যমান রয়েছে। হযরত ইয়াসা আলাইহিস সালাম কোন সিদ্ধান্ত না দিয়ে সেদিনকার মত সকলকে ফিরিয়ে দিলেন। তিনি দ্বিতীয় দিন আবার সমাবেশকে লক্ষ্য করে পূর্বেকার দিবসের ঘোষণা দিলেন। কিন্তু সেদিনও উপস্থিত জনতা সবাই নিশ্চুপ রইল এবং পুর্বোক্ত ব্যক্তিই পুনরায় দণ্ডায়মান হল। তখন হযরত ইয়াসা আলাইহিস সালাম তাকেই খলীফা নিযুক্ত করার ঘোষণা করলেন। আর এই সম্মানিত খলীফার নামই হযরত যুলকিফল। যার কথা পবিত্র আসমানী গ্রন্থ আল কুরআনে পয়গাম্বরদের সহিত আলোচিত হয়েছে। হযরত যুলকিফল এই পদলাভে ধন্য হয়েছেন দেখে শয়তান তার সাঙ্গপাঙ্গদেরকে বলল ঃ যাও তোমরা কোনরূপে এই ব্যক্তি দ্বারা এমন গর্হিত কাজ করিয়ে দাও জদ্দরুন তার এইপদ বিলুপ্ত হয়ে যায়। ইবলিসের সাঙ্গপাঙ্গরা অক্ষমতা প্রকাশ করে বলল ঃ সে আমাদের বসে আসার পাত্র নয়। তখন ইবলিস বলল ঃ তবে একাজটি আমার হস্তেই ছেড়ে দাও, আমি তাকে দেখে নেব। এদিকে যুলকিফল স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সারাদিন সিয়াম সাধনা করতেন এবং সারারাত জাগ্রত থেকে মহান বিধাতার উপাসনা করতেন। তিনি শুধু দ্বিপ্রহরে কিছুক্ষন নিদ্রা যেতেন। ইবলিস ঠিক দ্বিপ্রহরে তার নিদ্রার সময় এক বৃদ্ধের আকৃতিতে অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হল এবং দরজার কড়া নাড়া দিল। তিনি জাগ্রত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন কে ? আগন্তুক উত্তর দিল ঃ আমি একজন বৃদ্ধ মজলুম, আপনার কাছে এক অভিযোগ নিয়ে এসেছি। বৃদ্ধের কথা শ্রবণ করে হযরত যুলকিফল তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিলেন। আগন্তুক ভেতরে পৌছে দীর্ঘ কাহিনী জুড়ে দিল যে, আমার সাথে আমার সম্প্রদায়ের বিবাদ আছে। তারা আমার উপর এই জুলুম করেছে, সেই জুলুম করেছে। এভাবে সে তার উপর তার সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অত্যাচারের ফিরিস্তি বর্ণনা করতে করতে দ্বিপ্রহর গড়িয়ে নিদ্রার সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। হযরত যুলকিফল বললেন ঃ আমি যখন বাইরে যাব তখন এসো। আমি তোমার সুষ্ঠু বিচার করে দেব।

অতঃপর তিনি বাইরে গমন করে সেই মজলুম বৃদ্ধের অপেক্ষা করতে লাগলেন কিন্তু দীর্ঘ অপেক্ষার পরও লোকটি আর আগমন করল না। পরের দিন যখন তিনি মোকাদ্দমার বিচারের জন্য এজলাসে বসলেন তখনও সেই অশীতিপর বৃদ্ধের আগমন অপেক্ষা করলেন। কিন্তু তাকে আর দেখা গেল না। অভ্যাস অনুযায়ী যখন তিনি দ্বিপহরে নিদ্রা গমনের জন্যে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন তখন লোকটি এসে দরজা পিটাতে লাগল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন কে ? আগন্তুক জবাব দিল আমি একজন বৃদ্ধ মজলুম ব্যক্তি। তিনি দরজা খুলে দিয়ে বললেন আমি কি তোমাকে বলিনি যে, এজলাসে বসার সময় এসো। কিন্তু তুমি কালও আসনি। অদ্য সকাল থেকেও তোমার দেখা নেই। সে বৃদ্ধ বলল ঃ হুজুর আমার শত্রুপক্ষ খুবই ধুর্ত প্রকৃতির। তারা আপনাকে এজলাসে উপবিষ্ট দেখলে আমার প্রাপ্য পরিশোধ করবে বলে স্বীকার করে নেয়। আর আপনি যখন এজলাস ত্যাগ করেন তখন আবার অস্বীকার করে বসে। এভাবে কথোপকথনের মধ্যে সেদিনকার দুপুরও গড়িয়ে গেল এবং তাঁর নিদ্রা হল না। তিনি বাইরে এসে মজলিসে বসে বৃদ্ধের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। অপেক্ষা করতে করতে এক সময় বিকেল গড়িয়ে রাত নেমে এল। রাত পেরিয়ে ভোর হলে তিনি আবার তার জন্যে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন, কিন্তু তার কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। তৃতীয় দিবসে দুপুর হলে তিনি তন্দ্রায় ঢুলতে লাগলেন। তিনি গৃহে এসে পরিবারের লোকদেরকে বলে দিলেন যে, কেউ যেন তার নিদ্রা কক্ষের কড়া না নাড়া দেয়। সেই বৃদ্ধ এ দিনও আগমন করল এবং কড়া নাড়া দিতে চাইল। কিন্তু গৃহের সবাই তাতে বাধা দিলে সে সবার অজান্তে বাতায়ন পথে ভেতরে প্রবেশ করল এবং দরজায় আঘাত করতে লাগল হযরত যুলকিফল আলাইহিস সালাম জাগ্রত হয়ে দেখলেন যে, রোমের দরজা যথারীতি আবদ্ধ রয়েছে। আর বৃদ্ধ ঘরের অভ্যন্তরে উপস্থিত তিনি জিজ্ঞেস করলেন তুমি ভিতরে প্রবেশ করলে কি ভাবে ? এ প্রশ্নের উত্তরে সে নিরোত্তর। তখন যুলকিফল চিনতে পারলেন যে সে অভিশপ্ত ইবলিস ব্যতীত আর কেউ নয়। তাই তিনি বললেন ঃ তবে তুমি আল্লাহর দুশমন ইবলিস। তখন সে স্বীকার করে বলল ঃ আপনি আমার সকল চেষ্টা ব্যার্থ করে দিয়েছেন। কিছুতেই আমার জালে আবদ্ধ হননি। তাই আমি আপনাকে কোনরূপে রাগান্বিত করার চেষ্টা করেছিলাম, যাতে হযরত ইয়াসা আলাইহিস সালাম এর সাথে কৃত অঙ্গিকার ভঙ্গ হয়। এ উদ্দেশেই আমি এসব

কাণ্ড করেছি। এই ঘটনার কারণেই তাঁকে যুলকিফল উপাধি দেয়া হয়। অতঃপর তিনি এ নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। যুলকিফল শব্দের অর্থ অঙ্গীকার ও দায়িত্ব পুর্ণকারী ব্যক্তি। হযরত যুলকিফল তাঁর কৃত অঙ্গীকার পুর্ণ করেছিলেন।

-সূরায়ে আম্বিয়া

মাছের পেটে চল্লিশ দিন

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে মসুলের একটি জনপদ নিনুয়ার অধিবাসীদের হিদায়াতের জন্যে প্রেরণ করলেন। যাদের সংখ্যা পবিত্র কুরআনের ভাষ্যানুযায়ী লক্ষাধিক ছিল। তারা সকলেই মুর্তি পূজারী ছিল। তিনি তাদেরকে প্রতিমার উপাসনা বর্জন করে এক লা-শরীক প্রভুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও অসৎ কর্ম পরিহার করে সৎকর্ম সম্পাদনের উদাত্ত আহবান জানান। কিন্তু তাঁরা সকলেই তাঁর এ আহবানকে প্রত্যাখ্যান করে এবং অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের উপর বিধাতা প্রদত্ত শাস্তি অবতরণের জন্যে অভিসম্পাত করে উক্ত জনপদ ত্যাগ করেন। যাবার প্রাক্কালে তিনি আগামী তিন দিনের মাঝে আল্লাহ তা'আলার গজব অবতরণের অঙ্গিকার করেন। তিনি চলে যাওয়ার পর তার সম্প্রদায়ের উপর আযাব অবতরণের নিদর্শন যখন স্পষ্ট হয়ে গেল তখন তারা একথা অনুধাবন করতে সক্ষম হল যে, পয়গাম্বরের বদ দোয়া বৃথা যেতে পারে না। তাই তারা অনতি বিলম্বে শিরক ও কুফর থেকে তওবা করে নেয় এবং উক্ত জনপদের সকল আবাল বৃদ্ধ-বনিতা উন্মুক্ত প্রান্তরে চলে যায়। তারা চতুষ্পদ জন্তু ও বাচ্চাদেরকেও সাথে নিয়ে যায় এবং বাচ্চাদের মাতা-পিতার নিকট থেকে আলাদা করে দেয়। ফলে সেখানে এক হৃদয় বিদারক অবস্থার সৃষ্টি হয়। সকলেই কান্নাকাটি শুরু করে দেয় এবং কাকুতি মিনতি সহকারে আল্লাহর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকে। জন্তুদের বাচ্চাগুলোকে মাদের থেকে পৃথক করে দেয়ার কারণে ভিন্নভাবে শোরগোল করতে থাকে। মহান রব্বুল আলামীন তাদের খাঁটি তওবা ও কাকুতি মিনতি কবুল করে নেন এবং তাদের উপর থেকে আযাব দুরিভুত করে দেন। অতঃপর তারা তাঁর সন্ধান করতে থাকে এজন্য যে, তারা তার কথা পরিপূর্ণ ভাবে শ্রবণ করবে এবং তার আনুগত্য করবে।

অপরদিকে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম ভাবতে ছিলেন যে, আযাব

আসার ফলে তার সম্প্রদায় বোধ হয় ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি পরে যখন জানতে পারলেন যে, আদৌ আযাব আসেনি বরং তাঁর সম্প্রদায় সুস্থ ও নিরাপদে দিন গুজরান করছে, তখন তিনি চিন্তান্বিত হলেন, এই ভেবে যে, এখন আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করা হবে। আর তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে কেউ মিথ্যাবাদী প্রমানিত হলে তাকে হত্যা করার প্রথা প্রচলিত ছিল। এর ফলে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম এর মনে প্রাণনাশেরও আশংকা দেখা দিল। তাই তিনি নিজ শহরে ফিরে আসার পরিবর্তে ভিন দেশে হিজরত করার পরিকল্পনা করলেন। যেই ভাবা সেই কাজ। তিনি দেশ ত্যাগের ইচ্ছায় পথ অতিক্রম করতে লাগলেন। পথিমধ্যে একটি নদী পড়ল। তিনি নদী পাড়ি দেয়ার জন্যে একদল লোকের সহিত একটি জলযানে আরোহণ করলেন। জলযানটি যাত্রীদেরকে নিয়ে যখন রূম সাগরে পৌছল তখন ঘটনাক্রমে নদীর মাঝখানে জলযানটি আটকে গিয়ে নদীর অথৈ জলরাশির মাঝে উহা নিমজ্জিত হওয়ার উপক্রম হল। মাঝি-মাল্লাগণ তাদের চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী বুঝতে সক্ষম হলেন যে উক্ত জলযানে কোন পলাতক গোলাম রয়েছে তাই উহা নদীতে ডুবে যেতে চাচ্ছে। আর ঐ ব্যক্তিকে নদীতে ফেলে দিলেই সকল আরোহীই অথৈই জলরাশিতে ডুবে মরার হাত থেকে রক্ষা পাবে। অতএব তারা ঐ ব্যক্তিকে নির্ণয়ের জন্যে সকল আরোহীদের নামে লটারী দিল। ঘটনাচক্রে তিন তিন বার লটারীতে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম এর নাম আসল। তখন তিনি দণ্ডায়মান হলেন এবং শরীরের অনাবশ্যক বস্ত্র খুলে নদীর অথৈই জলরাশিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এদিকে আল্লাহ তা'আলা সবুজ সাগরের এক বিশাল আকার মৎসকে আদেশ দিলেন সে যেন সাগরের পানি চিরে দ্রুত গতিতে সেখানে পৌঁছে যায় এবং হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে উদরে পুরে নেয়। মহান প্রভু মৎসকে নির্দেশ দেন যে, পয়গাম্বর হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম এর অস্থি, মাংস এমনকি তার একটি পশমেরও যেন কোন ক্ষতি না হয়। তিনি তার খাদ্য নয়, বরং তার উদর কয়েকদিনের জন্য তাঁর কয়েদখানা। সুতরাং তাঁকে সে যেন উদরে যত্ন সহকারে হেফাজত করে।

এই সময় হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম স্বীয় ভুল স্বীকার করে আল্লাহ তা'আলার কাছে বারংবার ক্ষমা চাইতে লাগলেন এবং তিনি মৎসের অন্ধকার উদরে অবস্থান করে এই দোয়াটি অনবরত পাঠ করতে থাকেন। "লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনাযযুয়ালিমীন" অর্থাৎ আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য

নাই আপনি পবিত্র, মহান! আমি তো সীমালংঘনকারী।' পরিশেষে তওবা করার পর সমুদ্রের সে মৎসের অন্ধকার উদর হতে মুক্তি পেলেন। মৎসটি দীর্ঘ চল্লিশদিন পর তাকে বিধাতার নির্দেশে এক তৃণহীন প্রান্তরে রুগ্ন অবস্থায় উদগীরণ করে ফেলে দিল। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা তার উপর একটি লাউগাছ উদগত করে দেন। ধীরে ধীরে তিনি সুস্থ্ হওয়ার পর স্বজাতির নিকট ফিরে গেলে তারা আনন্দিত হয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানান এবং তার সম্প্রদায়ের সকল লোকই তার প্রতি এবং মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান নিয়ে আসে। পবিত্র কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি যদি আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করতেন তবে তাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত গভীর সাগরের সেই মৎসের উদরেই থাকতে হত। - সুরায়ে অম্বিয়া

কুরআন যার পবিত্রতা বর্ণনা করে

ষষ্ঠ হিজরী। যখন রাসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনী মুস্তালিক নামান্তরে মুরাইসীয়ার যুদ্ধে গমন করেন তখন সহধর্মিনীদের মধ্যে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিআল্লাহু আনহা তাঁর সাথে ছিলেন। ইতিপূর্বে নারীদের পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়েছিল। তাই হযরত আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা এর উষ্ট্রীর পিঠে পর্দাবিশিষ্ট আসনের ব্যবস্থা করা হয়। তিনি প্রথমে পর্দা বিশিষ্ট আসনে সওয়ার হয়ে যেতেন। তারপর লোকেরা আসনটিকে উষ্ট্রীর পৃষ্ঠে বসিয়ে দিত। এটাই ছিল নিত্যকার অভ্যাস। যুদ্ধ সমাপ্তির পর মদীনায় ফেরার পথে একদিন একটি আশ্চার্য ঘটনা সংঘটিত হল। কোন এক মন্‌যিলে মুসলিম মুজাহিদদের কাফেলা অবস্থান গ্রহণ করল। তারা রজনীর কিয়দ অংশ বিশ্রামের পর শারিরীক ক্লান্তি দুরিভূত হলে রজনীর শেষ প্রহরে কুচ করণের কিছুক্ষন পূর্বে জনৈক ঘোষক ঘোষণা করল যে, কাফেলা কিছুক্ষনের মধ্যেই এস্থান হতে রওয়ানা হবে। তাই প্রত্যেকেই যেন নিজ নিজ প্রয়োজন সেরে প্রস্তুত হয়ে নেয়। হযরত আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা ইস্তিতেঞ্জার প্রয়োজন দেখা দিল। তাই তিনি ইস্তিঞ্জা করার জন্যে অবস্থান স্থল হতে একটু দুরে চলে গেলেন, সেখানে ঘটনাক্রমে তাঁর গলার হার ছিড়ে গিয়ে হারিয়ে গেল। তথায় তিনি হার সন্ধান করতে করতে বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। তিনি স্বস্থানে ফিরে এসে দেখলেন যে, কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেছে। আর রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত

আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহার পর্দা বিশিষ্ট আসনটিকে যথারীতি উষ্ট্রীর পৃষ্ঠে সওয়ার করিয়ে দেয়া হয়েছে এবং বাহকগণ মনে করেছেন যে, তিনি ভিতরেই আছেন। উঠানোর সময়ও সন্দেহ হল না। কারণ তিনি অল্প বয়স্কা ক্ষীনাঙ্গিনী ছিলেন। ফলে আসনটি যে শুন্য এরূপ ধারণা কারও মনে উদয় হয়নি। তিনি ফিরে এসে যখন কাফেলাকে স্বস্থানে পেলেন না, তখন তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও স্থির চিত্ততার পরিচয় দিলেন। তিনি কাফেলার পশ্চাতে দৌড়াদৌড়ি করা কিংবা এদিক ওদিক সন্ধান করার পরিবর্তে স্বস্থানে চাদর গাত্রে জড়িয়ে বসে রইলেন। তিনি মনে করলেন যে, যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তদীয় সাথীগণ অবগত হবেন যে, আমি আসনে অনুপস্থিত তখন তাঁরা আমার খোঁজে এখানে আসবেন ? কাজেই আমি যদি এদিক সেদিক চলে যাই তবে তাঁদের জন্যে অনুসন্ধান করে আমাকে বের করা কঠিন হয়ে যাবে। তাই তিনি কাফেলার অবস্থানের স্থানেই চাদর গায়ে জড়িয়ে বসে রইলেন। তখন সময় ছিল রজনীর শেষ প্রহর। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন।

অপরদিকে হযরত সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল রাযিআল্লাহু আনহুকে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কাজের জন্যে নিযুক্ত করেছিলেন যে, তিনি কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর কোন কিছু পড়ে থাকলে তা কুড়িয়ে নেবেন। তিনি প্রত্যুষে এখানে পৌঁছলেন। তখনও প্রভাত-রশ্মি ততটুকু উজ্জল হয়ে ফুটে উঠেনি। তিনি শুধু একজন মানুষকে নিদ্রামগ্ন অবলোকন করলেন। অতি কৌতুহল নিয়ে কাছে গিয়ে হযরত আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহাকে চিনে ফেললেন কারণ পর্দাপ্রথা অবতীর্ণ হওয়ার পুর্বে তিনি তাঁকে দেখেছিলেন। তাই তাঁকে চেনার পর অত্যন্ত বিচলিত কণ্ঠের সাথে তাঁর মুখ থেকে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' উচ্চারিত হয়ে গেল। আর এই বাক্য হযরত আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা এর কানে পড়ার সাথে সাথে তিনি জাগ্রত হয়ে গেলেন এবং স্বীয় অবয়ব আবৃত করে ফেললেন। হযরত সাফওয়ান রাযিআল্লাহু আনহু নিজের আরোহণের উষ্ট্রী কাছে এনে বসিয়ে দিলেন। তখন হযরত আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা তাতে আরোহণ করলেন, এবং হযরত সাফওয়ান রাযিআল্লাহু আনহু উষ্ট্রীর নাকের রশি ধরে পায়ে হেঁটে চললেন। অবশেষে তিনি মুসলিম কাফেলার সহিত মিলিত হয়ে গেলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল দুশ্চরিত্র, মুনাফিক ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শত্রু সে এ অনাকাংখিত ঘটনা থেকে একটি সুবর্ণ

সুযোগ পেয়ে গেল। এই হতভাগা আবোল-তাবোল বকতে শুরু করল। এদিকে কতক সরলপ্রাণ মুসলমানও কান কথায় সাড়া দিয়ে এ আলোচনায় মেতে উঠল। পুরুষদের মধ্যে হযরত হাস্‌সান বিন সাবেত, মিসতাহ্ এবং নারীদের মধ্যে হামনাহ বিনতে জাহাশ ছিল এ শ্রেণীভূক্ত। যখন এই মুনাফিক রটিত অপবাদের চর্চা হতে লাগল। তখন স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতে খুবই দুঃখিত হলেন। আর হযরত আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহার তো দুঃখের অন্ত রহিল না। সাধারণ মুসলমানগণও মারাত্মক ভাবে বেদনাহত হলেন। দীর্ঘ একমাসকাল পর্যন্ত এই আলোচনা চলতে লাগল। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা হযরত আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহার পবিত্রতা, উন্নত চরিত্র ও অপবাদ রটনাকারী এবং এতে অংশ গ্রহণকারীদের নিন্দা ও তিরস্কার বর্ণনা করে পবিত্র কুরআনে আয়াত অবতীর্ণ করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুল অপবাদ রচয়িতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে দ্বিগুন এবং অন্য তিনজন মুসলমান মিসতাহ্, হাস্‌সান বিন সাবেত ও হামনা বিনতে জাহাশকে আশিটি করে বেত্রাঘাত করে শরয়ী দণ্ড প্রয়োগ করেন। তারপর মুসলমানগণ তওবা করে নেয় এবং মুনাফিকরা তাদের অবস্থায় কায়েম থাকে। -সূরায়ে নূর

পিপিলিকার কথা

আল্লাহ তা'আলার নবী হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম যখন কোথাও রওয়ানা হতেন তখন তাঁর সাথে জিন, মানুষ এবং পক্ষিকুল হতে তিন প্রকার বাহিনী প্রয়োজন মত তিনি সঙ্গে নিতেন। আর তিনি এগুলোর মাঝে যথাযথ শৃংখলা বজায় রাখতেন। কখনও এমন হতনা যে এক বাহিনী অন্য বাহিনীকে অতিক্রম করে বিশৃংখলা ঘটাত। বরং তিনি যেভাবে সারিবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান করে দিতেন তারা ঐ অবস্থারই অনুস্বরণ করত। নিয়মানুযায়ী একদা তিনি বাহিনীত্রয়কে সাথে নিয়ে এমন এক স্থানে পৌছলেন যে স্থানে অজস্র পিপিলিকার আবাস ছিল। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছিল যে উহা যেন পিপীলিকার রাজত্ব। যখন তারা পিপীলিকার অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌছল, তখন এক পিপীলিকা বলল, হে পিপীলিকা দল! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর যেন হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম এবং তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদিগকে পদতলে পিষে না ফেলে। উহার কথা শ্রবণ করে হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম মুচকি

হাসলেন এবং বললেন হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে সামর্থ দান করুন যাতে আমি আপনার সে সকল নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি যা আপনি আমাকে ও আমার জনক জননীকে প্রদান করেছেন এবং যাতে আমি আপনার পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি। আর আপনি আমাকে স্বীয় অনুগ্রহে আপনার সৎ কর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত করুন। -সূরায়ে নমল

সূর্য পূজারী এক সম্রাজ্ঞী

হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা'আলা মানব, দানব, জীব-জন্তু ও পশু-পক্ষীদের উপর রাজত্ব দান করেছিলেন। রাজ্য শাসনের নিয়ম অনুযায়ী সর্বস্তরের প্রজাদের দেখা শোনা ও খোঁজখবর নেয়া রাষ্ট্রপ্রধানের অন্যতম কর্তব্য। এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সর্বস্তরের প্রজাদের খোঁজ খবর নিতেন। সেমতে একদা তিনি তাঁর পক্ষী প্রজাদেরকে পরিদর্শন করলেন এবং দেখলেন যে, তাদের মধ্যে 'হুদহুদ' নামক পক্ষীটি অনুপস্থিত। তাই তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং বললেন ব্যাপারকি হুদ হুদকে দেখছিনা কেন ? সে অনুপস্থিত নাকি ? সে উপযুক্ত কারণ না দর্শাইলে আমি অবশ্যই তাকে কঠিন শাস্তি দিব অথবা তাকে জবেহ করব। হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম বিহংগকুলের মধ্য হতে হুদহুদের প্রতি ক্রোধান্বিত হওয়ার কারণ হল এই যে, তখন হুদহুদের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এই জন্য যে, সে ভূ-পৃষ্ঠের তলদেশের পানি সন্ধান দিতে পারত। আর হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম উহার তথ্য অনুযায়ী জিন্নাতদের মাধ্যমে মৃত্তিকা খনন করে প্রজাদেরকে পানি সরবরাহ করতেন। তাই তিনি তখন হুদহুদের প্রতি অত্যন্ত রাগান্বিত হন।

অতঃপর অনতি বিলম্বে হুদহুদ পাখীটি এসে উপস্থিত হল এবং বিনয়ের সাথে বলল আপনার অনবগত বিষয় সম্পর্কে আমি অবগত হয়ে সুদুর সাবা সাম্রাজ্য হতে সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি। আমি তথায় বিলকিস নামক এক সম্ভ্রান্ত রমনীকে সাবা রাজ্যের অধিবাসীদের উপর রাজত্ব করতে অবলোকন করেছি। রাজ্য পরিচালনার জন্যে প্রয়োজনীয় সকল বস্তু তার নিকট বিপুল পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে। ধন-দৌলত, সৈন্য-সামন্ত এবং রূপ-লাবন্য সবই তার করায়ত্ব। আর তার রাজ সিংহাসনটিও বৃহৎ আকারের। যার সৌন্দর্য ও মূল্য বর্ণনাতীত। ঐ সম্প্রদায়ের লোকেরা সূর্যের উপসনাকারী। সে দেশের মাটিতে এক আল্লাহে বিশ্বাস স্থাপনকারী কেউ নেই। মানব জাতির চির শত্রু

ইবলিস শিরক ও কুফুরির প্রথাকেই তাদের দৃষ্টির সামনে সুসজ্জিত. করে রেখেছে। সে তাদেরকে এমন পথ ভ্রষ্টতার মাঝে আবদ্ধ রেখেছে যে সৎ পথের অনুসন্ধান করার সাধ্য তাদের নেই।

হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম হুদহুদ পাখির আনিত এ তথ্যবহুল সংবাদ শ্রবণ করে উহার সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে বললেন এখন আমি দেখব তুমি সত্য বলেছ না তুমি মিথ্যাবাদী ? অতঃপর তিনি একটি পত্র লিখে মিশ্‌ক দ্বারা সুগন্ধযুক্ত করে তাতে স্বীয় সীল মহর অংকিত করে হুদহুদকে দিলেন এবং বললেন ইহা রাণী বিলকিসের নিকট পৌছে দিবে এবং তার জবাব নিয়ে আসবে। সাথে সাথে তিনি হুদহুদকে একথাও বলে দিলেন যে, তুমি পত্র পৌছে দিয়ে একটু দুরে সরে অপেক্ষা করে তাদের প্রতিক্রিয়া কি তা লক্ষ করবে। মোটকথা হুদহুদ পাখি পত্র নিয়ে সুদুর সাবা রাজ্যে গমন করল এবং রাণী বিলকিসের নির্জন কক্ষে এক তাকে তার দৃষ্টির সামনে রেখে দিল। রাণী বিলকিস এই পত্র পেয়ে অত্যন্ত চিন্তিত ও ভীত হলেন। সেই পত্রের ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ ঃ " ইহা সুলায়মানের নিকট হতে এবং দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে 'অহমিকাবশে আমাকে অমান্য করোনা এবং আনুগত্য স্বীকার করে আমার নিকট উপস্থিত হও। অতঃপর সে উক্ত পত্র পাঠ করে স্বীয় উপদেষ্টা ও পরিষদবর্গকে আহবান করে পত্রের যাবতীয় বিষয় বস্তু এবং সকল অবস্থা পুঙ্খানু পুঙ্খ রূপে ব্যক্ত করলেন। তিনি বললেন হে পরিষদবর্গ! আমাকে এক সম্মানিত পত্র দেয়া হয়েছে। ইহা সুলায়মানের পক্ষ হতে। তাতে ইসলামের প্রতি আহবান করা হয়েছে এবং অবাধ্যতা ও আত্ম অহমিকা বর্জন করে ইসলাম গ্রহণ এবং আনুগত্যতা ও বশ্যতা স্বীকার করার উদাত্ত আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। বিলকিস হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম এর পত্র তাদের শোনানোর পর বলল ওহে পরিষদবর্গ আমার এই সমস্যায় তোমাদের অভিমত ও একান্ত পরামর্শ দাও। আর তোমরা জান আমি কখনও কোন ব্যাপারে তোমাদের উপস্থিতি ও পরামর্শ ব্যতীত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। সুতরাং এ ব্যাপারে তোমরা আমাকে সিদ্ধান্ত দাও যে, এখন আমাদের করনীয় কি হতে পারে এবং আমরা কি জবাব দিতে পারি।

অতঃপর উপস্থিত সদস্যগণ ঐক্যবদ্ধ ভাবে জবাব দিল আমাদের সামরিক শক্তি একেবারে তুচ্ছ নয় এবং আমাদের যুদ্ধাস্ত্র ও প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জাম অঢেল পরিমাণে বিদ্যমান। আমরা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের

ক্ষমতা একমাত্র আপনারই। অতএব কী আদেশ করবেন তা ভেবে দেখুন। সাবা সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী বিলকীস রাষ্ট্রের অমাত্যবর্গের পরার্শ ও অভিমত শ্রবণ করে স্বীয় বুদ্ধিমত্তা দ্বারা যুদ্ধের পরিনামের কথা বিবেচনা করে বলল রাজা-বাদশারা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে অপদস্ত করে। তারাও এইরূপ করবে। তাই সে নিজেই একটি মত স্থির করলো। যার সারমর্ম এই ছিল ঃ হযরত সুলায়মানকে পরখ করতে হবে এবং দেখতে হবে যে, তিনি প্রকৃত পক্ষেই মহান বিধাতার পয়গাম্বর কি-না। তিনি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালনার্থে এই আদেশ জারি করেছেন, না স্বীয় আধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আপন রাজ্য বৃদ্ধি করার অভিপ্রায় নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন ? এই পরীক্ষার দ্বারা বিলকীসের উদ্দেশ ছিল এই যে, প্রকৃতপক্ষে তিনি পয়গাম্বর হলে তাঁর নির্দেশ পালন করা হবে এবং তাঁর বিরুদ্ধাচারণ হতে বিরত থাকা হবে। পক্ষান্তরে যদি তিনি আধিপত্যবাদের নেশায় মত্ত হয়ে আমাদিগকে দাসে পরিণত করতে চান, তবে তার মোকাবেলা কিভাবে করা হবে, সে সম্পর্কে পরবর্তীতে চিন্তা করা হবে। এই পরীক্ষার পদ্ধতি রাণী এইরূপ স্থির করল যে, হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম এর সকাশে কিছু উপঢৌকন প্রেরণ করা হবে। যদি তিনি উপঢৌকন গ্রহণ করেন এবং তা পেয়ে সন্তুষ্ট হন তবে বোঝা যাবে যে, তিনি একজন সম্রাটই। রাজত্ব বিস্তার করণের নেশায় এমন করছেন। পক্ষান্তরে যদি তিনি পয়গাম্বর হন তবে ইসলাম ও ঈমান ব্যতীত কোন কিছুতেই সন্তুষ্ট হবেন না। অতএব বিলকীস বলল আমি তাঁর কাছে কিছু উপহার সামগ্রী পাঠাচ্ছি। এরপর দেখব যেসব দুত উপঢৌকন নিয়ে যাবে, তারা ফিরে এসে কি পরিস্থিতি বর্ণনা করে। অতঃপর সাবা সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী বিলকীস এক সহস্র কিশোর-কিশোরীকে দাস-দাসী হিসেবে, পাঁচশত সোনার ইষ্টক, জাওহার (অতিমূল্যবান পাথর) দ্বারা কারোকার্যখচিত একটি মুকুট এবং মিশক আম্বরসহ অজস্র হাদিয়া তোহ্ফা দিয়ে একটি পত্র লিপিবদ্ধ করে হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম এর উদ্দেশে প্রেরন করে জবাবের প্রতিক্ষায় রইল। এদিকে হুদহুদ পাখি দ্রুত হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম এর সকাশে উক্ত সংবাদ নিয়ে উপস্থিত হল।

তিনি এ সংবাদ শ্রবণ করে তৎক্ষনাৎ সোনা রূপার ইষ্টক তৈয়ার করার নির্দেশ দিলেন এবং দীর্ঘ নয় মাইল পর্যন্ত খোলা প্রান্তরে বিছিয়ে দেয়ার নির্দেশ

দিলেন। তিনি সোনা রূপা দ্বারা একটি প্রাসাদ নির্মাণ করলেন। তারপর জল ও স্থলের চিত্তাকর্ষক প্রাণীগুলোকে জিন্নাত তনয় তনয়ার সাথে বিশাল প্রান্তরের দুধারে দণ্ডায়মান করিয়ে দিলেন। অতঃপর যখন বিলকীসের দুত উপঢৌকন নিয়ে হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম এর দরবারে পৌছল, তখন তিনি দূতদেরকে বললেন তোমরা কি আমাকে অর্থ সম্পদ দ্বারা সাহায্য করতে চাও ? আমাকে মহান আল্লাহ্ যে সম্পদ দিয়েছেন তা তোমাদের প্রদেয় বস্তু হতে বহুগুনে শ্রেয় অথচ তোমরা তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে উৎফুল্ল বোধ করতেছ। তাই আমি তোমাদের প্রদত্ত উপহার সামগ্রী গ্রহণ করতে অপারগ। এগুলো ফেরত নিয়ে যাও এবং তোমরা তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে সুখে থাক। আর তাকে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে বল। আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে এমন এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসব যার মোকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই। তিনি আরো বললেন আমি অবশ্যই অপদস্থ্ করে তোমাদেরকে তথা হতে বিতাড়িত করব এবং তারা হবে অবনমিত। তাদের দাস দাসির জীবন যাপন করতে হবে।

দূতগণ হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম এর দরবার হতে ভীত বিহবল হয়ে প্রত্যাবর্তন করল। তারা হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম এর যুদ্ধ ঘোষণার কথা শুনিয়ে দিলে বিলকীস তার সম্প্রদায়কে বলল, পূর্বেও আমার এই ধারণাই ছিল যে, সুলায়মান জগতের সম্রাটদের ন্যায় কোন সম্রাট নন বরং তিনি আল্লাহর কাছ থেকে বিশেষ পদমর্যাদাও লাভ করেছেন। মহান আল্লাহর পয়গাম্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নামান্তর। এরূপ শক্তি সাহস আমাদের নেই। একথা বলে সে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম কারো উপর ন্যাস্ত করে স্বীয় অতি মূল্যবান রাজ সিংহাসন সাতটি প্রসাদের অভ্যন্তরে একটি সুরক্ষিত মহলে তালবদ্ধ করল এবং উহা রক্ষনা বেক্ষনের জন্য মুহাফিজ নিয়োগ করল। অতঃপর বিলকীস হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম এর দরবারে উপস্থিত হওয়ার প্রস্তুতি আরম্ভ করল। সে বার হাজার সেনাদক্ষকে সাথে নিল। যাদের প্রত্যেকের অধীনে এক লক্ষ করে সৈন্য ছিল। হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা'আলা এমন প্রতাপ দান করে ছিলেন যে, তাঁর দরবারে কেউ প্রথমে কথা বলার সাহস করত না। একদিন তিনি দূরে ধূলিকনা উড়তে দেখে উপস্থিত সভাসদদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন এটা কি ? তারা বলল হে আল্লাহর নবী, সম্রাজ্ঞী বিলকীস সদল বলে আগমন করেছেন। যখন রাণী বিলকীস হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামএর দরবার হতে তিন মাইল দুরে পৌছল তখন

তিনি দরবারে উপস্থিত জিন্নাত এবং ইনসানকে লক্ষ করে বললেন হে আমার পরিষদবর্গ! তারা আত্মসমর্পন করে আমার নিকট আসার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে বিলকীসের সিংহাসন আমার নিকট এনে দিবে ? তখন জনৈক জিন বলল আপনি আপনার স্থান হতে উঠার পূর্বে আমি তা এনে দিব এবং আমি একাজে ক্ষমতাবান ও বিশ্বস্ত। হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম বললেন আমার ইচ্ছা উহা তার চেয়েও দ্রুততম সময়ে আমার নিকট পৌছোক।

মোটকথা হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম এর তাড়াহুড়ার কথা শ্রবণ করে তাঁর দরবারস্থ তাঁর সাহচার্য প্রাপ্ত উযীর আসাফ ইবনে বারখিয়া যার তাওরাতের জ্ঞান ছিল সে বলল আপনি চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি উহা আপনার নিকট এনে দিব। তিনি ইসমে আযম জানতেন। ইসমে আযমের বৈশিষ্ট হল ইহা পাঠ করে যে দোয়াই করা হয় তা কবুল হয় এবং যা প্রার্থনা করা হয় তা পাওয়া যায়। সুতরাং তিনি ইসমে আযম পাঠ করে আল্লাহ তাআলার দরবারে প্রার্থনা করা মাত্রই সম্রাজ্ঞী বিলকীসের রাজ সিংহাসন সাতটি প্রসাদের অভ্যন্তরে সুরক্ষিত মহলে তালাবদ্ধ অবাস্থায় মুহাফিজদের অগোচরে শত-সহস্র মাইল দুর হতে হযরত মুসায়মান আলাইহিস সালাম এর দরবারে পৌছে গেল। যার দৈর্ঘ্য ছিল আশি গজ, প্রস্থ চল্লিশ গজ এবং উচ্চতা ছিল ত্রিশ গজ যা সোনা-রূপা দ্বারা নির্মিত ছিল এবং উহা মনিমুক্তা, রক্তিম ইয়াকুত প্রস্তর, সবুজ যবরযদ প্রস্তর ও যমরূদ প্রস্তর দ্বারা কারুকার্য খচিত ছিল। উহার খুটি গুলো রক্তিম ইয়াকুত ও সবুজ যমরযদ প্রস্তরের ছিল। অতঃপর হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম যখন তা নিজের সামনে রক্ষিত দেখলেন তখন বললেন এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরখ করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে নিজের কল্যাণার্থেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে জেনে রাখুক যে, আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত কৃপাশীল। অতঃপর হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম বললেন বিলকিসের সিংহাসনের আকার আকৃতি পরিবর্তন করে দাও। দেখি সে সঠিক বুঝতে পারে না সে বিভ্রান্তদের অন্তর্ভূক্ত। আর এর মাধ্যমে তার বুদ্ধিমত্তা ও ধীশক্তির মূল্যায়ন হয়ে যাবে।

অতঃপর যখন বিলকিস হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম এর রাজ দরবারে উপস্থিত হল তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল তোমার সিংহাসন কি এরূপই ? সে বলল মনে হয় এটা সেটাই। সে এমন ভাবে প্রশ্নের জবাব দিল যে,

যা একেবারে অস্বিকারও বুঝায় না আবার স্বীকারও বুঝায় না। বরং সে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেছে। তারপর সে বলল আমরা সকল বিষয় সম্পর্কে পূর্বেই অবগত হয়েছি এবং আমরা আত্মসমর্পন করেছি। অতঃপর হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম বিলকীসকে ঐ প্রসাদে প্রবেশ করতে বললেন যা বিলকীসের আগমন বার্তা শ্রবণ করে তিনি জিন্নাত দ্বারা নির্মাণ করেছিলেন। যার মেঝে স্বচ্ছ কাঁচমন্ডিত ছিল এবং উহার তলদেশে জলরাশিতে পরিপূর্ণ একটি হাউজ ছিল। ফলে দর্শক সংশয়ে পড়ে যেত এই ভেবে যে সে মেঝের উপর চলতেছে না জলরাশিতে পরিপূর্ণ হাউজে। সুতরাং যখন সে উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করল এবং ঐ প্রাসাদে প্রবেশের ইচ্ছা পোষণ করল তখন সে উহাকে জলরাশিতে পরিপূর্ণ জলাশয় মনে করল। তাই সে কাপড় ভিজে যাওয়ার ভয়ে তার পদদ্বয় অনাবৃত করে ফেলল। হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম বললেন এটা তো স্বচ্ছ স্ফটিক নির্মিত প্রাসাদ। পদযুগল অনাবৃত করার কোন প্রয়োজন নেই। তখন রাণী বিলকীস বলল হে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করেছি। আমি সুলায়মানের সহিত বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পন করলাম। অতঃপর সে মহান প্রভুর উপাসনায় আত্মনিয়োগ করল।

ইবনে আসাকির হযরত ইকরামা রাযিআল্লাহু আনহু এর সুত্রে বর্ণনা করেন যে, এরপর হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম এর সাথে বিলকীস পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ হয় এবং তাকে তার রাজত্বে বহাল রেখে ইয়ামেনে পাঠিয়ে দেয়া হয়। প্রতিমাসে হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম সেখানে গমন করতেন এবং তিনদিন অবস্থান করতেন। হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম বিলকীসের জন্যে ইয়ামনে তিনটি নজিরবিহীন ও অনুপম অট্টালিকা নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

- সূরা নমল

আল্লাহর এক অদ্ভুত সৃষ্টি

যখন কিয়ামতের সময় ঘনিয়ে আসবে তখন মহান রাব্বুল আলামীনের অশেষ কুদরতে পবিত্র মক্কা নগরীর সাফা পর্বত বিদির্ণ হয়ে একটি কিম্ভুতকিমাকার জীব বের হয়ে আসবে। যা সাধারণ প্রজনন প্রক্রিয়ার বাইরে ভুগর্ভ থেকে নির্গত হবে। যা দৈর্ঘ্যে ষাট হাত হবে, উহা চার পা বিশিষ্ট, গায়ে পশম, মুখভর্তি শ্মশ্রু এবং ডানা যুক্ত হবে। আর ঐ প্রাণীটি আরবী ভাষায়

মানুষের মত কথা বলবে। অতঃপর সে মস্তকের মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে মসজিদে হারামের কৃষ্ণ প্রস্তর ও মকামে ইবরাহীমের মাঝখানে পৌছে যাবে। মানুষ একে দেখা মাত্রই পলায়ন করতে থাকবে এবং একদল লোক সেখানেই থেকে যাবে। এই জন্তুটি তাদের মুখমণ্ডল উজ্জল করে দিবে। অতঃপর উহা সমগ্র বিশ্ব পরিভ্রমণ করবে। তার নিকটে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর ছড়ি এবং হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম এর আংটি থাকবে। সে প্রত্যেক মু'মিন ও কাফিরকে চিনবে এবং তার হস্তের ছড়ি দ্বারা মুমিনের ললাটে মু'মিনের শুভ্র চিহ্ন আর কাফিরের ললাটে তার আংটি দ্বারা কুফুরের কৃষ্ণ প্রতিক এঁকে দিবে। কেউ তার নাগালের বাইরে থাকতে পারবে না। -সূরা নমল

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ও ফিরাউন

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর পরিচিতি ঃ

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম বনী ইসরাঈল বংশভুত পয়গাম্বর ছিলেন। কয়েক পুরুষ ব্যবধানে তাঁর বংশধারা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এর সহিত মিলিত হয়। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এর উপাধি ছিল ইসরাঈল। তাই তাঁর পরবর্তী বংশধর ইতিহাসে বনী ইসরাইল নামে খ্যাতি লাভ করে।

ফেরাউনের পরিচিতি ঃ

ফেরাউন কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নয়। এটা তৎকালিন মিসর সম্রাটদের উপাধি। ফেরআউন শব্দের অর্থ সূর্যদেবতা। ফেরআউন উপাধিকারী সম্রাটরা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর জন্মের তিন হাজার বছর পূর্ব থেকে মিসর শাসন করে আসছিল। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের পূর্বে পারস্যরাজ সেকান্দর শাহের হাতে ফেরাউন উপাধিধারী মিসর সম্রাটদের যবনিকাপাত ঘটে। এ দীর্ঘ কালব্যাপী একত্রিশ জন ফেরাউন উপাধিধারী সম্রাট মিসর শাসন করেছে বলে ইতিহাসে পাওয়া যায়।

কথিত আছে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর যুগের ফেরআউন ও পরবর্তীকালে তার ভাবি মন্ত্রি হামান ভাগ্যান্বেষণে মিসরে আসে। পথিমধ্যে উভয়ের পরিচয় ঘটে। মিসরে এসে ফেরআউন এক ব্যক্তির খুরবুজা বিক্রির

দায়িত্ব নেয়। কিন্তু ব্যবসা তার পছন্দ হয়নি। তাই সে মিসরের রাজদরবারে গিয়ে জীবন বাঁচানোর জন্যে যে কোন ধরনের একটি কর্মপ্রাপ্তির আবেদন জানায়। মিসর রাজ তার সাথে আলোচনা সাপেক্ষে তাকে শহরের গোরোস্থানের দেখাশুনার দায়িত্ব প্রদান করে। সে বছর মিসরে প্লেগ মহামারী ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তাই দৈনিক অসংখ্য লাশ দাফনের উদ্দেশ্যে গোরস্থানে আনা হত। মানুষের এ মহাবিপদকে মোক্ষম সুযোগ হিসেবে লুফে নিয়ে ফেরাউন প্রত্যেক লাশ হতে এক স্বর্ণমুদ্রা করে ঘুষ নিতে শুরু করে। এভাবে সে অঢেল ধনরত্নের মালিক হয়ে যায়। এরপর কালক্রমে রাজা ও রাজ দরবারের সাথে তার গভীর সখ্যতা গড়ে উঠে। ইতিমধ্যে রাজার একজন মন্ত্রী মারা গেলে রাজা তাকে মন্ত্রীত্ব প্রদান করেন। আর তখন থেকেই তার মনে প্রভু হওয়ার কু-বাসনা জেগে উঠে। সে এ ব্যাপারে তার ভাবী প্রধানমন্ত্রী হামানের সাথে পরামর্শ করে। হামান তাকে ধীরে ধীরে দেশের সর্বসাধারণকে আয়ত্ব করার পরামর্শ দিল। এর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সে মিসর রাজার নিকট হতে জনগণের এক বৎসরের টেক্স মওকুফ করে দিল এবং সে টেক্স নিজের থেকে আদায় করে দিল। এভাবে পরপর আরো দুই বৎসরের টেক্স মওকুফ করিয়ে নিজে সর্বসাধারণের কাছে জনদরদী হিসাবে খ্যাতি লাভ করল। ইতিমধ্যে মিসরের তৎকালীন রাজার মৃত্যুর মধ্যদিয়ে তার ভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল। রাজার মৃত্যুর পর তার কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় জন সাধারণ ফেরাউনকে তাদের কল্যাণকামী ভেবে তাকেই রাজ সিংহাসনে বসিয়ে দিল। এভাবেই কালক্রমে অভিশপ্ত ফেরাউনের উত্থান ঘটে।

খোদায়ী দাবীর প্রাক প্রস্তুতি ঃ

ফেরাআউন কৌশলে মিসরের রাজ ক্ষমতায় সমাসিন হওয়ার পর তার খোদা দাবী করার প্রবল বাসনা জেগে উঠল। যাতে সমগ্র মিসরের মানুষ একমাত্র প্রভু জ্ঞানে তারই উপাসনা করে। তাই সে স্বীয় মনোবাসনা পুরণের জন্যে তার মন্ত্রী হামানের সহিত পরামর্শ করল। কুটবুদ্ধির অধিকারী হামান ফেরআউনের মনোবাসনা জানতে পেরে সমগ্র রাজ্যের ধর্মীয় শিক্ষাসহ সকল প্রকার শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়ার পরামর্শ দিল। ফলে ফেরআউন রাজ্যের সকল আলেম-উলামা ও গুরুজনদের সর্ব প্রকার শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়ার ফরমান জারি করল। এভাবেই একদিন মিসরের সকল মানুষ ইহলোকিক ও পরলৌকিক শিক্ষা হতে বঞ্চিত হয়ে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ ভাবে এক মুর্খ জাতিতে পরিণত হল। পরিবর্তিতে সময় সুযোগ মতো সে একদিন খোদা দাবী করে বসল এবং সকল মানুষকে তার উপাসনা করার নির্দেশ দিল। নির্দেশ পেয়ে

ফেরআউনের বংশগত কিবতীগণ তার পূজা-অর্চনা শুরু করে দিল। পক্ষান্তরে বনী ইসরাঈল বংশের লোকজন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর দীনের উপরেই অটল রইল। যার ফলে তাদের উপর নেমে এল ফেরআউনের পক্ষ হতে অত্যাচারের ষ্টীম রোলার, তাদের দ্বারা যতসব নিম্নমানের কাজ করানো হত। নামমাত্র শ্রমমুল্যে তাদের দিয়ে লাকড়ী চিড়া, মলমুত্র ও পশুর গোবর পরিস্কার করানো, ঝাড়ু দেয়া, পশুর ঘাস কাটা, বোঝা বহন করা সহ যাবতীয় হীন কাজ করাত। আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায় ছিল অভিশপ্ত ফেরআউন ও তার সম্প্রদায়কে জাহান্নামী করবেন। তাই সে চরম খোদাদ্রোহী হওয়া সত্যেও তিনি তাকে দীর্ঘ চারশত বৎসরের রোগমুক্ত দীর্ঘায়ু দান করেন।

ভীতিকর স্বপ্ন ঃ

ফেরআউন যখন খোদা দাবী করে নির্ভয়ে মিসরের রাজ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে নিরীহ বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের উপর নির্লজ্জের মতঅবিচার ও অত্যাচারের স্টিমরোলার চালাচ্ছিল। ঠিক এমন সময় কোন এক রজনীতে সে স্বপ্নে দেখল একটি ভয়ংকর অগ্নি শিখা সিরিয়ার দিক থেকে বের হয়ে মিসরের দিকে ধাবিত হতে লাগল। পরিশেষে সে অগ্নিশিখা মিসরের রাজধানীতে পতিত হয়ে রাজ প্রাসাদ ও কিবতী সম্প্রদায়ের সকল বাড়ীঘর পুড়ে ভস্ম করে দিল। পরিশেষে এ ভয়াবহ অনল রাজধানী অতিক্রম করে গাঁয়ে প্রবেশ করল এবং গাঁয়ের বাড়ীঘর গুলোকেও পুড়ে সমগ্র মিসরকে শ্মশানে রূপান্তরিত করল। ভীতিকর এ স্বপ্ন দর্শনে ফেরআউন একেবারে ঘাবড়ে গেল। রজনী প্রভাতে সে রাজ্যের সকল গনক, ঠাকুর, জ্যোতিষী এবং স্বপ্ন ব্যাখ্যাদাতাদেরকে রাজদরবারে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয়। রাজকীয় ঘোষণা শ্রবণ করে তারা দরবারে উপস্থিত হলে, ফেরআউন স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা করে তাদেরকে উহার ব্যাখ্যা প্রদানের নির্দেশ দেয় এবং ব্যার্থতায় কঠিন শাস্তি প্রদানের ঘোষণা শুনিয়ে স্থান ত্যাগ করে। অতঃপর সমবেত সকলে স্বপ্নের যথার্থ ব্যাখ্যা নির্ধারণ করতে নিজ নিজ শক্তি সাধ্য ও যোগ্যতা সর্বস্য ব্যয় করে সম্মিলিত ভাবে সিদ্ধান্তে উপনিত হল যে, বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ে এক শিশু জন্ম নিবে। আর এক সময় সে শিশুই ফেরআউনের রাজ ক্ষমতা ধ্বংস করবে এবং কিবতী সম্প্রদায়ের দাপটকে ভেঙ্গে চুর্ণবিচুর্ণ করে দিবে। অতঃপর ফেরআউনকে স্বপ্নের যথাযথ ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবগত করানো হল। সে স্বপ্ন ব্যাখ্যা শ্রবণ করে ভয়াবহ প্রমাদ গুনল। এরপর সে মন্ত্রী হামানের সাথে পরামর্শক্রমে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণকারী সকল পুত্র সন্তানকে হত্যা করে আশু বিপদ হতে বাঁচার জন্যে এক মারাত্মক হত্যাযজ্ঞে

লিপ্ত হল। ফলে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের উপর ফেরআউন ও তার সম্প্রদায় কর্তৃক নির্যাতনের এক গাঢ় অমানিশা নেমে এল। বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের মাঝে কোন পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করা মাত্রই তাকে ফেরআউনের লোকজন তার মাতা-পিতার চোখের সামনে নির্মম ভাবে হত্যা করত। ফলে পুত্রহারা জনক-জননীর হৃদয় বিদারক বুকফাটা কান্না আর আহাজারীতে বনী ইসরাঈল জনপদের আকাশ বাতাস ভারি হয়ে গেল। এভাবে অভিশপ্ত ফেরআউন স্বীয় রাজ ক্ষমতা বহাল রাখার জন্যে দীর্ঘকাল পর্যন্ত শত সহস্র নিরাপরাধ পুষ্পতুল্য নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করে এক বিভীষিকাময় পিরিস্থিতি সৃষ্টি করে রাখল।

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর জন্ম ঃ

একদিকে ফেরআউন স্বীয় মসনদ রক্ষার জন্যে হত্যার হুলিখেলায় মত্ত অপরদিকে মহান পরাক্ষমশালী রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে ফেরআউনকে ধ্বংসের জন্যে নির্ধারিত শিশু হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর জন্ম লগ্ন ঘনিয়ে এল। এমন সময় ফেরআউন কর্তৃক নির্ধারিত জ্যোতিষী ও গনক, ঠাকুরগণ তাকে জানাল, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে ধারণা হচ্ছে যে, অদ্য রজনীতে আপনি ও আপনার রাজত্ব ধ্বংসকারী সেই বনী ইসরাঈলী শিশু মাতৃগর্ভে পৌছবে। ফেরআউন জ্যোতিষী ও গনক, ঠাকুরদের কথায় অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল। এখন কি করা যায় তাই ভাবতে লাগল। পরিশেষে কুটবুদ্ধির অধিকারী হামানের পরামর্শে সেই রজনীতে বনী ইসরাঈল বংশভুত সকল নর-নারীকে স্বামী-স্ত্রীর সান্নিধ্য গ্রহণ থেকে নিষেধাজ্ঞা জারি করল। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর পিতা এমরান পূর্ব হতেই ফেরআউনের নৈকট্যপ্রাপ্ত ছিল। তাই ফেরআউন তাকে বনী ইসরাঈল রমনীদের পাহারাদারীতে নিযুক্ত করল। যাতে তারা স্বামীর সান্নিধ্য গ্রহণ না করতে পারে। কিন্তু মহান প্রভুর অভিপ্রায় ছিল ভিন্ন। অতএব তিনি একদিকে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর মাতার হৃদয়ে স্বামীর সংশ্রব গ্রহণের উম্মাদনা সৃষ্টি করে দিলেন অপরদিকে তাঁর পিতা ইমরানের মাঝেও স্ত্রীকে একান্তে পাওয়ার প্রবল আগ্রহ জাগিয়ে দিলেন। ফলে আল্লাহর অসীম কুদরতে সকল নিষেধাজ্ঞার অন্তরালে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম মাতৃগর্ভে গমন করলেন। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর মাতা নিজের মাঝে অনাগত আরেক সন্তানের আগমন সংকেত অনুভব করে মনে মনে খুবই শংকিত হয়ে পড়লেন। দিবস রজনীর পরিক্রমায় সন্তান প্রসবের সময় যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল তার শংকা ততই বৃদ্ধি পেতে লাগল। এ মুহুর্তে মহান আল্লাহ ওহী প্রেরণ করে তাকে সান্তনা প্রদান করলেন। হে মুসা জননী শংকিত

হয়ো না। আমি তোমার সন্তানকে সংরক্ষন করব। অতঃপর হযরত মুসা আলাইহিস সালাম নির্দিষ্ট সময়ে ভূমিষ্ট হন।

নীল নদে ভাসমান হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ঃ

পুত্র মুসা ভুমিষ্ট হওয়ার পর ফেরআউনের হত্যার ভয়ে তার জননী দিশেহারা হয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি মহান প্রভুর পক্ষ হতে ওহী পেয়ে একটি সিন্দুকে পুরে আপন পুত্রকে নীল নদের অথৈই জলরাশিতে ভাসিয়ে দিলেন। আর তিনি মুসা আলাইহিস সালাম এর ভগ্নিকে সেই সিন্দুকের প্রতি লক্ষ রাখতে বললেন। তার ভগ্নি দুর হতে নিজেকে আড়াল করে উক্ত সিন্দুকের প্রতি দৃষ্টি রেখে চললেন।

রাজ প্রসাদে শিশু মুসা আলাইহিস সালাম ঃ

"রাখে আল্লাহ মারে কে" যার ভয়ে ফেরআউন শত সহস্র নিস্পাপ নিরাপরাধ শিশুকে হত্যা করেছে অদ্য সেই শিশু তারই প্রাসাদে আশ্রয় পেল। সাগরের বুকে ভাসমান সেই সিন্দুকটি স্রোতের টানে ধীরে ধীরে এক সময় ফেরআউনের বাড়ীর ঘাটে গিয়ে পৌছল। অতঃপর তার স্ত্রী আসিয়া উক্ত সিন্দুকের ফুটফুটে শিশুকে দেখে মাতৃস্নেহে ব্যাকুল হয়ে গেল এবং ফেরআউনের কাছে এই সন্তানকে লালন পালনের জন্যে আকুতি পেশ করল। মহান প্রভু পবিত্র কুরআনে এভাবে বর্ণনা করেন যে, "আমার পক্ষ হতে তোমার প্রতি ভালবাসা ঢেলে দিলাম ফলে তোমার দর্শক মাত্রই তোমাকে স্নেহ করে।" ফেরআউন স্ত্রীর আবদার রক্ষার্থে সিন্দুকের সেই সন্তানকে লালন পালনের অনুমতি দিল।

মাতৃকোড়ে শিশু মুসা ঃ

বিবি আসিয়া অনেক চেষ্টা প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিশু মুসা আলাইহিস সালামকে নিষ্ঠুর নরাধম ফেরআউনের কবল হতে রক্ষা করলেন, কিন্তু এখন এ শিশুকে কার দুগ্ধ পান করাবেন এ নিয়ে তিনি মহাবিপাকে পড়লেন। তিনি শিশু মুসা আলাইহিস সালামকে দুগ্ধ পান করানোর জন্যে অসংখ্য রমনীকে একত্রিত করলেন কিন্তু শিশু মুসা আলাইহিস সালামকে কারো স্তনই মুখে নিচ্ছেন না। তাই তিনি অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। একথা ভেবে যে শিশুকে এখন বাঁচাবেন কিভাবে কিন্তু মহাপরাক্রমশালী প্রভুর অভিপ্রায় ছিল ভিন্ন। তিনি তো পূর্বেই হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে মাতৃকোড়ে ফিরিয়ে দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন। তাই তিনি অন্য সকল রমনীর দুগ্ধ তার জন্যে হারাম করে দিয়েছিলেন। পবিত্র কোরআনের ভাষায় "আমি ইতি পূর্বেই অন্য রমনীদের দুগ্ধ তার জন্যে অবৈধ করেছিলাম।" এদিকে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর

ভগ্নি অতি সঙ্গোপনে গিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত বলল আমি তোমাদেরকে এমন একজন রমনীর সন্ধান দিতে পারি যিনি এ শিশুটিকে হয়তবা দুগ্ধ খাওয়াতে পারবেন। অতঃপর যখন শিশু মুসা আলাইহিস সালাম এর জননীকে উপস্থিত করানো হল এবং তিনি শিশুকে কোড়ে নিয়ে মুখে স্তন প্রদান করলেন শিশুটি তৎক্ষনাৎ দুগ্ধ পান করতে লাগলেন। এভাবেই মহান আল্লাহ হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে মাতৃকোড়ে ফিরিয়ে দিলেন। তারপর মুসা জননীকে যখন আসিয়া ধাত্রী নিয়োগ করতে চাইলেন এবং রাজ প্রসাদে অবস্থান করে শিশুটিকে স্তন দানের প্রস্তাব দিলেন তখন তিনি স্বীয় সাংসারিক প্রয়োজনের কথা বলে আপন গৃহে অবস্থান করে দুগ্ধ পান করানোর শর্তারোপ করলেন। পরিশেষে তারা তার শর্ত সাপেক্ষে শিশুটিকে গৃহে নিয়ে দুগ্ধ পান করানোর অনুমতি দিল। আল্লাহ তাআলা বলেন " আমি এভাবে মুসাকে তার মাতৃকোড়ে ফিরিয়ে দিলাম যাতে তার চক্ষু শীতল হয় এবং তিনি চিন্তা মুক্ত থাকেন আর যাতে একথা বুঝতে সক্ষম হন যে, আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকার সত্য।"

ফেরাআউনের গৃহে গমন ঃ

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম দুগ্ধ পান করার সময়ে আপন জননীর কাছেই ছিলেন এবং তার জননী ফেরআউনের পক্ষ হতে দুগ্ধ পান করানোর বিনিময়ে ভাতা পেতে থাকেন। শিশু মুসা দুগ্ধ ছেড়ে দিলে ফেরআউন ও তার সহধর্মিনী আছিয়া তাঁকে পালকপুত্র রূপে নিজেদের কাছে নিয়ে যায়। তখন থেকে তিনি ফেরআউনের রাজদরবারে লালিত পালিত হতে থাকেন। এসময়ে একদা শিশু মুসা আলাইহিস সালামকে ফেরআউন কোলে নিয়ে আদর করতে লাগল। আর অমনি শিশু মুসা আলাইহিস সালাম ফেরআউনের দাড়ি ধরে তার কপোলে এক চপেটাঘাত করে বসেন। ফেরআউন তার এ অদ্ভুদ আচরণে হতভম্ব হয়ে গেল এবং বলতে লাগল মনে হয় এ শিশুই আমার রাজত্ব ধ্বংসকারী শিশু হবে। তাই সে রাগে ক্ষোভে তাঁকে হত্যা করতে উদ্ধত হয়। স্বামীর এ অনাকাংখিত অবস্থা দর্শনে সহধর্মিনী আসিয়া ভয়ে বিহবল হয়ে বললেন ঃ রাজাধিরাজ আপনি একজন অবুঝ শিশুর অপরাধ ধরবেন না। কারন সে তো এখনও ভাল-মন্দের পার্থক্য বোঝে না। আপনি ইচ্ছা করলে তাকে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। অতঃপর বিবি আছিয়া হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে পরীক্ষা করার জন্যে একটি পাত্রে জলন্ত অঙ্গার ও অপর একটি পাত্রে মনিমুক্তা এনে তার সামনে রেখে দিলেন। উদ্দেশ এই ছিল যে, সে অবুঝ শিশু, তাই শিশু সুলভ অভ্যাস অনুযায়ী সে জলন্ত অঙ্গারকে উজ্জল ও সুন্দর মনে করে তা ধরার

জন্যে হস্ত প্রসারিত করবে। কারণ মনিমুক্তার চাকচিক্য শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত হয় না। এতে ফেরআউন বোঝাতে সক্ষম হবে যে, সে যা করেছে তা অজ্ঞতা বশত করেছে। কিন্তু এখানে কোন সাধারণ শিশু ছিল না। বরং তিনি ছিলেন আল্লাহ তা'আলার ভাবী রাসূল যাঁর স্বভাব প্রকৃতি জন্মলগ্ন থেকেই অনন্য ছিল। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম অনলের চাকচিক্যময় অঙ্গার ধরার পরিবর্তে মনিমুক্তাকে ধরার জন্যে হস্ত প্রসারিত করলেন। কিন্তু মহান আল্লাহর নির্দেশে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম দ্রুত গমন করে মনিমুক্তার পাত্রের দিক হতে হস্ত সরিয়ে সে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের পাত্রে রেখে দিলেন। আর অমনি শিশু মুসা আলাইহিস সালাম প্রজ্জলিত অনল সহ জলন্ত অঙ্গার মুখে পুরে দিলেন। ফলে তার জিহবা পুড়ে গেল। এতে ফেরআউন বিশ্বাস করল যে, শিশু মুসা আলাইহিস সালাম এর ঐকর্ম উদ্দেশ প্রনোদিত নয়। বরং এটা ছিল নিতান্তই বালক সুলভ অজ্ঞতা বশত। আর এ ঘটনা থেকেই হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর জিহবায় এক প্রকার জড়তা সৃষ্টি হয়ে যায়। ফলে তিনি স্পষ্ট করে কথা বলতে পারতেন না।

এভাবেই হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ফেরআউনের গৃহে প্রতিপালিত হতে থাকেন। দিবস রজনির পরিক্রমায় তিনি যখন যৌবনে পদার্পন করেন তখন মহান প্রভু তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলেন। ফলে তিনি সত্য ধর্মের কিছু কথা মানুষকে শোনাতে লাগলেন। আর কিছু কিছু মানুষ তার কথায় অনুপ্রানিত হয়ে এক আল্লাহে বিশ্বাস স্থাপন করতে লাগল। ফেরআউন যখন হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর নতুন মিশনের কথা জানতে পারল তখন সে ক্ষোভে অভিমানে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল এবং তাকে গোপনে হত্যা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করল। কারণ সে ছিল তার সহধর্মিনী আছিয়ার অতিপ্রিয় পাত্র। কিন্তু সহধর্মিনী আছিয়ার বারংবার অনুরোধে সে তাঁকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকে। তবে তাঁকে শহর থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ জারি করে। এরপর হযরত মুসা আলাইহিস সালাম শহরের বাহিরে অন্যত্র বসবাস করতে থাকেন তবে মাঝে মাঝে অতি সঙ্গোপনে মিসর নগরীতে আগমন করতেন।

কিবতী হত্যা ঃ

ফেরাআউনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হযরত মুসা আলাইহিস সালাম পল্লী এলাকায়ই বসবাস করতেন। তবে তিনি কখনও কখনও গোয়েন্দাদের অগোচরে শহরে প্রবেশ করতেন। এমনিভাবে কোন একদিন তিনি দ্বিপ্রহরের সময় যখন জনসাধারন সাধারণত নিদ্রা মগ্ন থাকত তখন শহরে প্রবেশ করলেন। তিনি

প্রবেশ পথের অদুরেই দেখলেন দুই ব্যক্তি ঝগড়ায় লিপ্ত। একজন বনী ইসরাঈলী আর অপরজন কিবতী সম্প্রদায়ভূক্ত ফেরআউনের রাজকীয় পাঁচক। সে নিরীহ ইসরাঈলী ব্যক্তিকে ফেরআউনের রান্না ঘরের লাকড়ীর বোঝা নিয়ে যাওয়ার জন্যে চাপ দিতে লাগল। অসহায় বনী ইসরাঈলী এ অসহায়ত্বের মাঝে হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে দেখে হৃদয়ে সাহস সঞ্চার করে তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন তিনি বনী ইসরাঈলী ব্যক্তিকে ছেড়ে দিতে বললেন। এতে কিবতী লোকটি তাঁর উপর উল্টো চাপ প্রয়োগ করতে চাইল। অমনি হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ঐ কিবতী বংশীয় লোকটিকে মুষ্টিবদ্ধ করে এক ঘুষি মারলেন আর এতেই তার মৃত্যু হয়ে গেল। অনিচ্ছাকৃত ভাবে কিবতী লোকটির মৃত্যু ঘটে যাওয়ায় তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হলেন এবং তিনি বললেন এটা ইবলিশ শয়তানের কাজ। নিশ্চয় সে মানব জাতির প্রকাশ্য শত্রু, বিভ্রান্তকারী। অতঃপর তিনি মহান আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করলেন, ওহে আমার পালনকর্তা আমি তো নিজের উপর অন্যায় করে ফেলেছি। অতএব আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করলেন। অতঃপর তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে আর কখনও অপরাধীদের সাহায্য করবেন না। তারপর তিনি মিসর শহরে ভীত শংকিত অবস্থায় রজনী প্রভাত করলেন। সহসা তিনি অবলোকন করলেন, গতকল্য যে ব্যক্তি তার সাহায্য কামনা করে ছিল সে চীৎকার করে অদ্যও তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করছে। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম তাকে বললেন তুমি একজন প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট ব্যক্তি। অতঃপর তিনি যখন উভয়ের শত্রুকে শায়েস্তা করতে চাইলেন তখন সাহায্য প্রার্থনাকারী ব্যক্তি ভাবল হয়তবা হযরত মুসা আলাইহিস সালাম তার অভিযোগের কারণে তাকে শায়েস্তা করতে চাচ্ছেন তাই সে বলল গতকল্য তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে সে রকম আমাকেও কি হত্যা করতে চাও ? তুমি তো এ পৃথিবীতে স্বৈরাচারী হতে চাচ্ছ এবং সন্ধিস্থাপনকারী হতে চাও না। কিবতী সম্প্রদায়ভুক্ত লোকটি যখন ইসরাঈলী লোকের মুখে একথা শ্রবণ করল তখন সে অতি সহজেই বুঝে ফেলল যে গতকল্যের নিহত কিবতীর হন্তা মুসাই। তাই সে কাল বিলম্ব না করে তৎক্ষনাৎ ফেরআউনের নিকট গিয়ে গতকল্যের হত্যার বিবরণ ও উহার হন্তা হযরত মুসা আলাইহিস সালাম তা জানিয়ে দিল। সুতরাং ফেরাআউন কিবতীর মুখে হন্তার কথা শ্রবণ করে রাগে ক্ষোভে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল এবং তৎক্ষনাৎ রাজ জল্লাদদেরকে হযরত মুসা

আলাইহিস সালামকে পাকড়াও করে হত্যার নির্দেশ দিল। ফলে তারা তাঁকে পাকড়াও করার জন্যে রওয়ানা হয়ে গেল। এমন সময় কিবতী সম্প্রদায়ভূক্ত জনৈক মুসলমান শহরের একপ্রান্ত হতে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর কাছে দৌড়ে এল এবং বলল হে মুসা রাজ্যের পরিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে। সুতরাং তুমি শহর ছেড়ে পালিয়ে যাও। আমি তোমার একজন মঙ্গলকামী।

মাদইয়ান গমন ঃ

মিসর হতে আট মঞ্জিল দুরে অবস্থিত শাম দেশের একটি শহরের নাম মাদইয়ান। মাদইয়ান ইবনে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর নামনুসারে এর নামকরণ করা হয়েছে। আর এ অঞ্চল ফেরআউনের রাষ্ট্রের বাহিরে ছিল। আর মাদইয়ানে যেহেতু হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর বংশধরদের বসতি ছিল, তাই তিনি সেখানে হিজরত করার ইচ্ছা পোষণ করলেন, কারণ তিনিও তো এ বংশেরই অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। অতএব তিনি মিসর শহর হতে ভীত সন্ত্রস্ত ও সতর্ক অবস্থায় রেব হলেন এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে হৃদয়ের সবটুকু আকুতি দিয়ে প্রার্থনা করলেন যে হে আমার পালনকর্তা আমাকে জালেম সম্প্রদায়ের কবল হতে রক্ষা করুন।' হযরত মুসা আলাইহিস সালাম সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় মিসর থেকে বের হলেন। তখন তাঁর সাথে পাথেয় বলতে কিছুই ছিলনা এবং মাদইয়ান অভিমুখি রাস্তাও ছিল অপরিচিত। তদুপরি উহার দুরত্ব ছিল মিসর হতে সাতদিনের পথ। এহেন সংকটময় মুহূর্তে তিনি মহাপরাক্রমশালী প্রভুর প্রতি মনোনিবেশ করে বললেন আমি আশান্বিত আমার প্রতিপালক আমাকে সরল সহজ পথ দেখাবেন। আল্লাহ তা'আলা তার এ প্রার্থনা কবুল করলেন।

অতএব মহান প্রভু একজন ফিরিশ্তাকে মাদইয়ান শহরের দিকে তার পথ প্রদর্শনের জন্যে প্রেরণ করলেন। যার হস্তে একটি বর্শা ছিল। এই সফরে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর খাদ্য ছিল বৃক্ষপত্ররাজী। দীর্ঘ পথ মাড়িয়ে এক সপ্তাহ নিরলস ভ্রমণ করে যখন তিনি মাদইয়ানের উপকন্ঠে উপনিত হলেন তখন দেখলেন মাদইয়ানের কুপের ধারে একদল লোক তাদের জানোয়ারগুলোকে কুপ হতে পানি উঠিয়ে পান করাচ্ছে। আর তাদের পশ্চাতে দুজন রমনী স্বীয় জন্তুগুলোকে আগলিয়ে রাখছে। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন কি ব্যাপার তোমাদের কি হয়েছে ? তোমরা নিজেদের প্রাণী

গুলোকে পানি পান করাচ্ছনা কেন ? তারা জবাব দিল আমাদের অভ্যাস এই যে, আমরা পুরুষদের সাথে হুড়াহুড়ি থেকে আত্ম রক্ষার জন্য আমাদের প্রাণীগুলোকে আগলিয়ে রাখি এবং তারা চলে যাওয়ার পর আমরা বকরীগুলোকে পানি পান করাই। তারা সাথে সাথে এ কথাও জানাল যে, আমাদের পিতা একজন অতিশয় বৃদ্ধ মানুষ। তিনি একাজ করতে অক্ষম। তাই আমরা অপারগ হয়ে বকরীগুলোকে পানি পান করাই। অতএব হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ঐ রমনীদ্বয়ের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে পার্শবর্তী এক কুপের ভারি ঢাকনা সরিয়ে তাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে দিলেন। উল্লেখ্য যে উক্ত ঢাকনাটি সরাতে দশজন শক্তিশালী লোকের প্রয়োজন পড়ত। অতঃপর রমনীদ্বয় তাদের প্রাণীগুলোকে নিয়ে বাড়ীর দিকে রওয়ানা দিল। আর হযরত মুসা আলাইহিস সালাম সাতদিনের ক্লান্ত-ক্লিষ্ট অনাহারি দেহ খানা নিয়ে পার্শের এক বৃক্ষের ছায়ায় গমন করলেন এবং আল্লাহ তাআলার সামনে স্বীয় অভাব অভিযোগের কথা উল্লেখ করে বললেন হে আমার পালনকর্তা তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ অবতরণ করবে আমি উহার কাঙ্গাল।

হযরত শোয়ায়েব আলাইহিস সালাম এর গৃহে আশ্রয় লাভ ঃ

কন্যাদ্বয় নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই বাড়ী পৌঁছে গেলে বৃদ্ধ পিতা আল্লাহর নবী হযরত শোয়াইব আলাইহিস সালাম এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তখন কন্যাদ্বয় অপরিচিত এক ব্যক্তির হৃদ্যতার কথা উল্লেখ করে পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করল। হযরত শোয়ায়েব আলাইহিস সালাম দেখলেন লোকটি অনুগ্রহ করেছে, তাকে এর প্রতিদান দেয়া উচিত। তাই তিনি কন্যাদ্বয়ের একজনকে তাকে ডেকে আনার জন্যে প্রেরণ করলেন। বালিকাটি লজ্জা জড়িত পদক্ষেপে সেখানে পৌঁছল এবং লজ্জাজড়িত কণ্ঠে সে আস্তিন দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করে বলল আমার বাবা আপনাকে আমাদের জানেয়ারগুলোকে পানি পান করানোর পারিশ্রমিক দেয়ার জন্যে আমন্ত্রণ করেছেন। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম তার আমন্ত্রণ মঞ্জুর করলেন। কিন্তু মনে মনে পারিশ্রমিক না নেয়ার প্রতিজ্ঞা করলেন। অতঃপর বালিকাটি তাঁকে পথ দেখিয়ে আগে আগে বাড়ীর দিকে নিয়ে চলল। সহসা পথিমধ্যে এক ঝঞ্ঝাবায়ূ এসে বালিকাটির কাপড় ফেলে দিল। ফলে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর সামনে তার পায়ের গোড়ালীর কিছু অংশ উন্মুক্ত হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ তিনি তাকে বললেন তুমি আমার পশ্চাতে চলো এবং আমাকে রাস্তা বাতলে দিও। মেয়েটি তাই করল। আর এভাবেই এক সময় সে তাকে হযরত শোয়ায়েব আলাইহিস সালাম এর সামনে উপস্থিত করল। তখন তিনি

রাতের খাবার গ্রহনের জন্যে দস্তরখানে উপবেশন করে ছিলেন। তাই তিনি হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে খাবার গ্রহণ করতে বললেন। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম বিনিত ভাবে নিবেদন করলেন যে আপ্যায়ন যেন আমার পানি পান করানোর বিনিময়ে না হয়। কারণ আমি একজন আহলে-বাইত এর অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তি। তাই আমরা কোন কল্যাণকর কাজের বিনিময় গ্রহণ করিনা। তার একথা শ্রবণ করে হযরত শোয়াইব আলাইহিস সালাম বললেন আমার ও আমার পুর্ব পুরুষদের অভ্যাস হল মেহমানদারী করা এবং মানুষকে আপ্যায়ন করা। অতএব হযরত মুসা আলাইহিস সালাম খানা ভক্ষন করলেন এবং হযরত শোয়াইব আলাইহিস সালামকে তার অতীত কাহিনীর বর্ণনা শোনালেন। তিনি তার যাবতীয় কাহিনী শ্রবণ করে বললেন তুমি ভয় করোনা, মহান আল্লাহ তোমাকে অত্যাচারী ফেরআউনের কবল হতে মুক্ত করেছেন। এখানে ফেরআউনের কোন কতৃত্ব নেই।

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর বিবাহ ঃ

হযরত শোয়াইব আলাইহিস সালাম এর কন্যাদ্বয় হতে একজন তার পিতার নিকট আরজ করল, গৃহের কাজ কর্মের জন্যে আপনার একজন কর্মচারী প্রয়োজন। আপনি তাকে কর্মচারী নিয়োগ করুন। কারণ কর্মচারির মাঝে দুটি গুন থাকা আবশ্যক এক. কাজ করার প্রয়োজনীয় শক্তি-সামর্থ ও যোগ্যতা দুই. বিশ্বস্ততা। কুপের মুখ হতে ভারি প্রস্তর উঠিয়ে বকরী গুলোকে পানি পান করানো দ্বারা আমরা তার শক্তি-সামর্থ সম্পর্কে অবগত হয়েছি। কারণ ঐ পাথরটি উঠাতে দশজন শক্তি শালী লোকের প্রয়োজন হত। আর পথি মধ্যে আমাকে পশ্চাতে রেখে পথ চলা দ্বারা এবং যখন আমি তার সামনে গিয়েছি তখন সে তা অনুভব করে আর উপরের দিকে মাথা উঠায়নি ইহা অবলোকনে তার বিশ্বস্ততা ও সৎ চরিত্রের গুনাবলীর অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। হযরত শোয়াইব আলাইহিস সালাম এ বর্ণনা শ্রবণ করে তার সহিত স্বীয় কন্যাদ্বয় হতে একজনকে বিবাহ দেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলেন এবং বললেন আমি তোমার সহিত স্বীয় কন্যাদ্বয় হতে একজনকে বিবাহ দিতে চাই। তবে শর্ত হল তুমি আট বৎসর আমার বকরী চড়ানোর কাজ করবে আর যদি দশ বৎসর পূর্ণ কর তবে তা তোমার অভিপ্রায়। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ চাহেন তো তুমি আমাকে সৎকর্ম পরায়ণ পাবে।

অতঃপর হযরত মুসা আলাইহিস সালাম বললেন আমার ও আপনার মধ্যে এই চুক্তি স্থির হল। দু'টি মেয়াদের মধ্য থেকে যে কোন একটি পূর্ণ করলে

আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আমরা যে বিষয়ে চুক্তি করছি আল্লাহ্ তার সাক্ষী। অতঃপর হযরত শোয়াইব আলাইহিস সালাম তার কন্যাকে নির্দেশ দিলেন যে, হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে তার কাছে রক্ষিত পয়গাম্বরদের ছড়ি হতে একটি ছড়ি দেয়ার জন্যে। সে যখন লাঠি আনতে গেল তখন হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর লাঠি খানা নিয়ে এল যা তিনি বেহেশ্‌ত হতে এনে ছিলেন। তারপর হযরত মুসা আলাইহিস সালাম হযরত শোয়াইব আলাইহিস সালাম এর অবগতির পর উক্ত ছড়িটি গ্রহণ করলেন। এভাবেই তিনি বকরী পালনের চুক্তির মাধ্যমে হযরত শোয়াইব আলাইহিস সালাম এর কন্যা ছফুরাকে বিবাহ করে মাদইয়ানের জীবনের সূচনা করেন।

মাদইয়ান ত্যাগ ঃ

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম চুক্তি অনুযায়ী উচ্চ মেয়াদ অর্থাৎ দশ বৎসর পূর্ণ করেন তখন আপন শশুর হযরত শোয়াইব আলাইহিস সালাম এর নিকটে আবেদন করলেন যে, এখন আমি জননী ও ভগ্নির সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশে মিসর যেতে চাই। যদিও মিসর ত্যাগের প্রক্কালে ফেরআউনের সিপাহীরা তাঁকে গ্রেফতার ও হত্যার জন্যে খোঁজ করছিল, আর এ আশংকার কারণেই তিনি মিসর ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার ফলে এখন সে আশংকা অবশিষ্ট ছিল না। তাই হযরত শোয়াইব আলাইহিস সালাম তাঁকে সহধর্মিনী ছফুরা সহ কিছু অর্থকড়ি ও আসবাবপত্র দিয়ে বিদায় দিলেন।

অতঃপর হযরত মুসা আলাইহিস সালাম স্বীয় জীবন সঙ্গিনী ছফুরা ও তার গর্ভজাত দুই সন্তান এবং সাজ সরঞ্জাম নিয়ে মিসরের উদ্দেশে দশ বৎসরের মায়ার বাঁধনে গ্রথিত আপন শশুরালয় ত্যাগ করলেন। যাওয়ার প্রক্কালে বয়োবৃদ্ধ হযরত শোয়াইব আলাইহিস সালাম স্বীয় কন্যা ও জামাতার জন্যে প্রাণভরে বিধাতার দরবারে আর্শিবাদ করলেন। পথিমধ্যে শাম অঞ্জলের শাসকদের পক্ষ থেকে বিপদাশংকা ছিল, তাই হযরত মুসা আলাইহিস সালাম পরিচিত পথ বর্জন করে অখ্যাত দুরহ পথ অবলম্বন করলেন। তখন ছিল কনকনে শীতকাল। স্ত্রী ছফুরা ছিলেন অন্তঃসত্তা এবং তার প্রসবকাল ছিল নিকটবর্তী। দিবা রাত্রির যে কোন সময়ে তার সন্তান প্রসবের সম্ভাবনা ছিল। আর রাস্তাও ছিল অপরিচিত। এদিকে তিনি মরু অঞ্চলে পথ হারিয়ে তুর পর্বতের পশ্চিমে ও ডানদিকে চলে গেলেন। গভীর রজনী, চারদিকে গাঢ় অন্ধকার, কনকনে শীত, কুয়াশায় মাঠঘাট ঢাকা, বরফসিক্ত শীতল মাটি, জনমানবহীন প্রান্তর, কোথাও মনুষের টু শব্দটি পর্যন্ত নেই। এহেন দুর্যোগ মুহূর্তে সহধর্মিনী হযরত ছফুরা আলাইহিস সালাম

এর প্রসব ব্যাথা শুরু হয়ে গেল। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম শীতের কবল থেকে আত্ম রক্ষার জন্যে আগুন জ্বালাতে চাইলেন। তখনকার দিনে আজকের মত এত আধুনিক দিয়াশলাই এর প্রচলন ছিল না। তৎকালীন যুগের মানুষ চকমকি পাথর ব্যবহার করে আগুন জালাত। তারা দুটি পাথর নিয়ে একটিকে অপরটির সহিত ঘর্ষণ করত ফলে তৎক্ষনাৎ আগুন জ্বলে উঠত। তখন তারা তা দিয়ে স্বীয় চাহিদা মিটাত। তাই হযরত মুসা আলাইহিস সালাম শীতের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এই প্রক্রিয়ায় ব্যর্থ চেষ্টা করে নিস্ফল হলেন। আগুন জ্বালাতে পারলেন না। এ সংকটময় মুহূর্তে হতবুদ্ধি অবস্থার মধ্যেই তিনি অদুরে তুর পর্বতে জলন্ত আগুন অবলোকন করলেন। যদিও সেটা ছিল প্রকৃত পক্ষে মহা পরাক্রমশালী রব্বুল আলামীনের নূরের ঝলকানি। অতএব তিনি এ নিরাশার তিমির রজনীতে প্রবল আশায় বুক বেঁধে পরিবারবর্গকে বললেন তোমরা এখানেই অবস্থান কর। আমি অগ্নি অবলোকন করেছি। সম্ভবত আমি তোমাদের জন্যে তথা হতে কিছু জ্বলন্ত অঙ্গার আনতে পারব অথবা আগুনের কাছে কোন পথ প্রদর্শক ব্যক্তি পেতে পারি। যার কাছে থেকে পথের সন্ধান জানতে পারব।

নবুওয়াত লাভ ঃ

অতঃপর হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ধীর পদে তুর পর্বতের জলন্ত অনলের নিকট পৌছলেন। সেখানে গিয়ে তিনি একটি বিস্ময়কর দৃশ্য অবলোকন করলেন। তিনি দেখলেন যে একটি বিরাট অগ্নি যা একটি সতেজ সবুজ শ্যামল বৃক্ষের উপর দাউ দাউ করে জ্বলছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এর কারণে বৃক্ষের কোন ডাল পালা কিংবা পাতা পুড়ছেনা। বরং আগুনের কারণে বৃক্ষের সৌন্দর্য, সজীবতা ও ঔজ্জ্বল্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। যা প্রকৃত পক্ষে অতি রোমাঞ্চকর ও মনোমুগ্ধকর। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এই বিস্ময়কর দৃশ্য কিছুক্ষন পর্যন্ত অবলোকন করতে থাকলেন এবং এ অপেক্ষায় রইলেন, আগুনের কোন স্ফুলিঙ্গ বৃক্ষের তলদেশের মাটিতে পতিত হয় কি না। মাটিতে পড়লে তিনি তা তুলে নিয়ে প্রয়োজন মিটাতেন। দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করার পরও যখন তাঁর উদ্দেশ সিদ্ধ হল না তখন তিনি কিছু ঘাস ও খড়কুটা একত্রিত করে আগুনের কাছে ধরলেন। বলাবাহুল্য এতে আগুন লেগে গেলেও তাঁর উদ্দেশ সিদ্ধ হবে। কিন্তু এগুলো আগুনের সন্নিকটে নিতেই জলন্ত আগুন পশ্চাতে সরে গেল। কোন কোন বর্ণনামতে আগুন তার দিকে অগ্রসর হল। ফলে তিনি অস্থির হয়ে পিছনে সরে গেলেন। মোটকথা, তিনি যে উদ্দেশে আগমণ করে ছিলেন তা সিদ্ধ

হল না। তিনি এই অদ্ভুত অনলের প্রভাবে বিস্ময়াভিভূত হয়ে কিংকর্তব্য বিমুঢ় হয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যেই তিনি একটি অদৃশ্য আওয়াজ শ্রবণ করলেন। যার সারমর্ম ছিল এই যে বস্তুকে তুমি জ্বলন্ত আগুন মনে করছ তা প্রকৃত পক্ষে আগুন নয়, বরং তা আল্লাহ তা'আলার জ্যোতি। এতে বলা হয় আমিই তোমার পালনকর্তা। অতএব তুমি তোমার পাদুকাদ্বয় খুলে ফেল। তুমি পবিত্র উপত্যকা 'তুয়ায়' রয়েছ। আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। অতএব যা প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে, তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতে থাক। আমিই আল্লাহ আমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব আমার উপাসনা কর এবং আমার স্বরণার্থে নামায প্রতিষ্ঠা কর। কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, আমি তা গোপন রাখতে চাই যাতে প্রত্যেকেই স্বীয় কর্মানুযায়ী ফল লাভ করে। সুতরাং যে ব্যক্তি কিয়ামতে বিশ্বাস রাখে না এবং স্বীয় কুপ্রবৃত্তির অনুস্বরণ করে সে যেন তোমাকে তা থেকে নিবৃত না করে। নিবৃত্ত হলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।

মু'জেজা বা অলোকিক ঘটনা ঃ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর সহিত কিছু বিধান ও বিশ্বাসের কথা বলার পর তাঁর নবুওয়াতের বাহ্যিক প্রমান প্রদান করতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন হে মুসা তোমার ডান হতে ওটা কি ? হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এশ্ক ও মুহব্বত এবং পরিপূর্ণ আদবের প্রতি লক্ষ রেখে বললেন এটা আমার লাঠি, আমি এর উপর ভর দেই এবং এর দ্বারা আমার ছাগপালের জন্যে বৃক্ষপত্র ঝেড়ে ফেলি এবং আমি এর দ্বারা আরও অনেক কাজ নেই। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বললেন হে মুসা তুমি ওটা নিক্ষেপ কর। তিনি আল্লাহর নির্দেশে হাতের লাঠি নিক্ষেপ করলেন। অমনি তা সাপে পরিণত হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। যা দর্শনে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন এবং পশ্চাতে পলায়ন করতে উদ্যত হলেন। তৎক্ষনাৎ মহান রাব্বুল আলামীন বললেন হে মুসা তুমি উহা ধর এবং ভয় করো না, আমি এখনই উহাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিব। এ নির্দেশ শ্রবণ করে তিনি ভয়ে ভয়ে সেই অজগরের উপর হাত রাখলেন অমনি উহা পুনরায় লাঠির আকৃতি ধারণ করল। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাকে দ্বিতীয় মুজেজা দান করলেন এবং বললেন তোমার হাত বগলে রাখ, তা বের হয়ে আসবে নির্মল উজ্জল হয়ে অন্য এক নির্দশনরূপে কোন দোষ ছাড়াই। এটা এজেন্য যে, আমি আমার বিরাট নিশানাবলীর কিছু তোমাকে দেখাব।

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর প্রার্থনা ঃ

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে বললেন মিসরে ফেরআউনের নিকট যাও এবং তাকে একত্ববাদের প্রতি আহবান কর, কারণ সে অত্যন্ত উদ্ধত হয়ে গেছে। অবাধ্যতা ও পাপাচারে সীমা অতিক্রম করেছে। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম যখন খোদায়ী কালামের গৌরব অর্জন করলেন এবং নবুওয়াত ও রেসালাতের দায়িত্ব লাভ করলেন তখন নিজ সত্তা ও শক্তির উপর ভরসা ত্যাগ করে স্বয়ং আল্লাহ তাআলারই দারস্থ হলেন। কারণ তাঁরই সাহায্যে এই মহান পদের দায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর। একাজে যে সব বিপদাপদ ও বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হওয়া অপরিহার্য সেগুলো হাসিমুখে বরণ করার মনোবলও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পাওয়া যেতে পারে। তাই তিনি মহান বিধাতার দরবারে পাঁচটি বিষয়ে দোয়া করলেন। প্রথম দোয়া. হে পরওয়ারদিগার আমার বক্ষ প্রশস্ত ও উন্মোচন করে দিন এবং এতে এমন প্রশস্ততা দান করুন যেন নবুওয়াতের জ্ঞান বহন করার উপযোগী হয়ে যায়। আর ঈমানের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌছানোর ক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে যে কটু কথা শুনতে হয় তা সহ্য করার অনুকুল হয়ে যায়। দ্বিতীয় দোয়া. আমার কাজ সহজ করে দিন। কারণ কোন কাজ কঠিন হওয়া কিংবা সহজ হওয়া বাহ্যিক চেষ্টা-চরিত্রের অধীন নয়। এটাও আল্লাহ তাআলার দান তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে কারও জন্যে কঠিনতর ও গুরুতর কাজ সহজ করে দেন এবং তিনি ইচ্ছা করলে সহজতর কাজ কঠিন ও দুঃসাধ্য হয়ে যায়। তৃতীয় দোয়া. আমার জিহবার জড়তা দুর করে দিন, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে। চতুর্থ প্রার্থনা. আমার পরিবারবর্গ থেকে আমার একজন সাহায্যকারী উযীর নিয়োগ করে দিন। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম প্রথমে অনির্দিষ্ট ভাবে বলেছেন যে, উযীর আমার পরিবার ভূক্ত হওয়া চাই। অতঃপর নির্দিষ্ট করে বলেছেন যে, আমি যাকে উযীর হিসাবে পেতে চাই তিনি আমার ভাই হারূন, যাতে রেসালাতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে আমি তার কাছ থেকে শক্তি অর্জন করতে পারি। পঞ্চম প্রার্থনা. তাকে (হারূনকে) আমার কাজে অংশীদার করুন। যাতে আমরা বেশী করে আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি এবং অধিক পরিমাণে আপনাকে স্মরণ করতে পারি। আর আপনি তো আমাদের অবস্থা সবই অবলোকন করছেন।

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর পাঁচটি প্রার্থনা সমাপ্ত হলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এসব প্রার্থনা মঞ্জুর হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করে তিনি

বললেন হে মুসা তুমি যা কিছু চেয়েছ সবই তোমাকে প্রদান করা হল। বর্ণিত আছে হযরত হারুন আলাইহিস সালাম হযরত মুসা আলাইহিস সালাম থেকে তিন অথবা চার বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং তিন বছর পূর্বেই ইন্তেকাল করেন। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম যখন এই দোয়া করেন তখন তিনি মিসরে অবস্থান করছিলেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর প্রার্থনার ফলে তাকেও পয়গাম্বর মনোনীত করে দেন। ফিরিশ্‌তা মারফত তিনি মিসরেই এ সংবাদ প্রাপ্ত হন। হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে যখন মিসরের অহংকারী খোদা দাবিদার ফেরআউনকে একত্ববাদের প্রতি আহবান করার জন্যে প্রেরণ করা হয়, তখন হযরত হারুন আলাইহিস সালামকে মিসরের বাহিরে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্যে আদেশ দেয়া হয়। তিনি তাই করলেন।

মিসর গমন ঃ

তুর পর্বতে আল্লাহ তা'আলার সহিত সরাসরি কথোপকথন, নবওয়াত লাভ এবং নবুওয়াতের প্রমান স্বরূপ লাঠি সর্পে রূপান্তরিত হওয়া ও শুভ্র হস্তের মো'জেজা প্রাপ্ত হয়ে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম রজনীর আধার ভেদ করে সহধর্মিনী সন্তান ও সঙ্গীসাথীদের নিয়ে অত্যন্ত সঙ্গোপনে মিসরে প্রবেশের প্রধান প্রবেশ পথ বর্জন করে অখ্যাত পথে স্বগৃহে উপস্থিত হন। অতঃপর হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ও হযরত হারুন আলাইহিস সালাম পরামর্শ করে পরদিন প্রত্যুষে ফেরআউনের রাজ প্রাসাদে গিয়ে তাকে এক লা শরীক প্রভুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানাতে মনস্থ করলেন। কিন্তু তারা মনে মনে আতংকগ্রস্থ ছিলেন এই ভেবে যে না জানি ফেরআউন আমাদের উপর চড়াও হয় কিনা। তাই তারা বললেন হে আমাদের পালনকর্তা আমরা আশংকা করি যে, সে আমাদের উপর জুলুম করবে কিংবা উত্তেজিত হয়ে উঠবে। মহান আল্লাহ তাদের এ আশংকা বিদুরিত করার নিমিত্তে বললেন, তোমরা ভয় করোনা, আমি তোমাদের সাথে রয়েছি। আমি তোমাদের সব শ্রবণ করব ও অবলোকন করব। অতএব তোমরা তার কাছে যাও এবং বল আমরা উভয়েই তোমার পালনকর্তার প্রেরিত রাসূল। সুতরাং আমাদের সাথে বনী ইসরাঈলকে যেতে দাও এবং তাদেরকে নিপিড়ন করোনা। আমরা তোমার পালনকর্তার নিকট হতে নিদর্শন নিয়ে তোমার কাছে এসেছি। আর যে ব্যক্তি সৎপথ অনুস্বরণ করে তার প্রতি শান্তি। আমরা প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হয়েছি যে ব্যক্তি মিথ্যারোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয় তার জান্যে শাস্তি নির্ধারিত।

ফেরআউনের দরবারে গমন ঃ

অতঃপর হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ও হযরত হারুন আলাইহি-

সালাম উভয়ে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী পরদিন ফেরআউনের দরবারে উপস্থিত হয়ে অতি নম্রভাষায় ফেরআউনকে ঈমানের দাওয়াত সহ বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়কে অর্থনৈতিক দুর্গতি থেকে মুক্তি দেয়ারও আহবান জানান। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর মুখে এ নতুন ধর্মের আহবান শ্রবণ করে ফেরআউন বলল, আমরা কি তোমাকে শিশু অবস্থায় আমাদের মাঝে প্রতিপালন করিনি ? আর তুমি তো আমাদের মধ্যে তোমার জীবনের বহু বৎসর কাটিয়েছ। তুমি তো সেই ব্যক্তি- তুমি অপরাধ যা করবার তা করেছ। তুমি হলে অকৃতজ্ঞ। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম বললেন আমি সে অপরাধ তখন করেছি যখন আমি পথ প্রাপ্ত ছিলাম না। অতঃপর আমি ভীত হয়ে তোমাদের কাছ থেকে পলায়ন করলাম। তৎপর আমার প্রতিপালক আমাকে জ্ঞান প্রদান করলেন এবং আমাকে তাঁর রাসূল হিসেবে মনোনীত করেছেন। আর আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা বলেছ তা উপহাস ছাড়া আর কিছুই নয়, কারণ তুমি আমার স্বজাতি বনী ইসরাঈলকে কৃতদাস বানিয়ে রেখেছ এবং শত সহস্র নিরাপরাধ শিশুকে মাতৃকোড়ে হত্যা করেছ।

ফেরআউন হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর যুক্তি সঙ্গত কথার কোন সদউত্তর দিতে ব্যর্থ হয়ে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে জিজ্ঞেস করল বিশ্ব জগতের পালনকর্তা আবার কে ? হযরত মুসা আলাইহিস সালাম বললেন তিনি নভোমণ্ডল, ভুমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর পালনকর্তা যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও। ফেরআউন তার পরিষদবর্গকে বলল তোমরা শ্রবণ করছ তো! হযরত মুসা আলাইহিস সালাম আরো বললেন তিনি তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরও পালনকর্তা। এবার ফেরআউন বলল তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রাসূল নিশ্চয়ই বদ্ধ পাগল। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম বললেন তিনি উদয়াচল, অস্তাচল এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর মালিক। আর যিনি প্রত্যেক বস্তুকে দান করেছেন তার যোগ্য আকৃতি, অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন। ফেরআউন বলল তবে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কি? হযরত মুসা আলাইহিস সালাম বললেন তাদের খবর আমার পালনকর্তার নিকট লিখিত রয়েছে। আমার প্রতিপালক ভুল করেন না এবং বিস্মৃতও হন না। তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে শয্যা করেছেন এবং তাতে চলার পথ করেছেন। আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তা দ্বারা রকমারি উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর বক্তব্য শেষ হলে ফেরআউন বলল তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর তাবে আমি অবশ্যই তোমাকে

কারাগারে আবদ্ধ করব। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম বললেন আমি যদি তোমার নিকট কোন স্পষ্ট নির্দশন আনয়ন করি তবুও ? ফেরআউন বলল তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে উহা উপস্থিত কর। অতঃপর হযরত মুসা আলাইহিস সালাম স্বীয় হস্তের লাঠি নিক্ষেপ করলেন, অমনি উহা সুস্পষ্ট অজগর হয়ে গেল। তারপর তিনি বগলের নীচে হাত রেখে তা বের করলেন তৎক্ষনাত তা দর্শকদের দৃষ্টিতে সু-শুভ্র উজ্জল প্রতিভাত হল। এতদ দর্শনে ফেরআউন তার পরিষদবর্গকে বলল নিশ্চয়ই সে একজন সুদক্ষ জাদুকর। সে তোমাদেরকে তার জাদুবলে তোমাদের দেশ হতে বহিস্কার করতে চায়। এখন তোমরা কী করবে বল ? অতঃপর ফেরআউন হযরত মুসা আলাইহিস সালাম কে লক্ষ করে বলল, হে মুসা তুমি কি যাদুর জোরে আমাদেরকে দেশ হতে বহিস্কার করার জন্যে আগমন করেছ ? অতএব আমরা তোমার মোকাবালায় তোমার অনুরূপ যাদু উপস্থিত করব। সুতরাং আমাদের ও তোমার মধ্যে একটি সমতল প্রান্তরে নির্দিষ্ট দিন ধার্য কর, যার ব্যতিক্রম আমরাও করব না এবং তুমিও করবে না।

অলৌকিক নিদর্শন বা মু'জেযা উপস্থাপন ঃ

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম অনেক চিন্তা ভাবনা করে ফেরআউন বংশীয়দের উৎসবের দিন এ প্রতিযোগিতার দিন নির্ধারণ করলেন। যাতে আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সহ ছোট-বড় সকল শ্রেণীর লোকজন উক্ত সমাবেশে সমবেত হতে পারে। আর তিনি সময় নির্ধারণ করলেন পূর্বাহ্ন, যাতে এ সময়ে সবাই আপন আপন কাজ সমাধা করে অতি সহজে ময়দানে উপস্থিত হতে পারে। অতঃপর ফেরআউন শহরময় ঢোল পিটিয়ে সকল যাদুকরকে তার রাজদরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্যে নির্দেশ দিল। যখন যাদুকররা ফেরআউনের রাজদরবারে সমবেত হল তখন তারা তাকে বলল যদি আমরা বিজয়ী হয়, তবে আমরা পুরস্কার পাব তো ? ফেরআউন বলল হ্যাঁ, অবশ্যই তোমরা পুরষ্কারে ভূষিত হবে এবং তখন তোমরা আমার নৈকট্যশীলদের অন্তর্ভূক্ত হবে।

এদিকে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এ সকল জাদুকরের নিকট আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের আহবান নিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি তাদেরকে বললেন তোমরা মহান প্রভুর উপর মিথ্যা আরোপ করোনা এবং জাদুর মাধ্যমে জনসাধারণকে প্রতারিত করোনা। অন্যথায় মহান রাব্বুল আলামীন তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন। তাঁর এ আহবানে তাদের মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। কতকে বলল তিনি মনে হয় বাস্তবিকই আল্লাহর প্রেরিত রাসূল আবার কতকে বিরূপ মন্তব্য করল। পরিশেষে তারা তাঁর প্রতিদ্বন্দিতা করার ব্যাপারেই ঐক্যমত

হল। অতঃপর নির্ধারিত দিন উপস্থিত হলে সকল জাদুগরকে নির্দিষ্ট প্রান্তরে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হল। অপরদিকে ফেরআউন তার সভাসদদেরকে নিয়ে ময়দানের এক পার্শে বিশাল জামজমকপূর্ণ মঞ্চ তৈয়ার করে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ অনুষ্ঠান উপভোগ করার জন্যে আসন গ্রহণ করল। আর সমগ্র ময়দান জনস্রোতের ফলে লোকে লোকারন্য হয়ে গেল। এ লক্ষ জনতার মাঝে আল্লাহ তা'আলার অকোতভয় সৈনিক হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ও হযরত হারুন আলাইহিস সালাম সম্পূর্ণ নির্ভিক। তাদের চেহারায় ভীতির চিহ্নটুকু পর্যন্ত নেই। বরং তাদের অবয়বে মহাবিজয়ের আভা শোভা পাচ্ছে। কিন্তু অহংকারী ফেরআউন তার দাম্ভিক পরিষদবর্গ এবং মিসরবাসী তা অনুধাবন করতে অক্ষম।

অতঃপর যাদুকররা তাদের ভ্রুক্ষেপহীনতা প্রকাশ করার জন্যে হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে বলল প্রথমে আপনি ছড়ি নিক্ষেপ করে নিজের কলা কৌশল প্রদর্শন করবেন না আমরা আমাদের হস্তের ছড়িও রশি নিক্ষেপ করব, হযরত মুসা আলাইহিস সালাম জবাব দিলেন প্রথমে আপনারাই নিক্ষেপ করুন এবং যাদুর লীলা প্রদর্শন করুন। যাদুকররা তাঁর কথা অনুযায়ী তাদের কাজ শুরু করে দিল এবং বলল ফেরআউনের ইজ্জতের শপথ আমরা বিজয়ী হব। তাদের বিপুল সংখ্যক লাঠি ও রশি (যার সংখ্যা ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার) একযোগে মাটিতে নিক্ষেপ করল। তাদের যাদুর প্রভাবে হঠাৎ সবগুলো লাঠি ও রশি দৃশ্যত সাপে রূপান্তরিত হয়ে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করতে লাগল। এ পরিস্থিতি অবলোকন করে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর কিছুটা ভীতির সঞ্চার হল এ আশংকায় যে, এই বিরাট সমাবেশে যদি যাদুকররা বিজয়ী হয়, তবে নবুওয়াতের দাওয়াতের উদ্দেশ পূর্ণ হবে না। মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর মনের এগতি অনুভব করে বললেন হে মুসা ভয় করোনা, তুমিই বিজয়ী হবে। তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ কর। তাদের যাদুর কোন মূল্য নেই। এটা তাদের সর্পগুলোকে গ্রাস করে ফেলবে। তারা যা করেছে তা তো কেবল মাত্র যাদুর কলাকৌশল। যাদুকর যেখানেই থাকুক সফল হবে না। সেমতে তাই হল। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করতেই তা একটা বিরাট অজগর সাপে রূপান্তরিত হয়ে যাদুর সাপগুলোকে গিলে ফেলল।

যাদুকরদের ইসলাম গ্রহণ ঃ

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর লাঠি যখন অজগর হয়ে তাদের কাল্পনিক সাপগুলোকে গ্রাস করে ফেলল, তখন যাদু বিদ্যা বিশেষজ্ঞদের বুঝতে বাকী রইল না যে, একাজ যাদুর জোরে হতে পারে না। বরং এটা নিঃসন্দেহে

খোদা প্রদত্ত মু'জেজা বা অলৌকিক বস্তু, যা একান্তভাবে আল্লাহ তাআলার কুদরতের বহির্প্রকাশ। তাই তারা মৃত্তিকায় সেজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং ঘোষণা করল আমরা মুসা ও হারুনের রবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। আল্লাহ তাআলা যখন এই বিরাট সমাবেশের সামনে ফেরআউনকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করলেন তখন সে হতভম্ব হয়ে প্রথমে যাদুকরদের বলতে লাগল আমার অনুমতি ব্যাতিরেকে তোমরা কিরূপে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে? দেখছি সেই তোমাদের প্রধান। সে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে, তোমরা সবাই তার শিষ্য। অতএব আমি অবশ্যই তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক থেকে কর্তন করব অর্থাৎ ডান হস্ত এবং বাম পা কর্তন করা হবে। অতঃপর তোমাদেরকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে শুলে চড়ানো হবে। ক্ষুধা ও পিপাসায় মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত তোমরা ঝুলে থাকবে। তখন তোমরা নিশ্চিত রূপেই জানতে পারবে আমাদের মধ্য হতে কার শাস্তি কঠোরতর এবং দীর্ঘ স্থায়ী। যাদুকররা ফেরআউনের কঠোর হুমকি ও শাস্তির ঘোষণা শুনে ঈমানের ব্যাপারে এতটুকুও বিচলিত হলনা। বরং তারা বলল, আমাদের নিকট যে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে তার উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপর আমরা কিছুতেই তোমাকে প্রাধান্য দিতে পারি না। অতএব তুমি যা ইচ্ছা করতে পার। তুমি আমাদেরকে শাস্তি প্রদান করলেও তা এই ক্ষনস্থায়ী পার্থিব জীবন পর্যন্তই হবে। মৃত্যুর পর আমাদের উপর তোমার কোন অধিকার থাকবে না। আমরা আমাদের পালনকর্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি যাতে তিনি আমাদের পাপ এবং তুমি আমাদেরকে যে যাদু করতে বাধ্য করেছ, তা মার্জনা করেন। আল্লাহ শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী।

ফেরআউন কর্তৃক প্রাসাদ নির্মাণ ঃ

ফেরআউন প্রথমবারের মত হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর কাছে পরাজিত হয়ে অপমান ও লাঞ্ছনায় প্রমাদ গুনতে লাগল। অপরদিকে তারই সম্মুখে তারই আনুগত্য স্বীকারকারী সত্তর হাজার যাদুকর তার খোদায়ীত্বকে অস্বীকার করে মুসা আলাইহিস সালাম এর রবকে স্রষ্টা এবং উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করায় সে এক রকম অবরুদ্ধ হয়ে গেল। পরিশেষে অনেক ভেবে চিন্তে মহান রাব্বুল আলামীনের সাথে পাল্লা দেয়ার জন্যে তার কুটবুদ্ধিদাতা মন্ত্রী হামানকে বলল হে হামান তুমি ইট পোড়াও, অতঃপর আমার জন্যে একটি প্রাসাদ নির্মাণ কর, যাতে আমি মুসার প্রভুকে উঁকি দিয়ে দেখতে পারি। যেহেতু কাঁচা ইটদিয়ে সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ সম্ভব নয় তাই ফেরআউনের নির্দেশমত হামান ইট পোড়াল। তারপর উক্ত প্রাসাদ নির্মাণের জন্যে সে পঞ্চাশ হাজার

রাজমিস্ত্রী যোগাড় করল। শ্রমিক, কাঠমিস্ত্রী ও কর্মকারের সংখ্যা অসংখ্য ছিল। দীর্ঘদিনের শ্রমে প্রাসাদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে প্রাসাদটিকে ধ্বংস করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি এতে এমন জোরে আঘাত করলেন যে উহা আঘাতের কারণে ত্রিখণ্ডিত হয়ে ভূমিস্যাৎ হয়ে গেল। ফলে ফেরআউনের হাজারো সিপাহী এর নীচে চাপা পড়ে প্রাণ ত্যাগ করল।

মিসর ত্যাগ ঃ

যখন সত্য ও মিথ্যা, মু'জেযা ও যাদুর চুড়ান্ত লড়াই ফেরআউন ও ফেরআউন বংশীয়দের কোমর ভেঙ্গে দিল এবং হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ও হযরত হারুন আলাইহিস সালাম এর নেতৃত্বে গোটা বনী ইসরাঈল ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেল। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সেখান থেকে হিজরত করার নির্দেশ দিলেন। অতএব হযরত মুসা আলাইহিস সালাম হিজরতের সকল প্রস্তুতি চুড়ান্ত করে মহান প্রভুর নির্দেশে কোন এক রজনীর সূচণাভাগে বনী-ইসরাঈলকে নিয়ে মিসর থেকে ভূমধ্যসাগরের দিকে রওয়ানা হলেন। বনী- ইসরাঈল ইতিপূর্বে শহরবাসীদের মধ্যে প্রচার করে দিয়েছিল যে, তারা ঈদ উৎসব পালন করার জন্যে বাইরে যাবে। এই বাহানায় তারা ঈদের পরে ফেরৎ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কিবতীদের কাছ থেকে কিছু অলংকর পত্র ধার করে নেয়। বনী ইসরাঈলের সংখ্যা তখন ছয় লক্ষ সত্তর হাজার ছিল। তাদের বারটি গোত্র ছিল। এদিকে ফেরআউন তাদের মিসর ত্যাগের সংবাদ অবগত হয়ে সৈন্য বাহিনীকে একত্রিত করল। তাদের মধ্যে সত্তর হাজার কৃষ্ণবর্ণের অশ্ব ছিল এবং অগ্রবর্তী বাহিনীতে সাত লক্ষ সওয়ার ছিল। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ও বনী ইসরাঈলদের শায়েস্তা করার জন্যে স্বয়ং ফেরআউন এ বিশাল বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করল।

পশ্চাদ্দিক থেকে পঙ্গ পালের ন্যায় আগত সৈন্যদের এই সয়লাব এবং সম্মুখে ভূমধ্যসাগর দেখে বনী ইসরাঈল ঘাবড়ে গেল এবং সমগ্র বনী ইসরাঈল চিৎকার করে উঠল। হায়, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম! আর ধরা পড়ার মধ্যে সন্দেহ ও দেরীই বা কি ছিল, পশ্চাতে আগমনকারী সেনাবাহিনীর সয়লাব এবং সম্মুখে ভুমধ্যসাগরের অন্তরায়। আর এই পরিস্থিতি হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এরও অগোচরে ছিল না। কিন্তু তিনি তখনও দৃঢ়তার হিমালয় হয়ে আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি যেন উদ্ধারের পথ চোখে অবলোকন করে যাচ্ছিলেন। তাঁর চোখে মুখে ভয়ভীতির চিহ্নমাত্র ছিল না। তিনি বনী ইসরাঈলের মনোবলকে চাঙ্গা করার জন্যে সজোরে দৃঢ়তার সহিত

বললেন, আমরা কিছুতেই ধরা পড়তে পারি না। আমার সাথে আমাদের প্রভু রয়েছেন। তিনি আমাদের পথ দেখাবেন।

ভুমধ্যসাগরের তীরে ঃ

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম লক্ষ লক্ষ বনী ইসরাঈলকে নিয়ে যখন ভুমধ্যসাগরের তীরে উপনিত হলেন তখন ফেরআউন তার বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদেরকে পাকড়াও করার অভিপ্রায় নিয়ে দুর্বারগতিতে অগ্রসর হচ্ছিল। বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় চিৎকার করে বলতে লাগল এই বুঝি আমাদের ধরে ফেলল, এখন আর বাঁচার কোন পথ নেই। এই মুহূর্তে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে ভূমধ্যসাগরের প্রবাহমান অথৈ জলরাশিতে হাতের লাঠি দ্বারা আঘাত করলেন। তৎক্ষনাৎ সমুদ্রের প্রবাহ স্তব্ধ হয়ে বারটি শুষ্ক রাস্তা তৈরী হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বত সদৃশ্য হয়ে দাড়িয়ে রইল। তিনি বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়কে নিয়ে সাগরের অভ্যন্তরের পথে অবতরণ করলে মহান আল্লাহর কুদরতে রাস্তাগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে পর্বতসম দণ্ডায়মান পানি স্বচ্ছ স্ফটিকের ন্যায় হয়ে যায়। ফলে তারা এক গোত্র অন্য গোত্রের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করতে সক্ষম হয় এবং তারা একে অপরের সঙ্গে বাক্যালাপ করতেও সক্ষম হয়। অতএব তারা নির্ভিগ্নে ভূমধ্যসাগর পার হয়ে অপর প্রান্তে পারি জমায়। ফেরআউন ও তার সৈন্য বাহিনী সেখানে পৌছে এই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে গেল যে, সমুদ্রের বুকে এই শুষ্ক রাস্তা কিভাবে তৈরী হয়ে গেল। কিন্তু ফেরআউন স্বগর্বে সৈন্যদেরকে বলল এগুলো সবই আমার প্রতিপত্তির লীলা। এ কারণে সমুদ্রের প্রবাহ স্তব্ধ হয়ে রাস্তা তৈরী হয়ে গেছে। একথা বলে সে তৎক্ষনাৎ সামনে অগ্রসর হয়ে নিজের ঘোড়া সমুদ্রের পথে চালিয়ে দিল এবং গোটা বাহিনীকে পশ্চাতে আসার আদেশ দিল। যখন ফেরআউন তার সৈন্যবাহিনীসহ সামুদ্রিক পথের মধ্যখানে এসে গেল এবং একটি লোকও তীরে রইল না, আর অপরদিকে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম তার অনুস্বারীদের নিয়ে তীরে উঠল ঠিক এই মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা সমুদ্রকে প্রবাহিত হওয়ার আদেশ দিলেন, তৎক্ষনাৎ সমুদ্রের সকল অংশ পরস্পর মিলিত হয়ে গেল। ফলে ফেরআউন ও তার সৈন্য বাহিনী চিরদিনের জন্যে সাগরের অতল গহবরে হারিয়ে গেল।

জাবালে ফেরআউন ঃ

যখন ফেরআউন তার বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে ভূমধ্যসাগরের তলদেশে নিমজ্জিত হয়ে গেল তখন সে নিশ্চিত মৃত্যু জেনে এবং পরিত্রানের সকল পথ রুদ্ধ দেখে বলে উঠল আমি ঈমান আনলাম ঐ সত্তার উপর যার উপর বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আর আমি তাঁরই আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভূক্ত। ফেরআউন মহান প্রভূর দরবারে গৃহিত হওয়ার আশায় বারংবার ঈমান গ্রহণের কথা বলতে লাগল। এমন মুহূর্তে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম সাগরের তলদেশ হতে কৃষ্ণ কুৎসিত একমুষ্ঠি মাটি তার মুখে নিক্ষেপ করল। এই আশংকায় যে, নাজানি মহান প্রভুকে রহমতে পেয়ে বসে কি না। কিন্তু দুরাচার নাফরমানের ঈমান আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয় নি।

বরং মহান আল্লাহ ইরশাদ করলেন-

কি এতক্ষনে ঈমান এনেছ অথচ ঈমান আনার ও ইসলাম গ্রহণের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তখন তুমি ছিলে নাফরমান এবং পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভূক্ত। অপরদিকে বনী ইসরাঈলরা সাগর পাড়ি দেবার পর হযরত মুসা আলাইহিস সালাম যখন তাদেরকে ফেরআউন সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে বলে সংবাদ দেন তখনও বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় ফেরআউনের ব্যাপারে এতই ভীত সন্ত্রস্ত ছিল যে, তারা তা অস্বীকার করতে লাগল এবং বলতে লাগল যে, ফেরআউন ধ্বংস হয়নি। আল্লাহ তা'আলা তাদের সঠিক ব্যাপার প্রদর্শন এবং অন্যান্যদের শিক্ষা লাভের উদ্দেশে একটি মউজের মাধ্যমে তার মৃতদেহটি তীরে এনে ফেলে রাখলেন। যা সবাই প্রত্যক্ষ করল। তাতে তার ধ্বংসের ব্যাপারে তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস এল এবং তার মৃতদেহ সবার জন্যে নিদর্শন হয়ে রইল। যেখানে ফেরআউনের মৃত দেহটি সাগরের ঢেউয়ে এনে ফেলে ছিল আজও সে স্থানটি জেবালে ফেরআউন নামে পরিচিত। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এ বিষয়টি এভাবে বিবৃত করেছেন "অদ্য আমি তোমার দেহটি রক্ষা করব যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্যে নিদর্শন হতে পার। অবশ্যই মানুষের মধ্যে অনেকে আমার নিদর্শন সম্বন্ধে উদাসীন।" উল্লেখ্য যে, গত কয়েক বৎসর পূর্বে ফেরআউনের মৃত দেহ থিবিসের একটি পিরামিড হতে উদ্ধার করা হয়। বর্তমানে উহা সর্বসাধারণের দেখার জন্যে কায়রোর জাতীয় জাদুঘরে রক্ষিত আছে।

প্রতিমা পুজার আবেদন ঃ

হযরত মুসা আলাইহিস সালামএর মু'জেজার মাধ্যমে মহান প্রভুর অশেষ কৃপায় যখন বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় ভুমধ্যসাগর পারি দিয়ে অপর প্রান্তে পৌছল এবং গোটা ফেরআউন সম্প্রদায়কে সাগরের অথৈ পানিতে হাবুডুবু খেয়ে মৃত্যু বরণ করার দৃশ্য স্বচক্ষে অবলোকন করে সামনে অগ্রসর হল তখন তারা এমন এক মানব গোষ্ঠীর এলাকা দিয়ে অতিক্রম করল যারা বিভিন্ন প্রতিমা পুজায় লিপ্ত ছিল। এই দৃশ্য দেখে বনী ইসরাঈলদেরও তাদের রীনিনীতি পছন্দ হয়ে গেল। তাই তারা হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর নিকট আবেদন করল যে হে মুসা, আমাদের উপাসনার জন্যও তাদের দেবতার ন্যায় এক দেবতা গড়ে দিন। যাতে আমরা একটি দৃষ্ট বস্তুকে সম্মুখে রেখে এবাদত উপসনা করতে পারি যা উপস্থিত ও ইন্দ্রিয়গাহ্য। আর আল্লাহর সত্তাতো অদৃশ্যমান। তিনি তাদের মুখ হতে এ ধরণের দাবি শ্রবণ করে বললেন তোমাদের মধ্যে বড়ই মুর্খতা রয়েছে। তোমরা যাদের রীতিনীতি পছন্দ করছ তাদের সমস্ত আমল ধ্বংস হবে এবং তারা যা কিছু করতেছে তা ভ্রান্ত ও অমুলক। ওদের এসব ভ্রান্ত রীতি-নীতির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া তোমাদের পক্ষে উচিত নয়। আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে আমি কি তোমাদের জন্যে অন্য কোন উপাস্য অনুসন্ধান করব? অথচ তিনিই তোমাদিগকে বিশ্ব জগতে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আর এই অনুগ্রহের প্রতিদান কি এই হওয়া উচিত যে, তোমরা সেই রাব্বুল আলামীনের সাথে জগতের নিকৃষ্টতর পাথরকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে। এ যে এক মহা জুলুম। এর থেকে তওবা কর।

তাওরাত কিতাব অবতরণ ঃ

অভিশপ্ত ফেরআউন স্বদলবলে ভুমধ্যসাগরে নিমজ্জিত হয়ে মৃত্যুবরণ করার পর বনী ইসরাঈলরা যখন নিশ্চিন্তে বসবাস করতে লাগল তখন তারা হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর খেদমতে আযর করল যে, আমরা এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত। তাই যদি আমাদের জন্যে এখন কোন শরীয়ত নির্ধারিত হয়, তবে আমাদের জীবন বিধান হিসাবে আমরা তা গ্রহণ ও বরণ করে নেব। অতঃপর হযরত মুসা আলাইহিস সালাম মহান প্রভুর দরবারে বনী ইসরাঈলের জীবন বিধান হিসাবে কিতাব অবতরণের প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অঙ্গীকার প্রদান করলেন যে, তুমি তুর পর্বতে অবস্থান

করে একমাস পর্যন্ত আরাধনা ও অতন্ত্র সাধনায় নিমগ্ন থাকার পর তোমাকে মানব জাতির হিদায়াতের জন্যে এক কিতাব প্রদান করব। তাই হযরত মুসা আলাইহিস সালাম হযরত হারুনকে স্বীয় প্রতিনিধি নিয়োগ করে বললেন আমার সম্প্রদায়ে তুমি আমার প্রতিনিধি হিসাবে থাক এবং তাদের সংশোধন করতে থাক। আর বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের পথে চলো না। তারপর তিনি মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উপস্থিত হলেন এবং আল্লাহর উপসনা ও সাধনা আরম্ভ করলেন। কিন্তু তিনি একমাস রোযা রাখার পর মিসওয়াক ও ইফতার করে যখন তুর পর্বতের নির্ধারিত স্থানে গিয়ে উপস্থিত হলেন তখন আল্লাহ তা'আর পক্ষ হতে বলা হল যে, রোযাদারের মুখ থেকে যে বিশেষ এক রকম গন্ধ পেটের বাষ্পজনিত কারণে সৃষ্টি হয় তা আল্লাহ তা'আলার নিকট অতি প্রিয় ও পছন্দনীয়, কিন্তু আপনি মিসওয়াক করে তা দুরিভূত করেছেন। কাজেই আরো দশদিন রোযা রেখে আল্লাহর তা'আলার উপাসনা ও আরাধনায় মগ্ন থাকুন যাতে পুনরায় সে গন্ধ সৃষ্টি হয়।

অতঃপর হযরত মুসা আলাইহিস সালাম চল্লিশ রাত্রিপুর্ণ করার পর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মত তুর পর্বতের নিদৃষ্ট স্থানে উপস্থিত হলেন এবং মহান স্রষ্টার সহিত কথোপকথন করলেন। অতঃপর তিনি বললেন হে আমার প্রভু আমাকে আপনার দীদার প্রদান করুন, যেন আমি আপনাকে দেখতে পাই। আল্লাহ তা'আলা বললেন তুমি আমাকে কস্মিনকালেও দেখতে পারবে না। তবে তুমি পাহাড়ের দিকে তাকাও যদি উহা স্বস্থানে দণ্ডায়মান থাকে তবে তুমি আমাকে দেখতে পাবে। তারপর মহান পরওয়ারদিগার পাহাড়ের উপর আপন জ্যোতির বিকিরণ ঘটালেন সাথে সাথে সুদৃঢ়পাহাড় চুর্ণবিচুর্ণ হয়ে বিধ্বস্ত হলে গেল এবং হযরত মুসা আলাইহিস সালাম মহান রাব্বুল আলামীনের জ্যোতির বিকিরণ বরদাশ্‌ত না করতে পেরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। দীর্ঘক্ষন অজ্ঞান থাকার পর যখন তাঁর জ্ঞান ফিরে এল তখন তিনি বললেন হে প্রভু! তোমার সত্তা পবিত্র তোমার দরবারে আমি তওবা করছি এবং আমিই সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপন করছি। আল্লাহ তা'আলা বললেন হে মুসা আমি তোমাকে আমার রিসালাত (রাসূলের মর্যাদা ও দায়িত্ব) এবং কথা বলার মাধ্যমে মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি। সুতরাং আমি যা প্রদান করলাম তা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ হও। আল্লাহ তা'আলা আরো বললেন আমি ফলক এর মধ্যে সর্বপ্রকার উপদেশ ও সকল বিষয়ের সম্পষ্ট

ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছি। বর্ণিত আছে তাওরাতের ফলকগুলো বেহেশ্তের কুল বৃক্ষের দ্বারা তৈরী ছিল। যার সংখ্যা ছিল দশটি। অতএব এগুলোকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং স্বজাতিকে এর কল্যাণকর বিষয় সমূহ দৃঢ়তার সহিত পালনের নির্দেশ দাও।

সামেরীর কাণ্ড ঃ

নাম মুসা ইবনে যাফর। সে যখন জন্ম গ্রহণ করে তখন ফেরআউনের পক্ষ থেকে ইসরাঈলী ছেলে-সন্তানদের হত্যার আদেশ বিদ্যমান ছিল। ফেরআউনের সিপাহীদের হাতে চোখের সামনে স্বীয় পুত্র হত্যার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত জননী তাকে জঙ্গলের একটি গর্তে রেখে উপর থেকে ঢেকে দেয়। এদিকে দয়ার সাগর আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে শিশুর রক্ষনা বেক্ষন ও পানাহারের কাজে নিয়োজিত করলেন। তিনি তাঁর এক আঙ্গুলিতে মধু অন্য আঙ্গুলিতে মাখন এবং অপর আঙ্গুলিতে দুধ এনে শিশুটিকে আহার করাতেন। অবশেষে এভাবেই সে বেড়ে উঠল। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তাকে আহার করানোর জন্যে ঘোড়ায় আরোহণ করে আসতেন। আর তাঁর অশ্বটি যেখানে পা রাখত সেখানকার শুষ্ক মরুময় মৃত্তিকা সঙ্গে সঙ্গে সবুজ শ্যামল হয়ে যেত। সামেরী অশ্বের পায়ের এ অভিনব আশ্চার্য অবস্থা দেখে উহার পায়ের নীচ হতে কিছু মাটি সংগ্রহ করে তা সংরক্ষন করে রাখে। কালক্রমে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম যখন তাঁর ধর্ম প্রচার করেন তখন সামেরী সেই ধর্ম অনুস্বরণ করে তাঁর আনুগত্য করে এবং মিসর ত্যাগের প্রাক্কালে তাঁর সাথে ভুমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে অপর প্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেখান থেকে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম যখন মহান বিধাতার নিকট থেকে তুর পর্বতে কিতাব আনার জন্যে গমন করেন তখন তিনি তাঁর ভ্রাতা হযরত হারুন আলাইহিস সালামকে স্বীয় প্রতিনিধি নির্ধারণ করে যান। তিনি তুর পর্বতে চলে যাওয়ার পর সামেরী বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের নিকট হতে তাদের আনিত স্বর্ণালংকার একত্রিত করল, যা তারা মিসর ত্যাগের প্রাক্কালে কিবতীদের নিকট থেকে ধার করে এনে ছিল।

অতঃপর সে ঐ সকল স্বর্ণালংকারকে গর্তে রেখে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে একটি গোবৎসের আকৃতি তৈয়ার করল। তারপর উহার পিছনের রাস্তায় তার নিকট রক্ষিত জিবরাইল আলাহিস সালামের অশ্বের পদতলের মাটি প্রবেশ করাল। ফলে ঐ গো-বৎসটি তৎক্ষনাত জীবিত গরুর ন্যায় আওয়াজ করতে

লাগল। আওয়াজরত গো-বৎস দেখে সামেরী ও তার সঙ্গীরা অন্যদেরকে বলল এটাই তোমাদের ও মুসার প্রভু। কিন্তু মুসা বিভ্রান্ত হয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। এতে করে বনী ইসরাঈলের এক অংশ সামেরীর আহবানে সাড়া দিয়ে মুর্তিপূজা করতে শুরু করল।

হযরত হারুন আলাইহিস সালাম তাদের এ প্রতিমা পুজা দেখে বললেন, হে আমার সম্প্রদায় তোমাদেরকে এ গো- বৎস দ্বারা পরখ করা হচ্ছে। সুতরাং তোমরা তা থেকে বিরত হও। তোমাদের প্রতিপালক দয়ালু। অতএব তোমরা আমার অনুস্বরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল। তারা বলল মুসা আলাইহিস সালাম আমাদের কাছে ফিরে আসা পর্যন্ত আমরা সদা সর্বদা এর সাথেই যুক্ত থাকব এবং প্রতিমা পুজায় লিপ্ত থাকব। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম যখন তুর পর্বত হতে ফিরে এসে বনী ইসরাঈলীদের গো-বৎস পূঁজা করা অবলোকন করলেন তখন তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে প্রথমে স্বীয় সম্প্রদায়কে উত্তম মধ্যম কিছু বললেন- আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কি নিকৃষ্ট প্রতিনিধত্বটাই না করেছ। তোমরা আপন পরওয়ারদিগারের হুকুমের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে ফেললে। অতঃপর তিনি ক্রোধে তাওরাতের তখতীগুলো ছুড়ে ফেললেন। ফলে তাওরাতের তখতীগুলো হতে একটি তখতী ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। তারপর তিনি আপন ভ্রাতা নবুওয়াতের অংশীদার হযরত হারুন আলাইহিস সালামকে সম্বোধন করে ক্ষোভে ও অভিমানে তার শ্মশ্রু ও মাথার চুল ধরে বলতে লাগলেন হে হারুন তুমি যখন তাদেরকে পথভ্রষ্ট হতে দেখলে তখন তোমাকে কিসে বারণ করল আমার পদাংক অনুস্বরণ করা থেকে ? তবে তুমি কি আমার আদেশ অমান্য করেছ ? অথচ আমি তোমাকে আমার প্রতিনিধি নিয়োগ করেছি। হযরত হারুন আলাইহিস সালাম বললেন হে আমার জননী তনয়, আমার শ্মশ্রু ও মাথার চুল ধরে আকর্ষণ করো না, এতে লোকেরা আমাকে দুর্বল মনে করবে এবং আমার উপর শত্রুদের আনন্দিত করো না। আর আমাকে জালিমদের অন্তর্ভূক্ত করো না। আমি পূর্বেই আশংকা করেছি যে, তুমি বলবে- তুমি বনী ইসরাইলদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করেছ এবং আমার কথা পালনে যত্নবান হওনি। আর বনী ইসরাঈল আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল।

অতঃপর হযরত মুসা আলাইহিস সালাম বললেন হে আমার প্রতিপালক আমাকে ও আমার ভ্রাতাকে ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের অন্তর্ভূক্ত কর। তুমি সর্বাধিক করুণাময়। তারপর হযরত মুসা আলাইহিস সালাম বললেন ' হে সামেরী তোমার বক্তব্য কি' সে বলল আমি যা অবলোকন করেছি অন্যেরা তা অবলোকন করেনি। অর্থাৎ আমার নিকট যখন খাদ্য সরবাহের জন্যে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম গমন করতেন তখন আমি তার অশ্বের পদচিহ্নে জীবনের স্পন্দন দেখে তথা হতে একমুষ্ঠি মাটি সংরক্ষন করে রাখি এবং স্বর্ণালংকার দ্বারা নির্মিত গো-বৎসে তা নিক্ষেপ করি। একাজ করতে আমাকে আমার কু-প্রবৃত্তি কুমন্ত্রনা দিয়েছে। অতঃপর যহরত মুসা আলাইহিস সালাম তার জন্যে বদদোয়া করলেন এবং তার জন্যে পার্থিব জীবনে এই শাস্তি নির্ধারণ করলেন যে, সবাই তাকে বর্জন করবে এবং কেউ তার নিকটে ঘেঁষবে না। তাই তিনি তাকে বললেন দুরহ, তোর জন্যে সারা জীবন এ শাস্তিই রইল। তুই কারো গায়ে হাত দ্বারা স্পর্শ করবি না এবং বলবি আমাকে স্পর্শ করো না, আমি অস্পৃশ্য। আর তোর জন্যে একটি নিদৃষ্ট অঙ্গিকার রয়েছে, যার ব্যাতিক্রম হবে না। তুই তোর সেই উপাস্যের প্রতি লক্ষ কর যাকে তুই ঘিরে থাকতি। আমরা সেটাকে জালিয়ে দেব, অতঃপর একে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে ছড়িয়ে দেব। তারঃপর হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর ক্রোধ যখন প্রশমিত হল তখন তাড়াতাড়ি ফেলে রাখা তাওরাতের তখতীগুলো আবার তুলে নিলেন। আর তাতে লিখা ছিল যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে তাদের জন্যে হেদায়েত ও রহমত।

বনী ইসরাঈলীদের অবান্তর দাবী ঃ

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম যখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে প্রাপ্ত তাওরাত কিতাব বনী ইসরাঈলীদের সম্মুখে উপস্থাপন করলেন তখন তারা নিজেদের বক্রতা ও ছলছুতার দরুন বলতে লাগল যে, আমরা একথা কেমন করে বিশ্বাস করব যে এটা আল্লাহ তা'আলারই কালাম ? এমনও তো হতে পারে যে, আপনি নিজেই এগুলো নিয়ে এসেছেন। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম তখন তাদেরকে এ বিষয়ে নিশ্চয়তা বিধানের জন্যে মহা পরাক্রম শালী রাব্বুল আলামীনের দরবারে প্রার্থনা করলেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে বলা হল যে, আপনি আপনার সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে নির্বাচিত

ব্যক্তিদেরকে তুর পর্বতে নিয়ে আসুন। আমি তাদেরকেও স্বীয় কালাম শুনিয়ে দেব। তবেই কিতাবের বিষয়টি তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যাবে। অতঃপর হযরত মুসা আলাইহিস সালাম নিজ সম্প্রদায় বনী ইসরাঈল থেকে সত্তর জনকে প্রতিনিধি নির্বাচন করে তুর পর্বতে আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নিয়ে গেলেন। তারপর মহান প্রভু অঙ্গীকার অনুযায়ী তাদেরকে স্বীয় কালাম শুনিয়ে দিলেন। এ প্রমানও যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে, তারা পুনরায় বলতে লাগল, যে ইহা তো আমাদের বোধগম্য নয় যে এ শব্দ আল্লাহরই না অন্য কারো। আমরা তো তখনই বিশ্বাস করব যখন আল্লাহ তা'আলাকে সরাসরি সামনে দেখতে পাব। তাদের এ দাবি যেহেতু একান্তই হঠকারিতা ও মুর্খতার ভিত্তিতে ছিল তাই তাদের উপর ঐশী রোষানল বর্ষিত হল। ফলে তাদের তলদেশ হতে এল ভুকম্পন আর উর্ধ্বদেশ থেকে শুরু হল বজ্র গর্জন। যার দারুন তারা অজ্ঞান হয়ে মৃত্তিকায় পড়ে গেল এবং দৃশ্যত ঃ মৃতে পরিণত হল।

এ ঘটনায় হযরত মুসা আলাইহিস সালাম অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। কারণ একে তো এরা ছিল সম্প্রদায়ের বাছা বাছা নেতৃস্থানীয় লোক। দ্বিতীয়ত জাতির কাছে গিয়ে তিনি কি জবাব দেবেন আর এটাও অসম্ভব ছিল না যে, বনী ইসরাঈলগণ অপবাদ আরোপ করবে যে, হযরত মুসা আলাইহিস সালাম তাদেরকে কোথাও নিয়ে গিয়ে হত্যা করে ফেলেছেন। তদুপরি এ অপবাদ আরোপের পর এরা তাকেও রেহাই দেবে না। নির্ঘাত হত্যা করবে। সেজন্যেই তিনি মহা ক্ষমতাধর আল্লাহর দরবারে নিবেদন করলেন হে পরওয়ারদিগার যদি আপনি ইচ্ছা করতেন তবে এদেরকে এবং আমাকে ইতি পূর্বেই ধ্বংস করতে পারতেন। আমাদেরকে কি আপনি সে কর্মের কারণে ধ্বংস করবেন যা আমার সম্প্রদায়ের নির্বোধ লোকেরা করেছে ?" এসবই আপনার পরীক্ষা যদ্বারা আপনি যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরলপথে পরিচালিত করেন। আপনিই তো আমাদের রক্ষক সুতরাং আমাদিগকে ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের প্রতি করুণা করুন এবং আপনিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমাকারী। কাজেই তাদের ধৃষ্টতাকেও ক্ষমা করুন। এ প্রার্থনার পর মহান প্রভুর অশেষ কৃপায় বনী ইসরাঈলদের সত্তরজন প্রতিনিধি যথাপূর্ব জীবিত হয়ে উঠে। অতঃপর হযরত মুসা আলাইহিস সালাম তাদের নিয়ে স্বজাতির নিকট ফিরে আসেন।

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ও কারূন ঃ

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম স্বজাতির নিকট ফিরে এসে সকলকে তাওরাতের শিক্ষা দিতে লাগলেন। তিনি তাদেরকে জাগতিক মোহ ত্যাগ করে এক লা-শরীক প্রভুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে আহবান করতে লাগলেন। ফলে বনী ইসরাঈলগণ তাওরাতের দিক্ষা গ্রহণ করতে লাগল। সকলের সাথে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর চাচাত ভাই কারূন তাওরাতের শিক্ষা গ্রহণ করতে লাগল। সে খুব মেধাবী ছিল বিধায় অতিসহজেই তাওরাত মুখস্থ করে ফেলল এবং সে অন্য সকলের চেয়ে তুখুর হাফেজ হয়ে গেল। উল্লেখ্য যে, ইতি পূর্বে কারূন ফেরআউনের একজন অনুচর ছিল এবং সে ফেরআউনের সান্নিধ্যে থাকত। ফেরআউন বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় হতে এ অভিষপ্ত কারূনকে নির্বাচন করে নিয়েছিল। আর ধুরন্দাজ কারূন একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে দুহাতে সম্পদ উপার্জন করেছে এবং জাগতিক নেতৃত্ব অর্জন করেছে। কালক্রমে বনী ইসরাঈল যখন হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর অধীনে এল এবং ফেরআউন ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা ভুমধ্যসাগরে নিমজ্জিত হয়ে মৃত্যুবরণ করল তখন কারূনের তার অর্থনৈতিক উন্নতিতে ধস নামল এবং তার নেতৃত্ব চলে যেতে লাগল। এই হিংসা বিদ্বেষের কারণে সে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর সাথে আত্মিক ভাবে বিদ্বেষ পোষণ করতে লাগল। যদিও সে বাহ্যিক ভাবে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তাওরাতের অনেক বড় আলেম ও হাফেজ ছিল এবং ইলম অর্জনে লিপ্ত থাকত, কিন্তু তার হৃদয় সচ্ছ ছিল না। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ও হযরত হারূন আলাইহিস সালাম এর খোদাপ্রদত্ত মান-সম্মান অবলোকন করে সে জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যেত এবং বলত সেযাই হোক সে তো আমারই চাচাত ভাই। আর সে মনে মনে ভাবত যে, তারা দু'জন পয়গাম্বর এবং ধর্মীয় নেতা হয়ে যাবে আর অপরদিকে আমার ভাগ্যে কিছুই জুটবে না! আবার কখনও কখনও সে নৈরাশ হয়ে আস্ফালন করে বলত তারা নবুওয়াত পেয়েছে তাতে কি হয়েছে ? আমার নিকট ধন-দৌলতের এত বিপুল সমাহার রয়েছে যা কারও কাছে নেই। বর্ণিত আছে যে, সে এত বিপুল পরিমাণ ধনভাণ্ডারের অধিকারী ছিল, যে গুলোর চাবি বহন করতে সত্তরটি খচ্চরের পক্ষেও কষ্ট সাধ্য ছিল।

সময়ের পরিক্রমায় একদিন হযরত মুসা আলাইহিস সালাম তাঁর উম্মতের জন্যে স্বীয় সম্পদের যাকাত প্রদান করতে বিধাতার নির্দেশ শোনালেন। তখন কারূন জনসাধারণকে লক্ষ করে বলত এখন পর্যন্ত মুসা যে সকল বিধান এনেছেন আমরা তোমরা সকলেই নিরবে মেনে নিয়েছি। কিন্তু তোমরা ইহাও কি মেনে নিবে যে, সে আমাদের থেকে আমাদের সম্পদ কেড়ে নিবে। তার কথায় কিছু লোক তার পিছনে জড়ো হলো এবং তারা বলতে লাগল আমরা ইহা কক্ষনও বরদাশ্‌ত করব না। পরিশেষে সর্বদিক থেকে নিরাশ হয়ে কমবখ্‌ত কারূন হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর দুর্নাম করার এক নিকৃষ্ট পন্থা উদ্‌ভাবন করল। সে কোন একজন রমনীকে প্রলোভন দেখিয়ে একাজের জন্যে বাধ্য করল যে, যখন হযরত মুসা আলাইহিস সালাম কোন জন সমাবেশে ব্যভিচারের হদ (শাস্তি) বর্ণনা করবেন তখন তুমি তাঁকে তোমার সহিত ব্যভিচারের অপবাদে অভিযুক্ত করবে। অতএব সে রমনী জনতার পদভারে পরিপূর্ণ এক সমাবেশে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর উপর অপবাদ আরোপ করে বসল। তিনি উক্ত রমনীর এ মিথ্যা অপবাদে হতভম্ব হয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি তাকে কঠুরভাবে শপথ করালেন এবং আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ ও অভিসম্পাতের ভীতি প্রদর্শন করলেন তখন তার হৃদয় প্রকম্পিত হয়ে উঠল এবং ভয়ে মুহ্যমান হয়ে গেল। তখন সে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিল যে, কারূন আমাকে এগুলো শিখিয়েছে। একথা শ্রবণ করে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম কারূনের প্রতি বদদোয়া করলেন। ফলে সে স্বীয় বাসস্থান এবং রাশি রাশি ধনভাণ্ডারসহ ভূ-পৃষ্ঠে ধসে যেতে লাগল। এভাবেই সে এক সময় এ পৃথিবীর বুক হতে চিরদিনের জন্যে হারিয়ে গেল। কথিত আছে যে, আমরা আজকের পৃথিবীতে যে রাশি রাশি চাকচিক্যময় ধুলিকনা দেখতে পাই তা কারূনের সম্পদেরই একাংশ।

বনী ইসরাঈলের প্রতি জিহাদের নির্দেশ ঃ

ফেরআউন ও তার সৈন্য বাহিনী যখন সমুদ্রের অতল গহবরে নিমজ্জিত হয়ে প্রাণ হারাল এবং হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈল ফেরআউনের দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে মিসরে আধিপত্য বিস্তার করল, তখন আল্লাহ তা'আলা সেই সঙ্গে তাদেরকে আরো কিছু নেয়ামত এবং তাদের পৈত্রিক বাসস্থান সিরিয়াকেও তাদের অধিকার ভুক্ত করতে চাইলেন। সেমতে মহান প্রতিপালক হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর নেতৃত্বে তাদেরকে

সেথায় বসবাসকারী আমালেকা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার নির্দেশ দিলেন। সাথে সাথে তাদেরকে আগাম সুসংবাদও প্রদান করা হল যে, এ যুদ্ধে তারাই বিজয়ের মালা ছিনিয়ে আনবে। কারণ, মহান আল্লাহ এ পবিত্র ভূমির আধিপত্য তাদের ভাগ্যে লিখে দিয়েছেন যা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু বনী ইসরাঈল প্রকৃতিগত হীনতার কারণে আল্লাহ তা'আলার রাশি রাশি নেয়ামত তথা ফেরআউন স্বদলবলে সাগরে নিমজ্জিত হওয়া ও তাদের সেখান হতে মুক্তি পাওয়া ইত্যাদি স্বচক্ষে অবলোকন করেও জিহাদের নির্দেশের ক্ষেত্রে অঙ্গীকার পালনের পরাকাষ্টা প্রদর্শন করতে সক্ষম হল না। বরং তারা হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর নেতৃত্বে জিহাদ সম্পর্কিত আল্লাহ তাআলার অমোঘ নির্দেশের বিরুদ্ধে অন্যায় জেধ ধরে বসল। তারা বলল ঃ হে মুসা আলাইহিস সালাম সেখানে একটি প্রবল পরাক্রমশালী জাতি রয়েছে। তারা সেখান থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত আমরা সেথায় প্রবেশ করব না। তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে যায় তবে নিশ্চয়ই আমরা তথায় প্রবেশ করব।

অতঃপর হযরত মুসা আলাইহিস সালাম বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়কে অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালনের জন্যে সিরিয়া অভিমুখে রওনা হলেন। উদ্দেশ ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস পৌছা। তাই তারা জর্ডান নদী অতিক্রম করে বিশ্বের প্রাচীনতম শহর আরিহায় পৌছে ছাউনি ফেললেন। তারপর হযরত মুসা আলাইহিস সালাম বনী ইসরাঈলের মধ্য হতে বারজন প্রতিনিধি নির্বাচন করে শত্রুদের অবস্থা ও রণাঙ্গনের হাল হাকীকত জেনে আসার জন্যে পাঠালেন। তারা বায়তুল মোকাদ্দাসের অদুরে শহরের বাহিরে পৌছলে আমালেকা সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির সাথে তাদের দেখা হয়। বর্ণিত আছে আমালেকা সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশাল দেহের অধিকারী ও শক্তিশালী ছিল। ফলে ঐ ব্যক্তি একাই তাদের বারজনকে গ্রেফতার করে বাদশাহর সামনে উপস্থিত করে বললঃ মহারাজ এরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশে এসেছে। শাহী দরবারে রকমারি পরামর্শের পর তাদের মুক্ত করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। যাতে তারা স্বজাতির কাছে পৌছে প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে আমালেকা সম্প্রদায়ের শৌর্য-বীর্যের বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে পারে। এতে তারা আক্রমন তো দূরের কথা ভীত হয়ে এদিকে মুখ করার সাহসও হারিয়ে ফেলবে। ফল তাই হল।

তারা আমালেকা সম্প্রদায়ের কয়েদখানা থেকে মুক্ত হয়ে হযরত মুসা

আলাইহিস সালাম এর কাছে এ বিস্ময়কর জাতি ও তাদের অবিশ্বাস্য শৌর্য-বীর্যের কাহিনী বর্ণনা করল। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এসব কাহিনী শুনে সামান্যও ভীত হলেন না। কারণ আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে বিজয় ও সাফল্যের বাণী শুনিয়ে রেখেছিলেন। তাই তিনি তাদের শৌর্য-বীর্যের অবস্থা শ্রবণ করে স্বস্থানে পর্বতসম দৃঢ়তা সহকারে জিহাদের প্রস্তুতিতে লেগে রইলেন। কিন্তু বনী-ইসরাঈলকে নিয়েই যতসব সমস্যা। তারা যদি প্রতিপক্ষের অসাধারণ শক্তি-সাহসের কথা জেনে ফেলে তবে নিশ্চতই ভরাডুবি। তাই তিনি বারজন সর্দারকে আমালেকা সম্প্রদায়ের অবস্থা বনী ইসরাঈলের কাছে ব্যক্ত করতে নিষেধ করে দিলেন। কিন্তু তা হল না। তারা প্রত্যেকেই গোপনে গোপনে বন্ধু-বান্ধবের কাছে তা ব্যক্ত করে দিল। তবে শুধু ইউশা ইবনে নূন ও কালেব ইবনে ইউকেন্না নামক দুই ব্যক্তি হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর নির্দেশ পালন করে তা কারও কাছে প্রকাশ করল না। পরিণতিতে বনী ইসরাঈলের সকলেই একে একে আমালেকা সম্প্রদায়ের তথ্য জেনে ফেলল। অতঃপর তারা এক যুগে ঘোষণা করল হে মুসা আপনি ও আপনার প্রতিপালক সেখানে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই বসে থাকব। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম বললেন ! হে আমার পরওয়ারদিগার আমি শুধু নিজের উপর ও নিজের ভ্রাতার উপর ক্ষমতা রাখি। সুতরাং আপনি আমাদের অবাধ্য সম্প্রদায়ের মাঝে সম্পর্কচ্ছেদ করে দিন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর কঠোর শাস্তি অবতরণ করলেন। তিনি বললেন ঃ এদেশ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তাদের জন্যে নিষিদ্ধ করা হল। তারা এ ভূপৃষ্টে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে। সুতরাং আপনি সত্যতাগী সম্প্রদায়ের জন্যে দুঃখ করবেন না।

পরিনতিতে তারা দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত একটি সীমাবদ্ধ এলাকায় অবরুদ্ধ ও বন্দী হয়ে রইল। বাহ্যত ঃ তাদের চারপাশে কোন বাধার প্রাচীর ছিল না এবং তাদের হাত পায়েও শিকল বাঁধা ছিল না, বরং তারা ছিল উন্মুক্ত প্রান্তরে। তারা স্বদেশ মিসরে প্রত্যাবর্তনের জন্যে প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত পথ চলত, কিন্তু সারাদিন পথ চলারপর সান্ধ্যকালে তারা নিজেদেরকে সেখানেই দেখতে পেত যেখানে থেকে ভোরে রওনা হয়েছিল। এভাবে তারা সেথায় দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়ায়। যা 'ময়দানে তীহ' নামে পরিচিত। এ প্রান্তরে মহান প্রভু বনী ইসরাঈলদের জন্যে খাদ্য স্বরূপ "মান্না ও সালওয়া"প্রেরণ করেন। আর বৃক্ষহীন বাসস্থানহীন প্রান্তরে আল্লাহ রাব্বুল

আলামীন তাদের জন্যে মেঘমালার দ্বারা ছায়ার ব্যবস্থা করেন। অতঃপর তারা যখন তৃষ্ণার্ত হয়ে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর নিকটে পানি চাইল তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে পানির জন্যে প্রার্থনা করলেন। মহান প্রভু তাঁকে তার সঙ্গে আনিত পাথরের উপর হাতের ছড়ি দ্বারা আঘাত করার নির্দেশ দিলেন। তিনি তাই করলেন, ফলে তা থেকে বনী ইসরাঈলের বারটি গোত্রের জন্যে বারটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হল। প্রত্যেক গোত্রই নিজ নিজ ঘাট চিনে নিল। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বললেন তোমরা মহান প্রভুর দেয়া রিযিক ভক্ষন কর এবং পান কর সুপেয় পানি। কিন্তু ভূ-পৃষ্ঠে দাঙ্গা হাঙ্গামা সৃষ্টি করো না। অতঃপর যখন বনী ইসরাঈলের একটানা "মান্না ও সালওয়া" খেতে খেতে বিস্বাদ এসে গেল এবং স্বাভাবিক খাবারের জন্যে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর নিকটে বলল হে মুসা আমরা একই ধরণের খাদ্য দ্রব্যে কখনও ধৈর্যধারণ করব না। অতএব আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট আমাদের পক্ষে প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আমাদের জন্যে এমন বস্তু সামগ্রী দান করেন যা জমিতে উৎপন্ন হয় যেমন তরকারী, কাকড়ী, গম, মসুরী, পেঁয়াজ প্রভৃতি। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম তাদের নির্বুদ্ধিতা অবলোকন করে বললেন তোমরা কি উত্তম বস্তুর পরিবর্তে নিকৃষ্ট বস্তু গ্রহণ করতে চাও। কিন্তু তারা যখন কিছুতেই মানতে রাজি হল না তখন মহান আল্লাহ তাদেরকে নিকটতম এক নগরীতে প্রবেশের নির্দেশ দিলেন। সেথায় তাদের চাহিদা অনুযায়ী ভোজন সামগ্রী পাওয়া যাবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সেথায় প্রবেশের সময় স্বীয় পাপ রাশির ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতে প্রবেশের নির্দেশ দেন কিন্তু এ দুরাচাররা ক্ষমা প্রার্থনা করার পরিবর্তে ভিন্ন অর্থবোধক শব্দ (হিত্বাতুন) ব্যবহার করে সেজদাবনত হওয়ার পরিবর্তে নিতম্ব অগ্রে দিয়ে সে জনপদে প্রবেশ করল। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর অভিসম্পাত অবতরণ করলেন। ফলে তারা আল্লাহ তাআলার রোষানলে পতিত হয়।

হযরত মুসা ও হযরত হারুন আলাইহিমাস সালাম এর ইন্তেকাল ঃ

ইত্যবসরে হযরত মুসা ও হারূন আলাইহিমাস সালাম এর ওফাত হয়ে যায়। এমনিভাবে চল্লিশ বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর বনী ইসরাঈলের অবশিষ্ট বংশধর তৎকালীন পয়গাম্বরের নেতৃত্বে জিহাদ করে সিরিয়া ও বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় করে তথায় বসতি স্থাপন করে। সূরায়ে ত্বহা, সূরা আম্বিয়া

বাজি

তদানিন্তন যুগের বিশ্বের দুই পরাশক্তি পারস্য সম্রাট খসরুপারভেজ ও রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের মধ্যে পরস্পরে যুদ্ধ লেগেই থাকত। ৬০২ ঈসায়ী থেকে ৬১৪ ঈসায়ী পর্যন্ত তাদের প্রতিদ্বন্ধি যুদ্ধ পরীক্ষার ধারাবাহিকতা জারি ছিল। এর পূর্বে ৫৭০ ঈসায়ীতে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র মক্কা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং সময়ের ব্যবধানে তিনি ৬১০ ঈসায়ীতে ৪০ বৎসর বয়সে উপনিত হলে মহান প্রভু তাঁকে নবুওয়াত প্রদান করেন। পারসিকগণ অগ্নি পুজারী ছিল আর রোমকগণ ছিল খৃষ্টান আহলে কিতাব। ফলে এরা ছিল মুসলমানদের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী। কেননা ধর্মের অনেক মূলনীতি- যথা পরকালে বিশ্বাস, রেসালাত ও ওয়াহীতে বিশ্বাস ইত্যাদিতে তারা মুসলমানদের সাথে অভিন্ন মত পোষণ করত। মক্কাবাসীদের নিকট রোম-পারস্যের রণ সংবাদ তখন রীতিমত পৌছতে ছিল। ইত্যবসরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াতের দাবী ও ইসলামী আলোড়ন ঐ সকল লোকদের জন্যে এই রণ সংবাদের মধ্যে এক বিশেষ চিত্তাকর্ষণ সৃষ্টি করত। পারস্যের অগ্নিপুজারীদেরকে মক্কার মুশরিকরা ধর্মীয় ভাবে নিজেদের নিকটবর্তী মনে করত বিধায় তাদের বিজয় কামনা করত। তাই তাদের কোন বিজয় সংবাদ এলে মক্কার মুশরিকরা আনন্দিত হত এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিজেদের বিজয়ের জন্যে শুভ বার্তা হিসেবে গন্য করত। অপরদিকে মুসলমানগণ খৃষ্টানদের বিজয়েও উৎফুল্ল হত এবং তাদের পরাজয়ে আন্তরিক ভাবে মনোবেদনা অনুভব করত।

মোটকথা পরিশেষে ৬১৪ ঈসায়ীর পর নবুওয়াতের পঞ্চমবর্ষে যখন আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পয়তাল্লিশ বৎসরে পদার্পণ করেন তখন পারস্যের অগ্নি পুজারীরা খসরুপারভেজ এর নেতৃত্বে আহলে কিতাব রোমকদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও পর্যভূষিত করে। সিরিয়া, মিসর, ক্ষুদ্র এশিয়া প্রভৃতি রাজ্য রোমকদের হস্তচ্যুত হয়। রোম শাসক হিরাক্লিয়াসকে ইরানী বাহিনী কনষ্টান্টিনোপুলে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য করে এবং রোমকদের রাজধানীও হুমকির মুখে পড়ে যায়। বড় বড় পাদ্রিরা নিহত কিংবা বন্দি হয়ে যায়, বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে খৃষ্টানদের সবচেয়ে পবিত্র ক্রুশ রোমের বিজয়

বাহিনীরা নিয়ে যায়। ফলে রোম সম্রাজ্যের কর্তৃত্ব একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়। বহ্যিক ভাবে কোন পদ্ধতিতে রোমীদের শক্তি অর্জন করে পারস্যদের কব্জা হতে বের হয়ে আসার পন্থা অবশিষ্ট রইল না। এ সংবাদ শ্রবণ করে মক্কার মুশরিকরা মুসলমানদেরকে তিরস্কার করতে আরম্ভ করল এবং আত্ম অহমিকায় হুংকার ছাড়তে লাগল। এক পর্যায়ে কতক মুশরিকরা হযরত আবু বকর রাযিআল্লাহু আনহু কে বিদ্রুপের সহিত বলতে লাগল। অদ্যকার দিনে আমাদের ধর্মীয় ইরানী ভ্রাতাগণ তোমাদের নিরাকার ইলাহে বিশ্বাসী রোমী ভ্রাতাদেরকে ধ্বংস করেছে, অচিরেই আমরাও তোমাদেরকে অনুরূপ ভাবে এ পৃথিবীর মানচিত্র হতে মুছে দিব। এমনি এক নাজুক মুহূর্তে কুরআনে কারীম দৃশ্যমান সকল সরঞ্জামের অনুপস্থিতিতে সারা জাগানো সাধারণ ঘোষণা দিল 'নিশ্চয়ই এ মুহূর্তে রোমকগণ পারসিকদের নিকট সুচনীয় পরাজয় বরণ করেছে। কিন্তু আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে পুনঃ তারা বিধাতার সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে বিজয়ের মাল্য ছিনিয়ে আনবে।

বয়োজৈষ্ঠ সাহাবী সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিআল্লাহু আনহু পবিত্র কুরআনের সুসংবাদ বহ ভবিষ্যত বানী শ্রবণ করে মক্কার চতুর্পাশে অলিগলিতে, মুশরিকদের সমাবেশে ও বাজারে উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করলেন, তোমাদের হর্ষোৎফুল্ল হওয়ার কোন কারণ নেই। কয়েক বৎসরের মধ্যেই রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে। মুশরিকদের মধ্যে উবাই ইবনে খালফ কথা ধরল এবং বলল তুমি মিথ্যা বলছ। কক্ষনও এরূপ হতে পারে না। হযরত আবু বকর রাযিআল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর দুশমন, তুই-ই মিথ্যাবাদী। আমি এই ঘটনার জন্যে বাজি রাখতে প্রস্তুত আছি। যদি তিন বৎসরের মধ্যে রোমকরা বিজয় না হয় তবে আমি তোকে দশটি উষ্ট্রী দেব। উবাই এতে সম্মত হল। একথা বলে হযরত আবু বকর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ ঘটনা বললেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন আমি তো তিন বৎসরের কথা নির্দিষ্ট করিনি কোরআনে এর জন্যে যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা তিন থেকে নয় বৎসর বুঝায়। কাজেই এ সময়ের যে কোন মুহূর্তে এ ঘটনা ঘটতে পারে। অতএব তুমি যাও এবং উবাইকে বল যে, আমি দশটি উষ্ট্রীর স্থলে একশ উষ্ট্রী বাজি রাখছি, কিন্তু সময়কাল তিন বৎসরের পরিবর্তে নয় বৎসর নির্ধারণ করছি। হযরত আবু বকর রাযিআল্লাহু আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদেশ মত তাই করলেন এবং উবাই ইবনে খালফ নতুন চুক্তিতে সম্মত হল।

ঐতিহাসিকদের মতে হিজরতের পাঁচ বৎসর পূর্বে এ ঘটনা সংঘটিত হয়।

অতঃপর যখন হিজরতের সময় ঘনিয়ে এল তখন উবাই আশংকা করল যে হযরত আবু বকর সিদ্দীকও হিজরত করে মদীনা চলে যাবেন, তখন সে বলল আপনাকে ততক্ষন পর্যন্ত ছাড়ব না, যতক্ষন না আপনি একজন জামিন পেশ করেন। নির্ধারিত সময়ে রোমকরা বিজয়ী না হলে সে আমাকে একশত উষ্ট্রী পরিশোধ করবে। তখন হযরত আবু বকর রাযিআল্লাহু আনহু তদীয় পুত্র আব্দুর রহমান কে জামিন নিযুক্ত করলেন। পরবর্তীতে তিনি হিজরত করে মদীনা চলে গেলেন। অতঃপর হিজরতের দু-বৎসর পর অর্থাৎ সাত বৎসরপূর্ণ হওয়ার পর বদর যুদ্ধের সময় রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে। তখন উবাই ইবনে খালফ পরপারের যাত্রী। তাই হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিআল্লাহু আনহু তার উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে একশত উষ্ট্রী দাবী করে আদায় করে নিলেন এবং সেগুলো নিয়ে মদীনার বাদশাহ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তখন তিনি বললেন উষ্ট্রীগুলো সদকা করে দাও। কারণ এটা বাজির সম্পদ, তাই এটা হারাম। এতএব হযরত আবু বকর রাযিআল্লাহু আনহু সমস্ত উষ্ট্রীগুলো সদকা করে দিলেন। সূরায়ে রূম

দারিদ্রতা যাদের চিরসাথী

আহযাব যুদ্ধের পর বনু-নাযীর ও বনু কোরায়যার বিজয়ের মধ্য দিয়ে মুসলমানগণ অজস্র যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অধিকারী হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই সকল গণিমতের সম্পদ সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেন। ফলে তাদের মধ্যে খানিকটা সাচ্ছন্দ্য ফিরে আসে। এ পরিপ্রেক্ষিতে রাসুলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পুন্যবতী স্ত্রীগণ ভাবলেন যে, মহানবী সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হয়ত এসব যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে নিজস্ব অংশ রেখে দিয়েছেন। তাই তাঁরা একদিন সমবেত ভাবে নিবেদন করলেন- ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পারস্য ও রোমের সম্রাজ্ঞীরা নানাবিধ গহনাপত্র ও অনেক মুল্যবান পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করে থাকে। তাদের সেবা শুশ্রূষার জন্যে অগনিত চাকর-চাকরানী রয়েছে। আর আমাদের দরিদ্রপীড়িত জীর্ণ-শীর্ন করুন অবস্থা তো আপনি স্বয়ংই দেখতে

পাচ্ছেন। এতএব অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জীবিকা ও অন্যান্য খরচাদির পরিমাণ খানিকটা বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করুন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুন্যবতী সহধর্মিনীদের পক্ষ থেকে জাগতিক ভোগ-বিলাসী রাজা-বাদশাহদের পরিবেশে বিদ্যমান জৌলুস ও সুযোগ-সুবিধা কিছুটা হলেও প্রদানের দাবীতে উপস্থাপিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মারাত্মক ভাবে মর্মাহত হন। এই ভেবে যে, তাঁরা দীর্ঘদিনের সংশ্রব এবং প্রশিক্ষণ লাভের পরও নবী গৃহের প্রকৃত মর্যাদা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি। ফলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দুঃখিত হবেন তা তাঁরা ধারণা করতে পারেনি। সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে প্রাচুর্য ও সম্পদ বৃদ্ধি দেখে তাদের মাঝে খানিকটা প্রাচুর্যের অভিলাষ উদয় হয়েছিল, অতএব নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্যে এ বিষয়টি বরদাশ্ত করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য হয়ে পড়ল। তাই তিনি শপথ করলেন যে, একমাস পর্যন্ত গৃহে যাবেন না। সুতরাং তিনি মসজিদে নববীর সন্নিকটে একটি অট্টালিকায় সতন্ত্র শয্যা নির্মাণ করলেন। সাহাবাগণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। হযরত আবু বকর ও উমর রাযিআল্লাহু আনহুম এ ভাবনায়ই লেগে গেলেন যে, কিভাবে এ সমস্যার সমাধান করা যায়। বিশেষ করে তারা স্বীয় কন্যা হযরত আয়েশা ও হযরত হাফসা রাযিআল্লাহু আনহুমা এর ব্যাপারে অধিক চিন্তিত ছিলেন এ জন্য যে, তারা মহান আল্লাহর প্রিয় হাবীবকে কষ্ট দিয়ে স্বীয় পরিণাম ধ্বংস করে বসে কিনা। তাই তারা উভয়েই আপন আপন কন্যাকে ধমকালেন এবং বুঝালেন অতঃপর তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে কিছু সৌহার্দ্যপূর্ণ ও সংকোচহীন কথাবার্তা বললেন এবং একথা জানতে চাইলেন যে তিনি স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছেন কি না, তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম না সুচক জবাব দিলেন এবং বললেন তিনি একমাস পর্যন্ত তাদের কাছে না যাওয়ার শপথ করেছেন।

অতঃপর দীর্ঘ উনত্রিশ দিন পর এ বিষয়ে ঐশী সিদ্ধান্ত সম্বলিত এক ঐতিহাসিক আয়াত অবতরণ হয়। যার মাঝে মহান রাব্বুল আলামীন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সহ ধর্মিনীদের সম্বোধন করে পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। হে নবী আপনার পত্নীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার বিলাসিতা কামনা কর, তবে আস আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে

দেই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদেরকে বিদায় দেই। পক্ষান্তরে যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকাল কামনা কর তবে তোমাদের সৎকর্মপরায়নদের জন্য আল্লাহ মহা পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলূল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন এবং এ আয়াতের বিধান প্রকাশ ও প্রচারের সূচনা করলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিআল্লাহু আনহা বলেন প্রিয়নবী সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গৃহে প্রবেশ করে আমাকে ডেকে আয়াতের বিধান শোনানোর পূর্বে বললেন যে, আমি তোমাকে একটি কথা বলব-তুমি তার উত্তরটি কিন্তু তাড়াহুড়া করে দেবে না। বরং তোমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শের পর দেবে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিআল্লাহু আনহা বলেন আমাকে আমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ না করে মতামত প্রকাশ করা থেকে যে বারণ করেছিলেন তা ছিল আমার প্রতি তাঁর পক্ষ থেকে এক অপার অনুগ্রহ। কেননা তাঁর অটুট বিশ্বাস ছিল যে, আমার পিতা-মাতা কক্ষনো আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনের পরামর্শ দেবেন না। অতঃপর যখন তিনি আমার সামনে এ আয়াত পাঠ করে শোনালেন তখন আমি সঙ্গে সঙ্গেই আরয করলাম যে, এ ব্যপারে আমার পিতা-মাতার পরামর্শ গ্রহণের জন্য আমি যেতে পারি কি ? আমি তো মহান আল্লাহ পাক, তাঁর রাসূল ও পরকালকে বরণ করে নিচ্ছি। আমার পর অন্যান্য স্ত্রীগণও একই মত ব্যক্ত করলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে দাম্পত্ত সম্পর্কের প্রতিকুলে ইহলৌকিক প্রাচুর্য ও স্বচ্ছন্দ্যকে কেউ গ্রহণ করেন নি।– সূরা আহযাব

পালকপুত্র হযরত যায়েদ

অনেকদিন আগের কথা যখন হাটে-বাজারে আদম সন্তান পশুর ন্যায় বিক্রি হত। কখনো কখনো মানুষরূপি নর পশুরা স্বাধীন বনী আদমকে জোরপূর্বক ধরে এনে বাজারে কৃতদাস হিসাবে বিক্রি করে দিত। হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযিআল্লাহু আনহু এমনই এক নিষ্ঠুরতার শিকার হন। জালেমরা তাকে স্বদেশ হতে ধরে এনে মক্কার উকায বাজারে বিক্রির জন্যে উপস্থিত করে। অতঃপর সেখান থেকে হযরত খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা তাকে ক্রয় করেন এবং কিছুদিন পর তাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর খিদমতের জন্যে পেশ

করেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে গ্রহণ করে তাকে কৃতদাসের শৃংখল হতে মুক্ত করে পুত্র সুলভ আচরণের মাধ্যমে লালন পালন করতে থাকেন। দিবস রজনীর পরিক্রমায় যখন তার মাঝে বিচক্ষনতা ফুটে উঠে তখন একদা তিনি বানিজ্যের উদ্দেশে মক্কা ত্যাগ করে অন্যত্র যাওয়ার পথে নিজ জন্মভূমির পার্শ দিয়ে অতিক্রম করেন। সেখানে তার আত্মীয় স্বজনরা তার সন্ধান লাভ করে। অতঃপর তার পিতা, চাচা এবং ভ্রাতাগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন যে, তিনি যেন বিনিময় গ্রহণ করে যায়েদকে তাদের হাতে ফিরিয়ে দেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন বিনিময়ের কোন প্রয়োজন নেই। আমি তো অনেক পূর্বেই তাকে দাসত্বের বন্ধন হতে মুক্ত করে দিয়েছি। সে যদি তোমাদের সাথে যেতে চায় তবে তোমরা তাকে হৃষ্টচিত্তে নিয়ে যাও। একথা শ্রবণ করে তারা যেন আকাশ থেকে মাটির ধরায় পতিত হলেন। কারণ সে যুগে কৃতদাসকে দাসত্বের শৃংখল হতে মুক্ত করা এক অকল্পনীয় ব্যাপার ছিল। যাহোক পরিশেষে তারা হযরত যায়েদ রাযিআল্লাহু আনহুকে স্বদেশে প্রর্তাবর্তনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল তখন তিনি জবাব দিলেন যে, আমি হযরতের নৈকট্য হতে যেতে চাই না। তিনি আমাকে ঔরসজাত সন্তান হতে অধিক স্নেহ ভালবাসা প্রদান করেন এবং মাতা পিতা হতে অত্যধিক আদর সোহাগ করেন। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উপর থেকে গোলামীর জাল ছিন্ন করে তাকে পোষ্যপুত্রের মর্যাদা দান করেছিলেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বসাধারণ তাকে তৎকালীন সময়ের প্রথা অনুযায়ী যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ বা মুহাম্মদের পুত্র যায়েদ বলে সম্বোধন করতে লাগল। পরবর্তীতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে ঐশীবাণী অবতরণ করে নির্দেশ দেন যে, তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাক। এটাই আল্লাহর কাছে ন্যায় সঙ্গত। মুফাচ্ছিরে কেরামগণ লিখেন হযরত যায়েদ রাযিআল্লাহু আনহুকে যেহেতু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পুত্র বলে সম্বোধন করা হত কিন্তু কুরআনের নিষেধাজ্ঞার কারণে তা বর্জন করার ফলে তিনি এক বিশেষ সম্মান থেকে বঞ্চিত হন। আর এর প্রেক্ষিতে পবিত্র কুরআনে শুধুমাত্র তার নামখানাই উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা তার বিনিময় প্রদান করেন।

সময়ের চাকা ঘূরে এক সময় হযরত যায়েদ রাযিআল্লাহু আনহু যৌবনে পর্দার্পন করেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ ফুফাত

বোন হযরত যয়নব বিনতে জাহশ রাযিআল্লাহ্ আনহাকে তাঁর নিকট বিয়ে দেয়ার প্রস্তাব পাঠান। হযরত যায়েদ রাযিআল্লাহ আনহু যেহেতু মুক্তি প্রাপ্ত কৃতদাস ছিলেন তাই হযরত যয়নব রাযিআল্লাহু আনহা ও তাঁর ভ্রাতা আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাযিআল্লাহু আনহু এ সম্বন্ধ স্থাপনে এই বলে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন যে আমরা বংশ মর্যাদায় তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে আয়াত অবতরণ করলেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার রমনীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার নেই। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করলে সে সুস্পষ্ট পথ ভ্রষ্টতায় লিপ্ত হবে। হযরত যয়নব ও তাঁর ভ্রাতা এ আয়াত শ্রবণ করে তাদের অসম্মতি প্রত্যাহার করে নিয়ে বিয়েতে রাযী হয়ে যান, অতঃপর বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এ বিয়েতে মোহর ধার্য হয় দশটি স্বর্ণমুদ্রা, (যার পরিমাণ প্রায় চার তোলা) ষাটটি রৌপ্য মুদ্রা (যার পরিমান আঠার তোলা) একটি ভারবাহী জন্তু, কিছু গৃহাস্থলী আসবাব পত্র, আনুমানিক পাঁচসের আটা ও পাঁচসের খেজুর। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং এগুলো নিজের পক্ষ হতে আদায় করে দেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর নির্দেশ মোতাবেক ও তাঁরই তত্ত্বাবধানে হযরত যায়েদ বিন হারেসার সাথে হযরত যয়নব রাযিআল্লাহু আনহার বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায়। কিন্তু তাদের স্বভাব প্রকৃতিতে মিল হয়নি। হযরত যায়েদ রাযিআল্লাহু আনহু আপন স্ত্রী হযরত যয়নব রাযিআল্লাহু আনহা সম্পর্কে ভাষাগত শ্রেষ্ঠত্ব, গোত্রগত কৌলিন্যাভিমান এবং আনুগত্য ও শৈথিল্য প্রদর্শনের অভিযোগ উত্থাপন করতেন। অপরদিকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ওহীর মাধ্যমে জানানো হয় যে, হযরত যায়েদ রাযিআল্লাহু আনহু হযরত যয়নব রাযিআল্লাহু আনহা কে তালাক দিয়ে দিবেন, অতঃপর হযরত যয়নব রাযিআল্লাহু আনহা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ হবেন। একদিন হযরত যায়েদ রাযিআল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে এসব অনুযোগ পেশ করতে গিয়ে হযরত যয়নবকে তালাক দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদিও মহান রাব্বুল আলামীন কর্তৃক অবহিত হয়েছিলেন যে, ঘটনার পরিণতি এ পর্যায়ে গিয়ে গড়াবে যে, হযরত যায়েদ রাযিআল্লাহু আনহু হযরত যয়নব

রাযিআল্লাহু আনহাকে তালাক দিয়ে দিবেন. অতঃপর হযরত যয়নব রাযিআল্লাহু আনহা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সহিত পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ হবেন। কিন্তু দু'কারণে তিনি হযরত যায়েদকে তালাক দিতে বারণ করলেন। প্রথমত ঃ তালাক দেয়া যদিও শরীয়ত বৈধ, কিন্তু পছন্দনীয় ও কাম্য নয়। বরং বৈধ বস্তু সমূহের মাঝে নিকৃষ্টতম ও সর্বাধিক অবাঞ্ছনীয়। আর পার্থিব দিক থেকে কোন কার্য সংঘটিত হওয়া শরীয়তের বিধানকে প্রভাবান্বিত করে না। দ্বিতীয়ত ঃ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্তরে এরূপ কল্পনার উদ্রেক হয় যে, যদি যায়েদ তালাক দেয়ার পর তিনি যয়নবের পানি গ্রহণ করেন, তবে আরববাসী বর্বর যুগের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী এই অপবাদ দিবে যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ পুত্রবধুকে বিয়ে করেছেন। যেহেতু তৎকালিন যুগে পালক পুত্রকে সকল ব্যাপারে ঔরসজাত পুত্রতুল্য মনে করা হত। এ আশংকাও তালাক প্রদান থেকে হযরত যায়েদকে বারণ করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বন্ধু সুলভ দরদমাখা শাসন বাক্য পবিত্র কুরআনে অবতীর্ণ হয়। "যখন আল্লাহ তা'আলা ও আপনি নিজে যার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন তাকে বলেছিলেন যে, তুমি নিজের সহধর্মিনীকে তোমার বিবাহধীনে থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর" এ ব্যক্তিই হযরত যায়েদ। আল্লাহ তাআলা তাকে ইসলামে দীক্ষিত করে তার প্রতি প্রথমে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। দ্বিতীয়ত ঃ নবীজীর সাহচার্য লাভের গৌরব প্রদান করেছেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রতি প্রথম অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন তাঁকে দাসত্বের শৃংখল থেকে অব্যাহতি দানের মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে এমন শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে গড়ে তোলেন যে, তাঁর প্রতি বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম পর্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন।

অতঃপর হযরত যায়েদ রাযিআল্লাহু আনহু স্বীয় স্ত্রী হযরত যয়নব রাযিআল্লাহু আনহাকে তালাক দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহিত তাঁকে পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ করে দেন। কুরআনের ভাষায় আমি আপনাকে তাঁর সাথে পরিণয়সুত্রে আবদ্ধ করে দিলাম। পক্ষান্তরে হযরত যয়নব রাযিআল্লাহু আনহা এর বিয়ের ঘটনার সাথে তথাকথিত পালকপুত্রের তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীর সঙ্গে বিয়ে হারাম হওয়া সংক্রান্ত বর্বরযুগের প্রচলিত কুপ্রথা ও ভ্রান্ত ধারণা কার্যকর ভাবে চিরদিনের জন্য খণ্ডনের

এক বিশেষ শরীয়া উদ্দেশ্য জড়িত ছিল। কেননা, সমাজ প্রচলিত কুপ্রথার কার্যকর ভাবে মূল উৎপাটন তখনই সম্ভব যখন হাতে কলমে বাস্তবে করে দেখান হয়। হযরত যয়নব রাযিআল্লাহু আনহু এর বিয়ে সংশ্লিষ্ট আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশ এ উদ্দেশের পূর্ণতা সাধনের জন্য ছিল। - সূরা আহযাব

হস্তশিল্পে বাদশাহর জীবিকা

মহান আল্লাহ হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে রেসালাতের দ্বারা সম্মানিত করার পাশাপাশি বিশ্বের রাজত্বও প্রদান করেছিলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে এমন সুমধুর কণ্ঠস্বর দান করেছিলেন যে, তিনি যখন স্বীয় মধুর কণ্ঠে আসমানী গ্রন্থ যবুর তিলাওয়াত করতেন তখন পর্বতমালা ও মহাশুন্যে উড়ন্ত পক্ষীকুলও তাঁর সহিত বিশ্ব স্রষ্টার পবিত্রতা ও তাসবীহ্ পাঠ করত। তিনি মহান প্রভুর উপাসনার সাথে সাথে সর্বদা রাজ্যের প্রজাদের সুখ-দুঃখের খোজ খবর রাখতেন। কখনও কখনও তিনি ছদ্মবেশে বিভিন্ন হাট-বাজারে গমন করতেন এবং দুর-দুরান্ত থেকে আগত লোকদেরকে তাঁর রাজ্যের খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন দাউদ কেমন লোক ? তাঁর রাজ্যে ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত রয়েছে কি না ? জনসাধারণ সুখ-শান্তিতে দিনাতিপাত করছে কি না ? এ ধরণের রকমারী প্রশ্ন করে হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম স্বীয় রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করে আত্মতৃপ্তি লাভ করার চেষ্টা করতেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর রাজত্বে ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত ছিল। সকল মানুষ সুখে শান্তিতে কালাতিপাত করতেন। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কারও কোন অভিযোগ ছিল না। তাই যাকেই প্রশ্ন করা হত সেই হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতেন এবং ন্যায় বিচারের কারণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর শিক্ষার জন্যে এবং তিনি যেন রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে আরো সংজমি হন সে জন্যে একজন ফিরিশ্তাকে মানুষ বেশে প্রেরণ করলেন। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম যখন বাজারে যাওয়ার জন্যে ছদ্মবেশে বের হলেন, তখন পথিমধ্যে সেই ফিরিশ্তার সাথে সাক্ষাৎ হল। অভ্যাস অনুযায়ী তাকেও তিনি স্বীয় রাজ্য সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্ন করলেন। মানবরূপী স্বর্গীয় ফিরিশতা জবাব দিলেন যে, দাউদ অত্যন্ত ভাল লোক। নিজের জন্যে এবং উম্মত ও প্রজাদের জন্যে তিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি। তবে তাঁর মধ্যে এমন একটি অভ্যাস

রয়েছে, যা পরিত্যাগ করলে তিনি পরিপূর্ণ কামেল মানুষ হয়ে যেতেন। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম হন্তদন্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সেটা কি অভ্যাস ? যা পরিত্যাগ যোগ্য। মানবরূপী স্বর্গীয় দুত বললেন তিনি তাঁর ও তাঁর পরিবারের ভরন-পোষণ বায়তুল মাল তথা রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে গ্রহণ করেন, যদি তিনি তা বর্জন করে স্বীয় হস্তে উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন তবে তিনি সার্বিক দিক থেকে কামেল তথা পরিপুর্ণতা অর্জন করতেন।

একথা শ্রবণ করে হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলার কাছে কাকুতি মিনতি করে প্রার্থনা করতে থাকেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ আমাকে এমন কোন হস্তশিল্প শিক্ষা দিন যার পারিশ্রমিক দ্বারা আমি নিজের ও পরিবারের ভরন-পোষণ চালাতে পারি এবং জনসাধারণের সেবা ও রাজকার্য বিনা পারিশ্রমিকে আন্জাম দিতে সক্ষম হই। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন এবং তাঁকে লৌহবর্ম নির্মাণ কৌশল শিক্ষা দিলেন। পয়গাম্বর সুলভ সম্মান স্বরূপ তাঁর জন্যে মহান আল্লাহ লোহাকে মোমের মত নরম করে দিলেন। যাতে তিনি অতি সহজেই বর্ম নির্মাণ করতে পারেন এবং স্বল্প সময়ে জীবিকা উপার্জন করে তিনি অবশিষ্ট সময়ে মহান আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে কাটাতে পারেন। আর যথাযথ ভাবে রাজকার্য পরিচালনা করতে পারেন। এরপর থেকে বিশাল সাম্রাজ্য, অগনিত ধনৈশ্বর্য ও মনি মানিক্যের অধিপতি হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম কায়িক শ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন এবং তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন। - সূরায়ে সাবা

বায়ু যাঁর বাহন

সমগ্র পৃথিবীসহ পশু-পাখি, মানব দানব এমনকি বায়ুর উপরও যিনি রাজত্ব পরিচালনা করেন তিনি হলেন হযরত সুলায়মান ইবনে দাউদ আলাইহিমাস সালাম। তিনি মহান প্রভুর নিকটে একদা প্রার্থনা করেছিলেন যে, হে আমার প্রভু আপনি আমাকে এমন রাজত্ব দান করুন যা আমার পরবর্তীতে অন্য কেউ পেতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করে তাকে এমন রাজত্ব দান করেছিলেন যে পৃথিবীতে যার দৃষ্টান্ত অনুপুস্থিত। তিনি একদা স্বীয় রাজ্যের যুদ্ধের প্রধান বাহন অশ্বরাজী পরিদর্শনে গেলেন। তিনি অশ্ব চালনাসহ অশ্বরাজীর নানান দিক পরিদর্শনে এতই মশগুল হয়ে পড়েন যে, সেদিনকার আসরের নামায কাযা হয়ে যায়। আর এই অমনোযোগিতার প্রধান কারণ ছিল অশ্ব। তিনি অশ্বরাজী

পরিদর্শন সমাপ্ত করে যখন দেখলেন মহান আল্লাহর নির্দেশ আছরের নামায কাযা হয়ে গেছে তখন তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হলেন এবং আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী সম্পদ অশ্বসমূহকে মহান স্রষ্টার সন্তুষ্টিকল্পে কুরবানী করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। অতঃপর তিনি সমস্ত অশ্বকে কুরবানী করে দিলেন। উল্লেখ্য যে এসকল অশ্ব তার মালিকানাধীন ছিল, তাই রাষ্ট্রীয় সম্পদ অপচয়ের প্রশ্নই আসে না। আর তাঁর শরীয়তে অন্যান্য প্রাণীর মত অশ্ব কুরবানী বৈধ ছিল। হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম যেহেতু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কল্পে আরোহণের জন্তু সমূহ কুরবানী করেছিলেন, তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে আরোহণের জন্যে আরো উত্তম বাহন দান করেন। তিনি বায়ুকে তাঁর আজ্ঞাধীন করে দেন। ফলে হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম তার সিংহাসনে পরিবার-পরিজন, সভাসদবর্গ ও সৈন্য বাহিনী সহ আরোহণ করতেন আর বায়ু তাঁর আজ্ঞাদীন হয়ে তিনি যেখানে ইচ্ছা করতেন সিংহাসনটি সেখানে উড়িয়ে নিয়ে যেত। কুরআনের ভাষায় আমি সুলায়মানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে যা সকালে এক মাসের পথ এবং বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত।

-সূরায়ে সাবা

মৃত্যুর পর যিনি দণ্ডায়মান

বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম যিনি রাজ্য শাসনে অদ্বিতীয় ও অনুপম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সমগ্র বিশ্বের উপরেই নয় বরং জিনজাতি, পক্ষীকুল ও নিরাকার বায়ুর উপরও তাঁর হুকুম কার্যকর ছিল। মহান আল্লাহ তাকে সব ধরণের সম্পত্তি দিয়েছিলেন, তিনি তাঁর জন্যে গলিত তাম্রের এক ঝরনা প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন। কতক জিন তার সামনে মহান আল্লাহর নির্দেশে কাজ করত। কেউ তার নির্দেশ অমান্য করে কাজে শৈথিল্য প্রদর্শন করলে মহান প্রভু ফিরিশ্তার মাধ্যমে অনলের চাবুক দ্বারা শাস্তি দিতেন। ফলে তারা হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম এর ইচ্ছানুযায়ী দুর্গ, ভাস্কর্য, হাউযসদৃশ্য বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির উপর স্থাপিত বিশাল ডেগ নির্মাণ করত। শুধু এতটুকুই নয় বরং তারা সাগরের তলদেশে ডুবিয়ে মনিমুক্তা কুড়িয়ে তাঁর ধনাগারে জমা করত এবং প্রয়োজনে তিনি তা ব্যবহার করতেন। মোট কথা আল্লাহ তা'আলা তাকে রাজ্য পরিচালনার যাবতীয় সরঞ্জামাদি দিয়েছিলেন।

কিন্তু এতসব উপায় উপকরণ থাকা সত্বেও তিনি মৃত্যুর কবল থেকে রেহাই পাননি। নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর মৃত্যু আগমান করেছে। বর্ণিত আছে যে, বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম শুরু করেছিলেন কিন্তু তিনি মৃত্যু বরণ করায় তা অসমাপ্ত থেকে যায়। পরবর্তীতে তদীয় পুত্র হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম আল্লাহর ঘরের অবশিষ্ট কাজ সমাপ্ত করার জন্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেন আর একাজটি অবাধ্যতাপ্রবণ জিনদের দায়িত্বে ন্যাস্ত ছিল। তারা হযরত সোলায়মান আলাইহিস সালাম এর ভয়ে কাজ করত। কিন্তু মহান আল্লাহর মহিমা বুঝা কঠিন, এবারও বায়তুল মোকাদ্দাসের অবশিষ্ট কাজ সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল। কিন্তু জিনেরা তাঁর মৃত্যু সংবাদ জানতে পারলে তৎক্ষনাৎ নির্মাণ কাজ বর্জন করে চলে যাবে। তবে কি এবারও বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ অসমাপ্ত থেকে যাবে ? না ! এবার আর অসমাপ্ত থাকার সুযোগ নেই। মহান পরাক্রমশালী রাব্বুল আলামীন তাঁর গৃহনির্মাণ পুর্ণতায় পৌছানোর জন্যে এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করলেন। হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি খোদায়ী নির্দেশে এর ব্যবস্থা এই করলেন যে, মৃত্যুর পূর্বক্ষনে তিনি মৃত্যুর জনে প্রস্তুত হয়ে স্বীয় মেহরাবে প্রবেশ করলেন। মেহ্‌রাবটি স্বচ্ছ স্ফটিকদ্বারা নির্মিত ছিল। ফলে বাহির থেকে ভিতরের সবকিছু স্পষ্ট দেখা যেত। তিনি নিয়মানুযায়ী এবাদতের উদ্দেশে ছড়িতে ভর দিয়ে দণ্ডায়মান হয়ে গেলেন, যাতে তাঁর রূহ (আত্মা) দেহ হতে বের হয়ে যাওয়ার পরও দেহখানি ছড়ির সাহায্যে স্বস্থানে অনড় থাকে। বিধির বিধান অনুযায়ী যথা সময়ে তাঁর রূহ দেহপিঞ্জির ছেড়ে গেল। কিন্তু ছড়ির উপর ভর করে তাঁর প্রাণহীন দেহ খানি অলৌকিক ভাবে দণ্ডায়মান থাকায় বাহির থেকে অনুভব হচ্ছিল যে, তিনি যেন মহান আল্লাহর উপাসনায় মশগুল রয়েছেন। আর নিকটে গিয়ে দর্শনের সাধ্য জিনদের ছিল না বিধায় তারা তাঁকে জীবিত ভেবে দিবসেরপর দিবস বিরামহীন ভাবে কাজ করতে থাকে। অবশেষে এক বৎসরকার পর্যন্ত তাদের অসম শ্রম ব্যয়ের দ্বারা আল্লাহ তা'আলার মহান ঘর বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়ে যায়। ইত্যবসরে আল্লাহ তা'আলা সোলায়মান আলাইহিস সালাম-এর ছড়িতে ইউপোকা লাগিয়ে দিয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনে একে দাব্বাতুল আরদ' বলা হয়েছে। ইউপোকা ভিতর হতে ছড়িখানা খেয়ে নিঃশেষ করে ফেলে। অতঃপর ছড়ির ভর খতম হয়ে গেলে

আল্লাহ্ তা'আলার পয়গাম্বর জগতের প্রতাপশালী বাদশাহ্ হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম এর অসাড় অবয়ব খানি মৃত্তিকায় লুটিয়ে পড়ে। তখন জিনেরা জানতে পারে যে, তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে।

উল্লেখ্য যে উপরোক্ত ঘটনার দ্বারা একথা প্রতীয়মান হয় যে, যদিও জিনেরা কয়েক মুহুর্তে দুরদুরান্তের পথ অতিক্রম করতে পারত। কিন্তু তারা অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে সামান্যও অবগত ছিল না। অন্যথায় তারা এ রকম হাড়ভাঙ্গা খাটুনি দিয়ে বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজে লিপ্ত থাকত না। - সূরায়ে সাবা

ঐতিহাসিক মাআবের নগরী

ইয়ামেনের রাজধানী সানআ থেকে তিন মন্‌যিল দুরে মাআবের নগরী অবস্থিত। এখানেই ছিল ঐতিহাসিক সাবা সম্প্রদায়ের বসতি। এই ঐতিহ্যবাহী সম্প্রদায়ের মাঝে অনেক গোত্র ছিল। যাদের ভিতরে বড় বড় ধনাট্য এবং বিলাস প্রিয় এমন অসংখ্য লোক ছিল যারা সুখ-সাচ্ছন্দে ও নিশ্চিন্ততার সর্বোচ্চ শিখরে পৌছেছিল। এই সম্প্রদায় ইয়ামনের নেত্রীস্থানীয় ও শাসক শ্রেণীর ছিল, যারা তৎকালীন সময়ে শত বৎসর পর্যন্ত অত্যন্ত শান শওকতের সহিত রাজ্য শাসন করতে ছিল। তাদের মধ্যে আল্লাহে বিশ্বাসীও ছিল এবং প্রতিমা পূজারীও ছিল। মোটকথা সাবা নগরীর অর্থনৈতিক ও সামাজিকতার সামান্য চিত্র এমনছিল যে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকায় শহরটি অবস্থিত ছিল। প্রাচীনকালে বর্ষা মৌসুমে উভয় পাহাড় হতে বৃষ্টির পানি গড়িয়ে শহরে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করত এবং বন্যার রূপ ধারণ করত। ফলে নগরবাসীর জীবন বিপর্যস্ত হয়ে যেত। তাই তৎকালিন দেশের সম্রাটগণ নগর বাসীকে এবং তাদের ক্ষেত-খামার সমুহকে বন্যার কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে উভয় পাহাড়ের মধ্যে এমন ভাবে একটি শক্ত ও মজবুত বাঁধ নির্মাণ করেদেন যে, এ বাঁধ পাহাড় থেকে আগত বন্যার পানি রোধ করে পানির একটি বিরাট ভাণ্ডার তৈরী করে দেয়। অপর দিকে পাহাড়ী ঢলের পানিও এতে সঞ্চিত হতে থাকে। আর উক্ত বাধেঁর উপরিভাগে, মাঝখানে ও নিম্নদেশে পানি বের করার জন্যে তিনটি ফটক নির্মাণ করা হয় যাতে সঞ্চিত পানি প্রয়োজন মত সুশৃংখল ভাবে নগরবাসী এবং তাদের ক্ষেত-খামার ও বাগ-বাগীচায় পৌছানো যায়। প্রথমে উপরিভাগের ফটক খুলে পানি ছেড়ে প্রয়োজন মেটানো হত। উপরের স্তরের পানি শেষ হয়ে গেলে মাজের

গেট উন্মুক্ত করা হত এবং সর্বশেষ তলদেশের তৃতীয় ফটক খুলে পানি বের করা হত। পরবর্তী বৎসর বর্ষা মৌসুমে বাঁধের তিনটিস্তরই পুনরায় পানিতে ভরপুর হয়ে যেত। এদিকে বাঁধের পাদদেশে পানি সংরক্ষণ করার উদ্দেশে একটি সুবৃহৎ আধার নির্মাণ করা হয়েছিল। আর ইহা থেকে পানির বারটি খাল তৈরী করে নগরীর চতুর্পাশে পৌছানো হয়েছিল। এসকল খালে প্রায় একই গতিতে পানি প্রবাহিত হত এবং নাগরীকদের নানামুখি প্রয়োজন মিটাত।

মোটাকথা দুই পাহাড়ের মাঝে বাঁধ নির্মাণের কারণে মাআরেব নগরবাসী একদিকে যেমন অকাল বন্যার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল অপরদিকে তেমনি শুষ্ক মৌসুমে পানি সরবরাহের সুবর্ণসুযোগ পেয়েছিল। ফলে বাঁধ নির্মাণের পর অতি অল্প দিনের মধ্যেই নগরীর পার্শে ডানে বামে পাহাড় দ্বয়ের পাদদেশে ফল-মুলের সুদীর্ঘ বাগীচা গড়ে ওঠে। কতক মুফাসসিরীনদের মতে বাগানদ্বয়ের দৈর্ঘ তিনশত বর্গমাইল ছিল। এ সকল সংরক্ষিত উদ্যানে মনোমুগ্ধকর সুগন্ধিময় বৃক্ষরাজী এবং রকমারী সুস্বাদুময় ফলমুলে ভরপুর ছিল। দারুচিনি এবং শুষ্ক খর্জুরের ঘন বৃক্ষাধিক্য ছিল। অবস্থা এই ছিল যে একজন লোক মাথায় খালি ঝুড়ি নিয়ে গমন করলে গাছ থেকে ঝড়া ফলমুল দ্বারা তা আপনা আপনি ভরে যেত, হাত লাগানোরও প্রয়োজন হত না।

শহরের আবহাওয়া অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও সাস্থ্যকর ছিল। নগরীটি নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত ছিল এবং সমগ্র শহরে কোথাও মশা-মাছি, ছারপোকা সাপ বিচ্ছুর মত ইতর প্রাণীর নাম গন্ধও ছিলনা। বহিরাগত কোন ব্যক্তি শরীরে ও কাপড় চোপড়ে উকুন ইত্যাদি নিয়ে এ শহরে পৌছলে সেগুলো আপনা আপনি মরে সাফ হয়ে যেত। ফলে শহরের বিভিন্ন স্থানে সরাইখানা বিশ্রামাগার ও পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছিল যাতে পর্যটকগণ অতি সহজেই প্রশান্তি ও নিরাপত্তার সাথে ভ্রমণ এবং বিভিন্ন স্থাপনা দর্শনে তৃপ্ত হত। সাবা সম্প্রদায়ের সম্পদ ও প্রাচুর্যের প্রধান ভিত্তি ছিল বানিজ্য যা কোন রাষ্ট্র সম্পদশালী হওয়ার জন্য সব চেয়ে বড় হাতিয়ার। ইয়ামনের একদিকে ঐতিহাসিক সিন্ধু বন্দর এবং অপরদিকে ছিল গরুত্বপূর্ণ আফ্রিকা বন্দর। ফলে অতি সহজেই হিন্দুস্থান ও হাবশা হতে সোনা, মূল্যবান পাথর, মসলা, সুগন্ধি ও হাতির দাঁতসহ রকমারি মুল্যবান জিনিস পানি পথে এসে ইয়ামন অবতরণ করত এবং সেখান থেকে মরুর জাহাজ বলে খ্যাত উষ্ট্রীর উপর বোঝাই করে রক্তিম সাগরের কুল

ঘেষে শুষ্ক রাস্তা দিয়ে হিজাজ অতিক্রম করে সিরিয়া ও মিসর রপ্তানি করা হত। এই বানিজ্যিক কাফেলার যাতায়াতের ফলে ইয়ামন হতে সিরিয়া পর্যন্ত এক দীর্ঘ লোকালয় গড়ে ওঠে, যেখানে যাত্রীদল নির্ভয় ও নিঃসঙ্কোচে ভ্রমণ করত। আর রাস্তার দুধারে গড়ে ওঠেছিল সরাইখানা, ফলে বনিক দল অতি সহজেই চাহিদা অনুযায়ী সর্বধরণের খাবার গ্রহণ করতে সক্ষম হত।

কিন্তু উক্ত নগরীর বাসিন্দাগণ এ সকল ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হয়ে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের মর্যাদা দিতে ব্যর্থ হল। তারা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের স্থলে তাঁর প্রদত্ত সমূহ নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগল। তখন নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা তাদের হিদায়াতের জন্যে তৎকালিন পয়গাম্বরের মাধ্যমে সতর্কবানী অবতরণ করলেন। পয়গাম্বগণ তাদেরকে বললেন এ সকল নিয়ামত ও ভোগ্য সামগ্রী কেবল পার্থিব জীবন পর্যন্তই সীমিত নয়। বরং শুকরিয়া আদায় করতে থাকলে পরজগতে আরও বৃহৎ ও স্থায়ী নিয়ামতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। কারণ এ সকল নিয়ামতের স্রষ্টা ও তোমাদের পালনকর্তা ক্ষমাশীল। কৃতজ্ঞতা স্বীকারে ত্রুটিবিচ্যুতি হয়ে গেলে তিনি ক্ষমা করবেন।

কিন্তু মাআবের নগরীর সাবা সম্প্রদায় আল্লাহ তাআলার সুবিস্তৃত নিয়ামত ও পয়গাম্বরগণের হুশিয়ারী সত্বেও যখন সাবা সম্প্রদায় আল্লাহর আদেশ পালনে বিমুখ হল তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্যে দুই পাহাড়ের মধ্যে নির্মিত সুদৃঢ় বিশাল বাঁধের গোড়ায় অন্ধ ইঁদুর নিয়োজিত করে দিলেন এ বাঁধটি ইদুরের মাধ্যমে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে সে মতে বাঁধের গোড়ায় ইঁদুর দেখে তারা বিপদ সংকেত বুঝতে পারল। ইঁদুর নিধনের উদ্দেশে তারা বাঁধের নীচে অনেক বিড়াল ছেড়ে দিল যাতে ইঁদুরগুলো বাঁধের কাছে আসতে না পারে। কিন্তু আল্লাহর বিধান প্রতিরোধ করার সাধ্য কার? বিড়ালেরা ইঁদুরের কাছে হার মানল এবং ইদুরগুলো বাঁধের ভিত্তিতে প্রবিষ্ট হয়ে গেল। ইদুরগুলো রাতদিন বাঁধের গোড়ায় গর্তখুড়ে এর ভিত্তি দুর্বল করে দিল। ফলে বৃষ্টির মৌসুমে পানির চাপে বাঁধের দুর্বল ভিতের মাঝে ফাটল সৃষ্টি হয়ে গেল। তারা বাঁধ রক্ষার প্রাণপন চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল। অবশেষে একদিন বাঁধ ভেঙ্গে পিছনের সঞ্চিত পানি সমগ্র নগরীতে ছড়িতে পড়ল। নগরীর সমস্ত ঘর-বাড়ী বিধ্বস্ত হল গাছ-পালা উজাড় হয়ে গেল। পাহাড়ের পাদদেশের দু'সারি দীর্ঘ উদ্যানের পানি শুকিয়ে গেল।

ঐতিহাসিক বর্ণনা মতে সাবা সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক বিচক্ষণ ও দুরদর্শী লোক ইঁদুর দেখা মাত্রই সেস্থান ত্যাগ করে অন্যত্র সরে যায়। আর অবশিষ্টরা সেখানেই রয়ে যায়। কিন্তু বন্যাশুরু হলে আরও কিছু লোক স্থানান্তররিত হয়ে অন্যত্র চলে যায় এবং অধিকাংশই বন্যায় প্রাণ হারায়। মোট কথা সমস্ত শহর বিরান হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা তাদের মূল্যবান ফল-মুলের বৃক্ষের পরিবর্তে তাতে এমন বৃক্ষ উৎপন্ন করলেন যার ফল ছিল বিস্বাদ। সেখানে ঝাড়-জংগল, তিক্ত ও কাঁটাবিশিষ্ট বৃক্ষসহ অসংখ্য জংলী গাছ জন্মে মানুষের বসবাসের অনুপযোগি হয়ে যায়। এটা ছিল কুফুরির কারণে তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার শাস্তি। - সূরায়ে সাবা

আজব শহর ইনতাকিয়া

ইনতাকিয়া সিরিয়ার একটি প্রাচীন নগরী। যা একটি উপকুলীয় নগরী হিসাবে খ্যাত। এবং স্বীয় সমৃদ্ধি ও স্থাপত্যের জন্যে প্রসিদ্ধ ছিল। এ নগরীর দুর্গও নগর প্রাচীন দর্শনীয় বস্তু ছিল। কিন্তু ইনতাকিয়া শহরের অধিবাসিগণ মুর্তি পূজারী ছিল। তাই তৎকালীন পয়গাম্বর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তাদেরকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্যে স্বীয় দুইজন বিশ্বস্ত সহচরকে হিদায়াতের পয়গাম দিয়ে প্রেরণ করেন। সেই শহরের একপ্রান্তে হাবীবে নাজ্জার নামক এক ব্যক্তি বসবাস করত। সে নিজে মতান্তরে তার ছেলে কুষ্ট রোগগ্রস্থ ছিল। পূর্ব পুরুষদের পরম্পরায় তারাও যেহেতু হাতে গড়া প্রতিমার পূজা করত তাই কাল্পনিক উপাস্যদের কাছে আরোগ্য লাভের বৃথা প্রার্থনা করতে করতে স্বীয় জীবনের সত্তর বৎসর অতিবাহিত করে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর প্রেরিত দুতগণ ঘটনাক্রমে সে প্রান্তবর্তী দ্বার দিয়ে ইনতাকিয়া শহরে প্রবেশ করার মনস্থ করলেন। যখন তারা ঐ জনপদের নিকটবর্তী হলেন তখন হাবীবে নাজ্জার নামক ব্যক্তিটির সঙ্গেই তাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সে তখন বকরী চড়াচ্ছিল। তারা তাকে মুর্তিপূজা পরিত্যাগ করে এক আল্লাহর উপসনা করার দাওয়াত দিলেন। সে বলল আপনাদের দাবী যে সত্য তার কোন প্রমান বা নির্দশন আছে কি ? তারা বললেন হ্যাঁ! আমরা মরণব্যাধি রোগের জন্যে আমাদের পরওয়ারদিগারের নিকট প্রার্থনা করলে তিনি রোগমুক্ত করে দিবেন। একথা শ্রবণ করে সে আশ্চার্য হয়ে বলল আমি সত্তর বৎসর যাবৎ দেব-দেবীর কাছে প্রার্থনা করে ফিরছি, কিন্তু

কোনই উপকারে আসেনি। আর আপনাদের পরওয়ারদিগার একদিনে কিরূপে রোগমুক্ত করে দেবেন ? প্রেরিত দুতগণ বললেন হ্যাঁ! আমাদের প্রভু সর্বশক্তিমান। আর তুমি যাদেরকে প্রভুজ্ঞানে উপাস্য স্থির করেছ, তাদের কোন ক্ষমতা নেই। তারা কারো উপকার বা অপকার করতে পারে না।

অতপর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর প্রেরিত দুতগণ তার বা তার সন্তানের রোগ মুক্তির জন্যে মহান প্রভুর দরবারে প্রার্থনা করলেন এবং তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। তৎক্ষনাৎ মহান রাব্বুল আলামীন তার অশেষ কৃপায় তাকে পরিপূর্ণ সুস্থ করে দিলেন। এই দৃশ্য অবলোকন করে হাবীবে নাজ্জার কাল বিলম্ব না করে আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন। তারপর আরো কিছু লোক তাঁদের হাতে সুস্থতা লাভ করে। অতঃপর উক্ত রাজ্যের বাদশাহ যখন আল্লাহর পথে আহবানকারী দুতদের কথা জানতে পারল তখন সে তাদেরকে জিজ্ঞেস করল আমাদের উপাস্য ব্যতীত তোমাদের অন্যকোন প্রভু রয়েছে ? তারা জবাব দিলেন হ্যাঁ। যিনি আপনাকে এবং আপনার উপাস্যদেরকে সৃষ্টি করেছেন। একথা শ্রবণ করে সে বলল একটু অপেক্ষা কর আমি সামান্য ভেবে নেই। একথা বলে সে তাদেরকে গ্রেফতার করে ফেলল। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তখন শামউনকে ইনতাকিয়া অভিমুখে রওয়ানা করে দিলেন। তিনি স্বীয় আকৃতি পরিবর্তন করে বাদশাহর দরবারে পৌছলেন এবং সভাসদদের মজলিসে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে বাদশাহর নিকট পর্যন্ত পৌছে গেলেন। বাদশাহর সহিত কথা বার্তার ফাঁকে তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমি শ্রবণ করেছি আপনি নাকি দুইজন ব্যক্তিকে আবদ্ধ করে রেখেছেন ? আপনি কি কখনও তাদের চিন্তা-ভাবনা এবং কথা-বার্তা শ্রবণ করেছেন ? তখন বাদশাহ কথোপকথন অস্বীকার করল। সুতরাং পুনরায় তাদের দুজনকে দরবারে উপস্থিত করা হলে শামউন তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন তোমাদেরকে কে পাঠিয়েছেন ? তারা জবাবে বললেন আমাদেরকে ঐ আল্লাহ প্রেরণ করেছেন যিনি সকল কিছুর স্রষ্টা এবং তার কোন শরীক নেই। একথা শ্রবণে শামউন বলল তোমরা তাঁর কিছু গুনাগুন সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা কর। তারা বলল তিনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন এবং যা ইচ্ছা তার বিধান দিতে পারেন। শামউন জিজ্ঞেস করল তোমাদের নিকট রাসূল হওয়ার পরিচয় কি ? তারা জবাবে বললেন বাদশাহ যে ধরণের প্রমান চায় আমরা তা দিতে প্রস্তুত আছি।

অতএব তৎক্ষনাৎ একজন জন্মান্ধ ছেলেকে উপস্থিত করা হল। তারা তার জন্যে দোয়া করলেন, আর অমনি তার চোখের দৃষ্টি ফিরে এল। প্রথম পরীক্ষায় তারা উত্তীর্ণ হওয়ার পর পুনরায় তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হল তোমরা কোন মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতে পার ? তারা জবাব দিল হ্যাঁ, আমরা মৃতব্যক্তিকে জীবিত করতে পারি। অতঃপর তারা কথা অনুযায়ী এক সপ্তাহ পুর্বে নিহত এক ছেলেকে জীবিত করল। ছেলেটি জীবিত হয়ে বলল যে, আমাকে জাহান্নামের সপ্তম স্তরে রাখা হয়েছিল। অতএব তোমাদের কল্যাণ এতেই নিহিত যে, তোমরা এ সকল দূতদের কথা মেনে নাও। কিন্তু এত কিছুর পরও যখন তারা মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করল না তখন শামউনসহ তিনজন দুতই দৃঢ় ভাবে বাদশাহর ভরা মজলিসে দাবি করলেন "আমাদের প্রতিপালক জানেন আমরা অবশ্যই তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। পরিষ্কার ভাবে আল্লাহর বানী পৌছে দেয়াই আমাদের দায়িত্ব। রাসুলগণের মুখে একথা শ্রবণ করে ইনতাকিয়া বাসীরা ক্ষীপ্ত হয়ে উঠল এবং বলল আমরা তোমাদেরকে অশুভ অকল্যাণকর মনে করছি। যদি তোমরা তোমাদের এ আহবান হতে বিরত না হও তবে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্পর্শ করবে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। রাসুলগণ তাদের পক্ষ হতে একঠুর হুমকি শ্রবণ করার পর দৃঢ়তার সাথে বললেন তোমাদের অকল্যাণ তোমাদের সাথেই থাকবে। তবে এটা কি এজন্যে যে আমরা তোমাদেরকে সদুপদেশ দিয়েছি ? বস্তুতঃ তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম কর্তৃক প্রেরিত দুতদের বাদশাহর সামনে এ ধরণের হেস্তনেস্ত হওয়ার কথা শ্রবণ করে শহরের এক প্রান্তে বসবাসকারী হাবীবে নাজ্জার নামক ব্যক্তি যিনি পুর্বে ঈমান এনেছেন তিনি ছুটে এলেন এবং স্বীয় সম্প্রদায়কে একত্ববাদের কথা বুঝিয়ে আপন ঈমান ঘোষণা করলেন। ফলে তৎক্ষনাৎ গোটা সম্প্রদায় তাঁর শত্রু হয়ে গেল এবং সবাই তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন সকল দুরাচারি হতভাগারা তাঁকে লাথি মেরে মেরে শহীদ করে দিল। আর সে সময়ও তিনি বলতেছিলেন হে আমার পালনকর্তা আমার সম্প্রদায়কে হেদায়েত করুন। হাবীবে নাজ্জার বীরত্বের সাথে আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করে দিলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে বিশেষ সম্মান ও অনুগ্রহ মুলক ব্যবহার করে জান্নাতে প্রবেশের আদেশ প্রদান

করেন। তিনি যখন এই সম্মান, অনুগ্রহ ও জান্নাতের অতুলনীয় নিয়ামত সমূহ প্রত্যক্ষ করলেন, তখন নির্যাতনকারী স্বীয় সম্প্রদায়ের কথা স্বরণ করে মু'মিন সুলভ বাসনা প্রকাশ করলেন যে, হায় আমার সম্প্রদায় যদি আমার অবস্থা সম্পর্কে অবগত হত যে, রাসূলগণের আহবানে সাড়া দিয়ে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের প্রতিদানে মহান প্রভু আমাকে কিরূপ অনুগ্রহ, সম্মান ও চিরস্থায়ী নিয়ামত দান করেছেন তবে সম্ভবত ঃ তারাও বিশ্বাস স্থাপন করত।

ইনতাকিয়ার অধিবাসীরা যখন আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী হাবীবে নাজ্জারকে অত্যন্ত নির্মমভাবে শহীদ করে দিল তখন আল্লাহ তা'আলার ক্রোধে প্রাবল্য দেখা দিল। ফলে তিনি তৎক্ষনাৎ তাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করলেন। আর তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্যে আল্লাহ তাআলা আকাশ হতে ফেরেশ্‌তাদের কোন বাহিনী প্রেরণ করেন নি। বরং হযরত জিব্রাইল আমীন শহরের ফটকের দুই বাহুধরে এমন কঠোর ও বিকট এক চিৎকার দিলেন যার ফলে সেই মুহুর্তেই সবারই প্রাণ বায়ু বের হয়ে গেল। আর সাথে সাথেই কোলাহল মোখর ইনতাকিয়া শহর চিরদিনের জন্যে নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেল। -সূরায়ে ইয়াসীন

একটি আত্মত্যাগের কাহিনী

ব্যাবিলনের (বর্তমান ইরাক) 'উর' নামক শহরে জন্মগ্রহণকারী আল্লাহ তা'আলার পয়গাম্বর হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালাম দীন প্রচারে রকমারী বাঁধার সম্মুখীন হয়ে হিজরত করে প্যালেস্টাইন (বর্তমান সিরিয়া) চলে যান। সাথে তাঁর সহ ধর্মিনী সারা ও ভাগ্নে হযরত লুত আলাইহিস সালামও ছিলেন। তখনও পর্যন্ত তার কোন সন্তান ছিল না। হযরত সারা যখন দেখলেন যে, তাঁর গর্ভে কোন সন্তান হচ্ছে না, তখন তিনি নিজেকে বন্ধাই মনে করলেন। এদিকে মিসরের তৎকালিন সম্রাট ফেরাউন তার হাজেরা নাম্নী কন্যাকে হযতর সারার খিদমতের জন্যে দান করে ছিল। হযরত সারা হাজেরাকে হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালাম এর খিদমতে দিয়ে দিলেন অতঃপর তিনি তাকে পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ করে নিলেন। এ হাজেরার গর্ভেই হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম জন্ম গ্রহণ করেন। কিছু দিন পর শিশু ইসমাইল আলাইহিস সালামকে হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহর নির্দেশে বিবি হাজেরাসহ মক্কার

জনমানবহীন প্রান্তরে রেখে আসেন। দিবস রজনীর পরিক্রমায়া শিশু ইসমাঈল আলাইহিস সালাম পিতার সাথে চলাফেরা করার মত বয়সে উপনিত হল। তাফসীর কারকগণের মতে তার বয়স তখন তের বছর ছিল।

তখন হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালাম এক রজনীতে স্বপ্নে দেখেন তিনি প্রিয় পুত্র ইসমাঈলকে জবেহ করতেছেন। একথা স্বীকৃত সত্য যে,পয়গাম্বরের স্বপ্নও ওয়াহী বটে। তাই এ সপ্নের অর্থ ছিল এইযে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালাম এর প্রতি একমাত্র পুত্রকে জবেহ করার হুকুম হয়েছে। অতএব হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালাম আপন পুত্র হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে স্বীয় স্বপ্নের কথা এভাবে ব্যক্ত করলেন 'হে বৎস আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে জবেহ করতেছি এখন তোমার অভিমত কি ভেবে দেখ। পিতার মুখে একথা শ্রবণ করে তিনি উত্তরে বললেন ওহে আমার পিতা আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে তা বাস্তবায়ন করুন। আল্লাহ চাহে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভূক্ত পাবেন।'

অতঃপর যখন পিতা-পুত্রকে জবেহ করতে এবং পুত্র জবেহ হতে সম্মত হলেন তখন শয়তান পথিমধ্যে তিনবার হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালামকে প্রতারিত করার চেষ্টা করে এবং প্রত্যেকবারই হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালাম তাকে সাতটি কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে তাড়িয়ে দেন। অদ্যাবদি এই প্রশংসনীয় কাজের স্মৃতি স্বরূপ মদীনায় তিন বার কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে উহার বাস্তবায়ন হয়। অবশেষে মিনা প্রান্তরে পৌছে পুত্র পিতাকে বললেন হে সম্মানিত পিতা আমাকে খুব দৃঢ়ভাবে বেঁধে নিন, যাতে আমি ছটফট না করতে পারি এবং আপনার পরিধেয় বস্ত্রও সামলে নিন, যাতে আমার রক্তের ছিটা তাতে না পড়ে। এতে আমার মহান আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত প্রতিদান হ্রাস পেতে পারে। আর আপনার ছুরিটাও ভালভাবে ধার দিয়ে নিন এবং তা আমার গলায় দ্রুত চালাবেন, যাতে আমার প্রাণ সহজে বের হয়ে যায়। একমাত্র পুত্রের মুখে এসব কথা শুনে পিতার মানসিক অবস্থা কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দৃঢ়তার অটল পাহাড় হয়ে জওয়াব দিলেন, বৎস মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করার জন্যে তুমি আমার চমৎকার সহায়ক হয়েছে। অতঃপর তিনি পুত্রকে চুম্বন করলেন এবং অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তাকে বেঁধে নিলেন।

তারপর তাকে সোজা করে শুইয়ে দিলেন, কিন্তু বার বার ছুরি চালানো সত্বেও গলার সামান্য অংশও কাটছিল না। কেননা আল্লাহ্ স্বীয় কুদরতে পিতলের একটি টুকরা মাঝখানে অন্তরায় করে দিয়ে ছিলেন, ফলে পিতা-পুত্র উভয়েই অস্থির হয়ে গেলেন। তখন পুত্র হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম নিজেই আবদার করে বললেন হে পিতা আমাকে কাত করে শুইয়ে দিন। কারণ আমার মুখমণ্ডল দেখে আপনার মধ্যে পৈতৃক স্নেহ উথলে উঠে। ফলে গলা পূর্ণরূপে কাটা হয় না। এছাড়া ছুরি দেখে আমিও ঘাবড়ে যাই। সেমতে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাকে কাত করে এমন ভাবে শুইয়ে দিলেন, যাতে কপালের একদিক মাটি স্পর্শ করেছিল। অতঃপর তিনি আপন পুত্রের গলায় অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ছুরি চালাতে লাগলেন। কিন্তু এবারও তিনি লক্ষস্থলে পৌঁছতে পারলেন না। এমনি এক হৃদয়বিদারক মুহূর্তে বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ডেকে বললেন 'হে ইব্রাহীম তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখালে। অতএব এখন তোমার এই পরীক্ষা পূর্ণ হয়ে গেছে। তাই তাকে ছেড়ে দাও। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম উপরোক্ত গায়েবী আওয়াজ শ্রবণ করে উর্ধ্বগগনে তাকালেন, সহসাই তিনি হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালামকে একটি স্বর্গীয় দুম্বা সহ গমন করতে দেখলেন।

মোটকথা, সেই বেহেশ্তের দুম্বা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে দেওয়া হল। তিনি তৎক্ষনাৎ আল্লাহর নির্দেশক্রমে পুত্রের পরিবর্তে সেটি কোরবানী করলেন। - সূরা আস্সাফফাত

একটু খানি ভুলের তরে

আল্লাহ্ তা'আলার পয়গাম্বর হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম তার সময়কে চারভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন। একদিন জনসাধারণের বিচার আচারের জন্যে নির্ধারিত ছিল। দ্বিতীয় দিন আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত বন্দেগীর জন্যে, তৃতীয়দিন স্বীয় বিবি বাচ্চা ও অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যয় করতেন। আর চতুর্থদিন জন সাধারণকে ওয়াজ নসিহত করার জন্যে নির্ধারিত করেছিলেন। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম তাঁর উপর প্রেরিত আসমানী কিতাব যাবুর তিলাওয়াত করতেন, যার মাঝে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম, হযরত ইসহাক

আলাইহিস সালাম, হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামসহ নবীগণের পদমর্যাদার আলোচনা ছিল। যা তিনি পাঠ করতেন। একদা তিনি প্রার্থনা করলেন ' হে প্রভু আমি অনুধাবন করেছি যে সকল সৌন্দর্য ও পদমর্যাদা তো আমার পিতৃপুরুষগণ নিয়ে গেছেন, যারা আমার পূর্বে অতিবাহিত হয়েছেন। আমাকেও তাদের মত পদমর্যাদা প্রদান করুন। আল্লাহ তা'আলা ওয়াহী প্রেরণ করলেন এই বলে যে, হে দাউদ তাদেরকে তো রকমারি ভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু তোমাকে তো তাদের মত পরীক্ষায় ফেলা হয়নি। যেমন হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে নমরূদের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ ও স্বীয়পুত্র জবেহ করার নির্দেশ, হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম জবেহের উপর রাজি হয়ে যাওয়া। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এর পরীক্ষা হয়েছিল আপন সন্তান ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর বিচ্ছেদের মাধ্যমে। আর তারা সকলেই সমূহ বিপদে ধৈর্য ধারণ করে ছিলেন। মহান প্রভুর পক্ষ হতে এ প্রত্যাদেশ শ্রবণ করে হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম আবেদন করলেন, হে আমার প্রতিপালক আপনি যদি আমার এ ধরণের পরীক্ষা নেন তবে আমিও অটল থাকব।

তখন আল্লাহ তা'আলা পুনঃ ওয়াহী প্রেরণ করলেন আচ্ছা! উমুক মাসের উমুক তারিখে তোমার ইন্টারভিউ হবে। সুতরাং তুমি চৌকান্না থেক। যখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নির্ধারিত ইন্টারভিউর তারিখ এল তখন আল্লাহর নবী হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম স্বীয় উপাসনালয়ের অভ্যন্তরে যাবুর কিতাব পাঠ করায় আত্ম নিয়োগ করলেন। ইতিমধ্যে তিলাওয়াতের মাঝে শয়তান একটি সুশ্রি কবুতরের আকৃতিতে তাঁর সামনে অবতরণ করল। যা সোনার তৈরি ছিল, সর্ব প্রকার সৌন্দর্য তার মাঝে বিদ্যমান ছিল এবং উহার ডানা মুতি এবং যমরুদের ছিল। কবুতরটি উঠে হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এর সামনে অবস্থান করলে তিনি তার সৌন্দর্যে বিমুহিত হয়ে গেলেন এবং তাকে ধরার জন্যে তার দিকে হস্ত প্রসারিত করলেন, যেন তিনি তা বনী ইসরাঈলদেরকে দেখাতে পারেন আর তারাও যাতে আল্লাহ তা'আলার কুদরতের প্রত্যক্ষদর্শী হয়। তখনই কবুতরটি উড়ে গিয়ে এতটুকু দুরত্বে বসল যে তিনি আর বসে তাকে ধরতে পারলেন না। ফলে হযরত দাউদ আলাইহিস সালামএর উঠে সামনে গিয়ে ধরার লোভ হল, যেহেতু উহা অধিক দুরে যায় নি। তিনি যখন তার দিকে অগ্রসর হলেন তখন উহা একপ্রান্তে চলে গেল। তিনি সেখানেও উহার পিছু নিলেন।

তখন কবুতরটি উড়ে ভেন্টিলেটারে গিয়ে বসল। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম সেখানেও তাকে ধরার জন্যে অগ্রসর হলে কবুতরটি সেখান থেকেও উড়ে গেল। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম ভেন্টিলেটার হতে লক্ষ রাখতে ছিলেন যে, কবুতরটি গিয়ে কোথায় বসে, উদ্দেশ এই ছিল যে কাউকে পাঠিয়ে হলেও উহাকে ধরে আনবে। তিনি অপলক নেত্রে উহার দিকে তাকিয়ে ছিলেন, সহসা কবুতরটি একটি হাউজের কিনারা দিয়ে উড়ে গেল যার পার্শে বাগিচায় একজন সুশ্রি রমনী গোসল করতে ছিল। তার সৌন্দর্য এত অধিক ছিল যে, হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম তার রূপ দেখে বিমুহিত হয়ে গেলেন। সহসা রমনীর দৃষ্টিও হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এর উপর পড়ল এবং সে তার উপর কোন পুরুষের প্রতিবিম্ব দেখে তৎক্ষনাৎ মাথার কেশ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রেখেই শরীর আবৃত করে ফেলে। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম ইহা দেখে যার পর নাই আশ্চর্য হলেন। অতঃপর তিনি লোক মারফত ঐ মহিলা সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করেন। অনুসন্ধান করে জানা গেল যে, সে শাফে' এর কন্যা তাশাইয়া এবং সে উরইয়া ইবনে হান্নানার স্ত্রী। আর তার স্বামী বর্তমানে হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এর ভাতষ্পুত্র আইয়ূব ইবনে ছউর এর সাথে বালক্বার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে। একথা শ্রবণ করে হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম মনে মনে ভাবলেন যদি উরইয়া এই যুদ্ধে শাহাদাৎ বরন করে তবে তিনি তার সহধর্মিনীকে বিবাহ করবেন। ইহাই তার অপরাধ ছিল। পরবর্তীতে দেখাগেল সত্যি সত্যি উরইয়া সে সফরেই কোন এক যুদ্ধে শাহাদাৎ বরণ করল। অতঃপর ইদ্দত (স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী শরীয়ত নির্ধারিত যে সময় নিদৃষ্ট স্থানে অনাড়ম্বর ভাবে অতিবাহিত করে) সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি তাকে বিবাহ করেন। আর তার ঘরেই হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম এর জন্ম হয়। উরইয়া ইবনে হান্নানার স্ত্রী হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এর বিবাহ বন্ধনে আসার পর কিছু দিন অতিবাহিত হলে আল্লাহ তা'আলা দুইজন ফিরিশ্তাকে মানুষের আকৃতিতে বিশেষ উপাসনার দিবসে প্রেরণ করলেন। তারা তাঁর উপাসনালয়ে প্রবেশ করার অনুমতি প্রার্থনা করে প্রহরীদের হাতে বাধা প্রাপ্ত হয়ে প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এর নিকটে পৌছে গেল। তখন তিনি নামাযরত ছিলেন বিধায় যখন তারা তাঁর সম্মুখে পৌছে বসে পড়ল তখন তিনি অনুধাবন করতে পারলেন। আর ঐ দুইজন ফিরেশ্তা হযরত জিবরাঈল ও হযরত মিকাইল

আলাইহিস সালাম ছিলেন। যখন ফিরিশ্তাদ্বয় তাঁর সন্নিকটে পৌছে গেলেন তখন হযরত দাউদ আলাইহিমাস সালাম হতমম্ব হয়ে গেলেন। এই ভেবে যে, কোন ব্যক্তির ভিতরে আসা সম্পুর্ন নিষিদ্ধ, আর প্রহরীরা তো ফটকে নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তায় নিয়োজিত, তারা কখনও কাউকে ভিতরে আসার অনুমতি দিবে না। তারপরও এই দুই ব্যক্তি কিভাবে অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। আগন্তুক ব্যক্তিদ্বয় তাঁর ভীতিকর অবস্থা অবলেপাকন করে বলল আপনি নির্ভয় থাকুন। আমরা দুইজন একটি মোকাদ্দমা নিয়ে আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। আমাদের একজন আরেক জনের উপর কিছু বাড়াবাড়ী করেছে, আপনি ইনসাফের সহিত উহার সমাধান দিবেন এবং বাকাপথ অবলম্বন করবেন না। আর আমাদেরকে সরল পথ বাতলে দিবেন। আমাদের মোকাদ্দমা নিম্নরূপ ঃ

অতঃপর একজন বলল এই ব্যক্তি আমার ধর্মীয় ভাই। আমরা উভয়েই একই শরীয়তের প্রবক্তা। তার নিকটে নিরানব্বইটি দুম্বী রয়েছে আর আমার নিকট মাত্র একটি দুম্বী রয়েছে। অথচ সে আমাকে বলতেছে যে, একটি দুম্বী ও যেন তাকে দিয়ে দেই, যাতে সে একশত দুম্বী পূর্ণ করতে পারে। এ ব্যাপারে সে আমার প্রতি চাপ প্রয়োগ করতেও দ্বিধা করেনি। প্রথম ব্যক্তির মুখে একথা শ্রবণ করে হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম দ্বিতীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, এ বিষয়ে তোমার বক্তব্য কি ? সে জওয়াব দিল নিঃসন্দেহে আমার নিকট নিরানব্বইটি দুম্বী রয়েছে আর তার নিকট একটি দুম্বী রয়েছে। আমি তার একটি দুম্বী নিয়ে আমার একশত দুম্বী পূর্ণ করতে চাই। কিন্তু সে বিষয়টি অপছন্দ করতেছে। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম বাদী বিবাদীর বক্তব্য শ্রবণ করে বললেন আমি তোমাকে একাজের অনুমতি দিতে পারি না। আর যদি তুমি তার দুম্বী ছিনিয়ে নিতে চাও তবে আমি তোমার নাকে-মুখে আঘাত করব। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এর এ সিদ্ধান্ত শ্রবণ করে ঐ ব্যক্তি বলল হে দাউদ আপনিই তো এ শাস্তির অধিক উপযুক্ত। কারণ, উরইয়া ইবনে হান্নানার একজন স্ত্রীই ছিল। আর আপনার নিরানব্বই জন স্ত্রী রয়েছে। তার পরও আপনি তার মৃত্যু প্রত্যাশী ছিলেন। পরিশেষে সে নিহত হলে আপনি তার স্ত্রীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে নেন। একথার পরই ঐ ব্যক্তিদ্বয় হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এর সম্মুখ হতে উধাও হয়ে যায়। এ সময় তিনি বুঝতে পারলেন যে, তিনি পরীক্ষায় পতিত হয়েছেন। তাই তৎক্ষনাৎ তিনি সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন এবং

দীর্ঘ চল্লিশদিন পর্যন্ত সিজদারত থাকেন। এ দীর্ঘ সময়ে তিনি সর্ব প্রকার পানাহার হতে বিরত ছিলেন। সার্বক্ষনিক শুধু আল্লাহ্ তা'আলাকে ডাকতেন এবং অপরাধ মার্যনার জন্যে তাঁর দরবারে তওবা করতেন। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম সিজদারত অবস্থায় এ দোয়া করতেন ওহে মহা মহিমান্বিত বাদশাহ আপনি সৃষ্টিজীবকে যেভাবে ইচ্ছা পরখ করতে পারেন, আপনি হৃদয় সমুহের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারেন, আবার অন্তরায়হীন করতে পারেন ফলে আমাকে এবং ইবলিসকে অন্তরায়হীন ভাবে ছেড়ে দিয়ে ছিলেন, তাই যখন ফিৎনা আমাকে গ্রাস করল তখন আমি নিষ্কৃতি পাইনি। ওহে নূরের স্রষ্টা দাউদের ধ্বংস অনিবার্য, যেদিন সৃষ্টিকুল ও ফিরিশতাগণ বলবেন এই হল পাপী দাউদ। ওহে সত্ত্বা তুমি আমাকে মার্জনা কর। আমার পাপ মুছন কর, আমাকে অপদস্থ্ করার জন্যে তোমার রহমত হতে দুরে নিক্ষেপ করোনা। হে প্রভু আমি আমার অপরাধ স্বীকার করতেছি, আমাকে আপনি নৈরাশ করবেন না এবং বিচারের দিনের অপমান হতে আমাকে বাঁচান। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম দীর্ঘ চল্লিশ দিন পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে সিজদায় পড়ে রইলেন, এক মুহূর্তের জন্যও মাথা উঠাননি। এমনকি তার চোখের অশ্রুতে সবুজ ঘাস উদগত হয়ে উঠে। যেগুলো তাঁর মাথা ঢেকে ফেলে। এভাবে চল্লিশ দিন রোনাজারি করার পর অদৃশ্য আওয়াজ এল হে দাউদ তুমি কি ক্ষুধার্ত, তোমাকে অন্ন দেয়া হবে? তুমি তৃষ্ণার্ত তোমাকে পানি পান করানো হবে? নাকি তুমি বস্ত্রহীন তোমাকে বস্ত্র প্রদান করা হবে? আমি তো তোমার কামনা ব্যতীতই তোমাকে এসকল বস্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে দান করেছি। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এই পরিমাণ ক্রন্দন করে ছিলেন যে, পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর তওবা কবুল করলেন এবং তাঁকে ক্ষমার হুকুম দিলেন।

হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম আবেদন করলেন ওহে পরওয়ারদিগার ইহা কি করে হবে! আপনি তো কারো প্রতি জুলুম করেন না। তবে উরইয়ার হকের ব্যাপারে কি হবে ? আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে নির্দেশ দেওয়া হল 'তুমি উরইয়ার কবরের পার্শে গিয়ে তাকে আহবান কর। আমি তোমার আওয়াজ তাকে শুনিয়ে দিব। তখন তুমি তার প্রাপ্যের ব্যাপারে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। নির্দেশ মোতাবেক হযরদ দাউদ আলাইহিস সালাম কম্বলের পোশাক পরিধান করে উরইয়া ইবনে হান্নানার সমাধির পার্শে গিয়ে তাকে সম্বোধন করতে লাগল।

উরইয়া কবর হতে ডাক শুনে বলল কে তুমি আমার আনন্দে ব্যাঘাত ঘটালে এবং আমাকে অসময়ে নিদ্রা ভাঙ্গালে ? তিনি বললেন আমি দাউদ। উরইয়া বলল ওহে আল্লাহর নবী আপনাকে কোন বস্তু এখানে নিয়ে এসেছে? হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম বললেন আমার পক্ষ হতে তোমার সাথে যা কিছু হয়েছে তুমি তা থেকে আমাকে ক্ষমা করে দাও। উরইয়া বলল আপনার পক্ষ থেকে আমার সাথে কি ধরণের মন্দ আচরণ হয়েছে ? তিনি বললেন তোমাকে নিহত হওয়ার জন্যে উপস্থাপন করেছি। একথা শ্রবণ করে উরইয়া বলল আপনি তো আমার সামনে জান্নাত এনে দিয়েছেন। সুতরাং আপনার প্রতি আমার বিদ্বেষের কোন কারণ নেই, আমার পক্ষ থেকে আপনি ক্ষমা প্রাপ্ত। এবার আল্লাহ তা'আলা পুনঃ হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এর নিকট ওয়াহী পাঠিয়ে বললেন তুমি কি জাননা আমি একজন ন্যায়পরায়ণ বিচারক আমি কারো পক্ষাবলম্বন করে বিচার করিনা।তুমি তো তাকে একথা বলনি যে, তুমি তার স্ত্রীকে বিবাহ করেছ। একথা শ্রবণ করে হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম আবার উরইয়ার কবরের নিকট গেলেন এবং তাকে সম্বোধন করলেন। উরইয়া জবাব দিয়ে বলল কে তুমি আমার আরামে ব্যাঘাত ঘটালে ? তিনি বললেন আমি দাউদ। উরইয়া বলল হে আল্লাহর নবী আমি কি আপনাকে ক্ষমা করে দেইনি ? তবে কেন পুনরায় এলেন ? তিনি বললেন তা তো করেছিলে। কিন্তু আমি তো তোমার স্ত্রীকে পাওয়ার জন্যে তোমার সঙ্গে এমনটি করে ছিলাম। তাই তোমার মৃত্যুর পর আমি তোমার স্ত্রীকে বিবাহ করে ফেলেছি। একথা শুনে উরইয়া চুপসে গেল, তারপর আর কোন জবাব দেয়নি। বার বার হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম তাকে আহবান করল কিন্তু উরইয়া আর কোন প্রতি উত্তর করেনি। পরিশেষে হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম বারংবার আহবান করে ব্যর্থ হয়ে তার কবরের পার্শে দণ্ডায়মান হয়ে স্বীয় মাথায় মাটি নিক্ষেপ করতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন যেদিন ন্যায়ের মানদণ্ড স্থাপন করা হবে সেদিন দাউদের ধ্বংস অনিবার্য, সে দিন দাউদকে টেনে হেছড়ে পাপীদের সাথে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

ইত্যবসরে আকাশ হতে অদৃশ্য আওয়াজ এল তোমার এ ক্রন্দনের উপর আমার দয়া হয়েছে, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। আমি তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছি এবং তোমার পদস্খলন মার্জনা করে দিয়েছি। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম নিবেদন করলেন ওহে পরওয়ারদিগার এটা কি করে সম্ভব!

সম্পৃক্ত ব্যক্তি তো ক্ষমা করেনি। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন হে দাউদ আমি প্রতিদান দিবসে তাকে এত বিপুল পরিমাণ সওয়াব দিব– যা তার চোখ কখনও দেখেনি এবং তার কান কখনও শ্রবণ করেনি। এরপর আমি তাকে বলব তুমি আমার বান্দা দাউদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। তখন সে বলবে হে আমার প্রতিপালক আমার এ সাওয়াব কোত্থেকে এল। আমার আমল তো এ সীমানা পর্যন্ত পৌঁছার উপযুক্ত নয়। এমন সময় আমি বলব ইহা আমার বান্দা দাউদের অপরাধের পরিবর্তে তোমাকে দেওয়া হয়েছে। এখন আমি পরওয়ারদিগার তোমাকে তার অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়ার জন্যে সুপারিশ করতেছি। পরিশেষে সে আমার কারণে তোমাকে ক্ষমা করে দিবে। এবার হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম বললেন আমি এখন বুঝতে পারলাম যে আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তারপরও তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন এ ভুলের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে কান্নাকাটি করেছেন। - সূরা ছোয়াদ

মৃত্যুর শপথ

হিজরী ষষ্ঠ সনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় অবস্থানরত অবস্থায় স্বপ্নে দেখলেন তিনি সাহাবায়ে কেরামসহ মক্কায় নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে প্রবেশ করেছেন এবং এহরামের কাজ সমাপ্ত করে কেউ কেউ নিয়মানুযায়ী মাথা মুণ্ডন করেছেন, কেউ কেউ চুল কাটিয়েছেন এবং তিনি বায়তুল্লাহ্ শরীফে প্রবেশ করেছেন ও বায়তুল্লাহর চাবি তাঁর হস্তগত হয়েছে। পয়গাম্বরগণের স্বপ্ন ওহী হয়ে থাকে। তাই স্বপ্নটি যে বাস্তবরূপ লাভ করবে, তা নিশ্চিত ছিল। কিন্তু স্বপ্নে এই ঘটনার কোন সন, তারিখ বা মাস নির্দিষ্ট করা হয়নি। তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সাহাবায়ে কেরামকে স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনালেন তখন তাদের সকলের মনের সুপ্ত বাসনা প্রবল ভাবে মাথাচারা দিয়ে উঠল। একদিকে জন্মভুমির ভালবাসা ও অন্যদিকে মক্কার সাথে মিস্রিত হাজারও স্মৃতি তাদের মনের মুকুরে দুলা দিতে লাগল। অতএব তাঁরা সবাই পরম আগ্রহের সাথে মক্কা যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন। সাথীবর্গের প্রস্তুতি দেখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও ইচ্ছা করে ফেললেন। যেহেতু স্বপ্নে কোন বিশেষ সাল কিংবা মাস নির্দিষ্ট ছিল না। কাজেই

এই মুহূর্তেই উদ্দেশ সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

অতঃপর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায় দেড় হাজার সাহাবীর এক বিরাট কাফেলা নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। মক্কা হতে এক মঞ্জিল বা আটচল্লিশ মাইল দূরে অবিস্থত একটি কুপের নাম হোদায়বিয়া। এ কুপের নাম অনুসারে গ্রামটিও হোদায়বিয়া নামে প্রসিদ্ধতা লাভ করে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে পৌছে যাত্রা বিরতি করেন। কুরাইশগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমণের সংবাদ পেয়ে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সংবাদ জানতে পেরে হযরত উসমান রাযিআল্লাহু আনহুকে মক্কায় কোরাইশদের নিকট এই মর্মে বার্তা দিয়ে পাঠালেন যে, তিনি মুসলমানদেরকে নিয়ে শুধু বাইতুল্লাহ শরীফের যিয়ারত ও উমরাহ পালনের উদ্দেশে এসেছেন। কোন প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্যে আসেননি। হযরত উসমান রাযিআল্লাহু আনহু এই প্রস্তাব নিয়ে মক্কায় পৌছার পর কোরাইশরা তাকে আটক করে ফেলে এবং তারা এই মর্মে গুজব ছড়িয়ে দেয় যে, হযরত উসমান রাযিআল্লাহু আনহুকে হত্যা করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং হযরত উসমান রাযিআল্লাহু আনহু এর হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি একটি বাবলা বৃক্ষের নীচে বসে সাহাবায়ে কেরাম থেকে আল্লাহ তা'আলার রাহে জীবন উৎসর্গ করার বাইয়াত গ্রহণ করেন। পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে সাহাবাদের সকলেই বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র হাতে দীনের জন্যে আত্মদান করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। ইসলামের ইতিহাসে এটাই ঐতিহাসিক "বাইআতে রিদওয়ান" নামে খ্যাত। মহান রাব্বুল আলামীন সাহাবাগণের আত্মদানের এ বাইয়াতের উপর সন্তুষ্ট হয়ে পবিত্র কুরআনে আয়াত অবতীর্ণ করেন 'আল্লাহ মুসলমানদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা আপনার হাতে বৃক্ষের নীচে শপথ (বাইয়াত) গ্রহণ করল। তিনি অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি অবতরণ করলেন এবং তাদেরকে আশু বিজয় প্রদান করলেন।' পরে জানা গেল যে, হযরত উসমানগণী রাযিআল্লাহু আনহু এর হত্যার সংবাদটি সমপূর্ণ মিথ্যা। বরং কোরাইশরা মুসলমানদের সহিত সন্ধিস্থাপন ও উহার শর্ত চূড়ান্ত করার

জন্যে সুহাইল বিন আমরকে প্রেরণ করেছে। দীর্ঘ সময় ব্যাপী সন্ধির শর্তাদি সম্পর্কে আলোচনা করে অবশেষে কয়েকটি শর্তে তাদের মতৈক্য হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী রাযিআল্লাহু আনহুকে ডেকে সন্ধি পত্র লিখার নিদের্শ দেন। অতঃপর হযরত আলী রাযিআল্লাহু আনহু নবী কারীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিদের্শ মোতাবেক সন্ধিপত্র লিখে সম্পাদন করেন। আর ইতিহাসে এটাই হোদাইবিয়ার ঐতিহাসিক সন্ধিপত্র হিসাবে খ্যাত।

–সূরা আল ফাত্হ

ইয়ামানের উদ্যান

ইয়ামনের রাজধানী ও প্রসিদ্ধ শহর "সানআ" থেকে ছয় মাইল দুরে কিংবা আবি-সিনিয়ায় একজন সৎকর্ম পরায়নশীল ব্যক্তি বসবাস করতেন। তিনি তিলে তিলে একটি মেওয়ার উদ্যান তৈয়ার করেছিলেন। তার মাঝে আবার রকমারী ফসল ফলাতেন। তিনি যখনই বাগানের ফলমুল আহরণ করতেন অথবা ফসল কাটতেন তখন শহরের সকল ফকির-মিসকিন একত্রিত হত। তিনি আহরণকৃত ফলমুল বা খাদ্য শস্যকে তিন ভাগে বন্টন করতেন। এক ভাগ পরিবার-পরিজনের জন্যে, আরেক ভাগ বাগীচার পরিচর্যা ও রোপনের জন্যে এবং তৃতীয় অংশ ফকীর মিসকীনদের মধ্যে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্যে বিলিয়ে দিতেন। এভাবেই তিনি সারা জীবন কাটিয়ে গেছেন। কালক্রমে এই সাধু ব্যক্তি একদিন মৃত্যুর ডাকে সারা দিয়ে পরপারে পাড়ি জমালেন। মৃত্যুর সময় তিনি তিন পুত্র রেখে গেলেন। নিয়মানুযায়ী তারা পিতার রেখে যাওয়া উদ্যানের উত্তরাধিকারী হল। তারা পরস্পরে বলাবলি করলঃ আমাদের পিতা একজন নির্বোধ ব্যক্তি ছিলেন। নতুবা তিনি কষ্ট করে উপার্জিত ফলমুল ও শস্য মিসকিনদেরকে দিয়ে দিতেন না। এ ছাড়াও এখন আমাদের পরিবার-পরিজন বেড়ে গেছে। সেই তুলনায় ফসলের উৎপাদন অনেক কম। তাই এখন ফকীর মিসকীনদের জন্য এত শস্য ও ফল-মুল রেখে দেওয়ার সাধ্য আমাদের নেই। অতএব আমাদের কর্তব্য এই প্রথা বন্ধ করে দেওয়া।

তাই তারা পরস্পরে শপথ করে বললঃ এবার আমরা খুব প্রত্যুষে গিয়ে ফল-মুল আহরণ করব এবং ফসল কেটে আনব। যাতে ফকীর মিসকীনরা টের

না পায় এবং পশ্চাতে না চলে। এই পরিকল্পনার প্রতি তাদের এতটুকু দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ইন্‌শাআল্লাহ্ বলারও প্রয়োজন মনে করেনি। আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা না করার কারণে এবং তাদের বুজুর্গ পিতার আজীবনের আমল বর্জন করার ফলে মহাপরাক্রমশালী রাব্বুল আলামীন নৈশকালে ঐ উদ্যানে এক অগ্নিবায়ু প্রেরণ করেন। যার কারণে প্রত্যুষের পূর্বেই উহা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন তৃণসম হয়ে গেল। ফসল কেটে নেওয়ার পর ক্ষেত যেমন পরিস্কার শুন্য ময়দান হয়ে যায় এ বাগিচাটি সেইরূপ হয়ে গেল। অতঃপর তারা অতি প্রত্যুষে একে অপরকে ডেকে বলতে লাগলঃ যদি ফসল কাটতে চাও তবে সকাল সকালই ক্ষেতে চল। তারপর তারা বাড়ী থেকে বের হল এবং বের হওয়ার সময় ফিস ফিস করে চুপিসারে কথাবার্তা বলতে ছিল, যাতে অদ্য ফকীর -মিসকীনরা টের না পায়। তাই তারা সকালে লাফিয়ে লাফিয়ে সজোরে রওয়ানা হল এবং মনে মনে ফকীর মিসকীনদের বঞ্চিত করার উল্লাস নিয়ে চলতে লাগল। আর ভাবতে লাগল অদ্য যদি কোন ফকির মিসকীন এসেও যায়, তবে তাকে তাড়িয়ে দিবে এবং নিজেরাই উদ্যানের উৎপাদিত সকল ফল-মুল ও শস্য ভক্ষন করবে।

কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার বিধান ছিল অন্য রকম। তিনি তো যা ঘটাবার তা পূর্বেই ঘটিয়ে রেখেছেন। অতএব তারা যখন গন্তব্যস্থলে পৌছল, তখন তারা যা দেখল তাতে তাদের চক্ষু বিষ্ফরিত হল। প্রথমে তো তারা বিশ্বাসই করতে পারতে ছিল না যে, এটাই তাদের সেই সুজলা সুফলা বাগিচা। তারা প্রথমে ভেবে ছিল হয়তবা পথ ভুলে তারা অন্যত্র চলে এসেছে। কিন্তু কাছে গিয়ে যাচাই বাছাই করে দেখল যে এটাই তাদের চির চেনা বাগিচা। তারা যথা স্থানেই এসেছে, কিন্তু বাগিচা পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তখন তারা একে অপরকে লক্ষ করে বলতে লাগল আমরা ফসল থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছি। তাদের মধ্যে যে মাঝারী ব্যক্তি ছিল সে পিতার ন্যায় সৎকর্মপরায়ন ছিল এবং আল্লাহ্ তা'আলার পথে ব্যয় করে প্রশান্তি লাভ করে ছিল, সে বলল ঃ আমি কি পূর্বেই তোমাদেরকে বলিনি? এখনও আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা কর না কেন ? তোমরা মনে করেছিলে যে, ফকির মিসকীনদেরকে ধন-সম্পদ দিয়ে দিলে নিঃস্ব হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা এর পরিবর্তে ধন-সম্পদ দিবেন না, অথচ তিনি ইহা হতে পবিত্র। বরং যারা তাঁর পথে ব্যয় করে তিনি নিজগুনে তাদেরকে আরো বারিয়ে দেন। পূর্বে এই ব্যক্তির কথা কেউ না শুনলেও এখন সবাই তার কথা মেনে নিল। তাই

তৎক্ষনাৎ তারা নিজেদের ভুল-ত্রুটি স্বীকার করে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করল। তারা বলল আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি। নিশ্চয়ই আমরা সীমালঙ্গনকারী ছিলাম। অতঃপর তারা একে অপরকে ভর্ৎসনা করতে লাগল। তারা বলল ঃ হায় দুর্ভোগ আমাদের আমরা ছিলাম সীমা অতিক্রমকারী। সম্ভবত আমাদের পালনকর্তা এর পরিবর্তে এর চেয়ে উত্তম বাগীচা আমাদেরকে দিবেন। আমরা আমাদের প্রভুর কাছে আশাবাদী।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু আনহু বলেন, তাদের খাঁটি তওবার বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আরও উত্তম বাগান দান করেছিলেন। সেই বাগানের এক একটি আঙ্গুর গুচ্ছ এক খচ্চরের বোঝা হয়ে যেত। -সূরা আল কলম

যাদুকর ও দরবেশ

অনেক অনেক দিন আগের কথা ইয়ামেন দেশের নাজ্‌রান নামক এলাকায় ইউসুফ যুনুয়াস নামকএকজন অমুসলিম বাদশা বসবাস করত। তার কাছে একজন যাদুকর অবস্থান করত। যখন সে যাদুকর বৃদ্ধ হয়ে গেল এবং তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল তখন সে বাদশাহকে বলল আমি এখন পৌঢ় হয়ে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে এসে পৌছেছি। তাই আমাকে একজন বিচক্ষন ও বুদ্ধিমান ছেলে সংগ্রহ করে দিন। আমি যেন তাকে আমার যাদু বিদ্যা শিক্ষা দিতে পারি, যাতে আমার মৃত্যুর পর আমার বিদ্যাও নিঃশেষ না হয়ে যায়। সুতরাং বাদশাহ আব্দুল্লাহ ইবনে তা'মুর নামক একজন চৌকশ ও মেধাবী ছেলে নির্বাচন করে দিলেন। সে প্রত্যেহ যাদুকরের নিকট গিয়ে যাদুবিদ্যা শিখতে লাগল। বালকটি যে পথে যাদুকরের কাছে যাতায়াত করত সে পথে একজন পাদ্রী বসবাস করত, সে তৎকালিন সময়ে সঠিক দিনের উপর ছিল। উক্ত ছেলেটি ঐ পাদ্রীর নিকটও আসা যাওয়া করত এবং তার কথা-বার্তা শ্রবণ করত। তার কথা বালকটির কাছে খুব ভাল লাগত। সুতরাং যাদুকরের নিকট হতে দরবেশের নিকটে বসার কারণে প্রতি দিনই বিলম্ব হয়ে যেত। ফলে যাদুকর তাকে প্রহার করত। আবার বাড়ী ফেরার পথেও সে দরবেশের খানকায় বসত এবং তার উপদেশ শ্রবণ করত। ফলে ঘরে পৌছতেও তার বিলম্ব হত এবং সেখানেও প্রহৃত হত। একদিন সে দরবেশের নিকট এর অভিযোগ করল। তিনি বললেন যখন তুমি যাদুকরের নিকট যাবে

তখন বলবে বাড়ীতে আমাকে আটকে রেখে ছিল। আবার যখন বাড়ীতে পৌছবে তখন বলবে আমাকে যাদুকর আটকে রেখেছিল, এ জন্য বিলম্ব হয়েছে। তারপর সে এভাবেই আসা যাওয়া করতে লাগল।

একদা বালকটি পথে চলতেছিল। সহসা সে দেখতে পেল পথিমধ্যে একটি বড় হিংস্র প্রাণী রাস্তা বন্ধ করে বসে আছে। সুযোগ বুঝে ছেলেটি প্রতিজ্ঞা করল অদ্য আমি পরখ করে দেখব যাদুকরের যাদু বিদ্যা সত্য না দরবেশের একত্ববাদ লা শরীক প্রভুর শিক্ষা সঠিক। তাই সে একটি পাথর খণ্ড নিয়ে প্রথমে যাদুকরের দোহাই দিয়ে হিংস্র প্রাণীটি তাড়ানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। তারপর সে আরেকটি প্রস্তর খণ্ড নিয়ে বলল ওহে প্রভু যদি দরবেশের ধর্ম তোমার নিকট যাদুকরের ধর্ম হতে অধিক প্রিয় ও সত্য হয় তবে এই পাথরের আঘাতে ঐ হিংস্র প্রাণীটিকে হত্যা করে দাও। যেন লোকজন পথে চলাচল করতে পারে। এই দোয়া করে ছেলেটি হিংস্র প্রাণীর গায়ে পাথর খণ্ডটি নিক্ষেপ করা মাত্রই উহা মৃত্যু বরণ করে। ফলে জন সাধারণ পথে চলতে আরম্ভ করে। তারপর ছেলেটি গিয়ে দরবেশের নিকট উক্ত ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বললেন বৎস এখন তো তোমার মর্যাদা আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তোমার কামালাত ঐস্তর পর্যন্ত পৌছেছে যা তুমি নিজেই প্রত্যক্ষ করলে। তবে জেনে রাখ তুমি অচিরেই মহা বিপদে পড়বে। কিন্তু বিপদে পড়ে কোথাও আমার নাম বলবে পারবে না।

এদিকে সামান্য এক টুকরো পাথর নিক্ষেপ করে বিশাল দেহের অধিকারী এক হিংস্র প্রাণী হত্যা করার সুবাদে চতুর্দিকে তার প্রসিদ্ধতা ছড়িয়ে পড়ল। লোকেরা মুখে মুখে বলতে লাগল নিঃসন্দেহে এই ছেলের নিকট অকল্পনীয় ইল্‌ম রয়েছে। এভাবে কোন একজন অন্ধ ব্যক্তি একথা শুনে তার কাছে ছুটে এসে আবেদন করল, আমার চক্ষুদ্বয় ভাল করে দাও। ছেলেটি জবাব দিল দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেবার ক্ষমতা আমার নেই। দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেবার ক্ষমতা একমাত্র ঐ মহাপরাক্রমশালী রাব্বুল আলামীনের যিনি একক এবং যার কোন শরীক নেই, যদি আপনি ঐ সত্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন তবে আমি আপনার চক্ষুদ্বয় সুস্থ হওয়ার জন্যে তাঁর দরবারে প্রার্থনা করব। আশা রাখি তিনি আপনার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিবেন। এভাবেই ছেলেটি জন্মান্ধ কুষ্টরোগীসহ মানুষের নানান রোগের সফল চিকিৎসা করতে লাগল। লোক মুখে প্রচার প্রসার হয়ে বালকটির

এ চিকিৎসা সংবাদ বাদশাহর দরবার পর্যন্ত পৌছল। একদা বাদশাহর দৃষ্টিশক্তিহীন ঘনিষ্টজন বালকের এ চিকিৎসার সংবাদ শ্রবণ করে অজস্র উপঢৌকন নিয়ে বালকের সান্নিধ্যে এসে বলল যদি তুমি আমাকে সুস্থ করে দাও তবে এ সকল উপহার তোমার। ছেলেটি বলল আমি কাউকে সুস্থ করি না, বরং আল্লাহ সুস্থতা দান করেন। যদি তুমি মহান আল্লাহকে এবং তার নিকট দোয়া করার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর তবে তিনি তোমাকে সুস্থতা দান করবেন। সুতরাং সে ঈমান নিয়ে এল। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে সুস্থতা দান করলেন। তার চির কাংখিত চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দিলেন।

অতঃপর সে বাদশাহর নিকট ফিরে গেল এবং দৃষ্টিহীন অবস্থায় যে ভাবে বসত সেভাবে বসে পড়ল। বাদশাহ তাকে দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন দেখে জিজ্ঞেস করল তুমি কিভাবে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলে? সে জবাব দিল আমার প্রতিপালক আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। বাদশাহ ক্রোধান্বিত হয়ে বলল আমাকে ব্যতীত কি তোমার আরো কোন প্রতিপালক রয়েছে? সে জবাব দিল তিনি আমারও প্রভু এবং আপনারও প্রভু। রাজ দরবারে বসে বাদশাহের বিরুদ্ধে এ ধরণের কথা শ্রবণ করার জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। তাই সে তৎক্ষনাৎ তাকে বন্দী করার নির্দেশ দিল এবং তার উপর সর্ব প্রকার নির্যাতন শুরু করে দিল। আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপনকারী ব্যক্তি নির্মম নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে বাদশাহর নিকট ছেলেটির সন্ধান দিয়ে দিল। তারপর বালকটিকে উপস্থিত করা হল। বাদশাহ তাকে জিজ্ঞেস করল হে বৎস তোমার যাদুর প্রতিক্রিয়া এই পরিমাণ পৌছেছে যে, এখন তুমি জন্মান্ধ, কুষ্টরোগীকে সুস্থ করতে আরম্ভ করেছ। ছেলেটি পূর্বের ন্যায় জবাব দিল আমি কাউকে সুস্থ করি না। আমার প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা সুস্থতা দান করেন। একথা শুনে বাদশাহ তাকেও বন্দী করে ফেলল এবং তাকে এত অধিক কষ্ট দিতে লাগল যে, পরিশেষে সে দরবেশের ঠিকানা বলে দিল। তারপর দরবেশকে ডাকানো হল এবং তাকে বলা হল তুমি স্বীয় মাজহাব থেকে ফিরে এস। দরবেশ আপন ধর্ম হতে ফিরে আসতে অস্বীকৃতি জানাল। ফলে বাদশাহ তার মাথায় কড়াত দিয়ে চিরে তাকে দুই টুকরা করে ফেলল। অতঃপর ছেলেকে ডেকে বলা হল এখনও স্বীয় ধর্ম হতে ফিরে এস নতুবা তোমারও দরবেশের পরিণতি ভোগ করতে হবে। ছেলেটি নির্ভয়ে তা

প্রত্যাখ্যান করল। বাদশাহ্ তখন নিজস্ব কতিপয় লোকদেরকে ডেকে নির্দেশ দিল তোমরা ছেলেটিকে নিয়ে উমুক পর্বতের চূড়ায় গিয়ে নীচে নিক্ষেপ করবে, যদি সে তার ধর্ম ত্যাগ করে তবে ভাল। অন্যথায় তাকে নীচে নিক্ষেপ করে তার জবনিকাপাত ঘটাবে।

বাদশাহর লোকজন যখন তাকে পর্বত শৃঙ্গে নিয়ে গেল তখন ছেলেটি মহা পরাক্রমশালী রাব্বুল আলামীনের নিকট বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করল ওহে প্রভু আপনি আমাকে এ সকল লোকদের অনিষ্ট হতে রক্ষা করুন। সঙ্গে সঙ্গে পর্বত শৃঙ্গে ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল এবং বালকটি ব্যতীত সকলেই নিম্নেপড়ে মৃত্যুবরণ করল। পুনরায় ছেলেটি চলতে চলতে বাদশাহর নিকট পৌছল। বাদশাহ জিজ্ঞেস করল তোমার সাথীদের কি হয়েছে ? ছেলেটি জবাব দিল আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাদের কবল হতে রক্ষা করেছেন। বাদশাহ্ পুনরায় ছেলেটিকে কয়েকজন লোকের অধীনে দিয়ে নির্দেশ দিল। তোমরা তাকে নিয়ে কোন নৌকায় করে সমুদ্রে যাও, যদি সে আপন ধর্ম হতে ফিরে আসে তবে ভাল, অন্যথায় তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে দিবে। লোকজন ছেলেটিকে নিয়ে সাগরে গেল। সেখানে গিয়ে সে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করল, হে প্রভু যেভাবে ইচ্ছা তুমি আমাকে রক্ষা কর। পরক্ষনেই সাগরে প্রচণ্ড ঝড় উঠে নৌকাটি ডুবে গেল। সকলে ডুবে মারা গেল। কিন্তু ছেলেটি অলৌকিক ভাবে বেঁচে গেল এবং হাটতে হাটতে বাদশাহর দরবারে চলে গেল। বাদশাহ তাকে তার সঙ্গীদের অবস্থা জিজ্ঞেস করলে সে বলল আল্লাহ আমাকে তাদের কবল হতে রক্ষা করেছেন এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করে মৃত্যু দিয়েছেন।

অতঃপর ছেলেটি বলল যতক্ষণ পর্যন্ত আমার বাতলে দেয়া পদ্ধতি অনুসরণ না করা হবে ততক্ষণ আমাকে হত্যা করা যাবে না। বাদশাহ্ জিজ্ঞেস করল ঐ পদ্ধতিটি কি ? ছেলেটি বলল একটি সমতল ময়দানে সকল লোকদেরকে একত্রিত করবে এবং তাদের সামনে আমাকে শুলে আরোহণ করাবে। তারপর আমার তুনীর হতে একটি তীর নিয়ে কামানে রাখবে এবং বিসমিল্লাহী রাব্বিল গোলাম(অর্থাৎ এই ছেলের প্রভুর নামে শুরু করলাম) বলে আমার দিকে তীর নিক্ষেপ করবে, তবেই আমাকে হত্যা করতে পারবে। পরামর্শ অনুযায়ী বাদশাহ সকল জনগনকে একটি বিশাল ময়দানে একত্রিত করে ছেলেটিকে শুলের মাথায় শক্ত করে বেঁধে দিল এবং তারই তুনীর হতে একটি তীর বের করে কামানের

চিল্লায় রাখল। তারপর বালকটির কথামত বিসমিল্লাহি রাব্বিল গোলাম বলে তার দিকে তীর ছুড়ে মারল। তীর খানা ছেলেটির কানপট্টিতে লাগল এবং সে তৎক্ষনাৎ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। ছেলেটি আল্লাহ তা'আলার রাহে জীবন উৎসর্গ করে দিল। এই আশ্চার্য ঘটনা অবলোকন করে সকল লোকদের জবানে উচ্চ কণ্ঠে একটি আওয়াজ বের হয়ে এল 'আমানতু বিরাব্বী হাযাল গোলাম' অর্থাৎ আমরা এই বালকের প্রভুর প্রতি ঈমান আনলাম।

তারপর কিছুলোক বাদশাহের নিকটে গিয়ে বলল আপনি যে বিষয়ের আশংকা করেছিলেন তাইতো ঘটে গেল। প্রথমে তো এক দুজন করে লোক মুসলমান হচ্ছিল, কিন্তু এখন তো এক বৃহৎ দল একসঙ্গে মুসলমান হয়ে গেল। বাদশাহ হিতে বিপরীত হতে দেখে যার পর নাই রাগান্বিত হয়ে বড় বড় খন্দক খনন করার নির্দেশ দিল এবং ঐ সকল গর্তে লাকড়ী দিয়ে আগুন জ্বালানোর ঘোষণা দিল। আর সর্বত্র এই ফরমান জারি করল, যে ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম ইসলাম থেকে ফিরে না আসবে তাকে এই সকল প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে। কিন্তু বাদশাহর নির্দেশে কোন কাজ হল না। পরিশেষে বাদশাহর লোকেরা মুসলমানদেরকে স্বীয় ধর্ম হতে ফিরে না আসার কারণে ঐ সকল অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতে লাগল। তারা এভাবে বার হাজার লোককে আগুনে নিক্ষেপ করার পর একজন মুসলিম রমনী এল যার কোলে একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিল। সকলেই ভেবে ছিল মহিলাটি বাচ্চার কারণে ইসলাম হতে ফিরে আসবে। কিন্তু তা হল না। ফলে বাদশাহর লোকজন মেয়েটির কোল হতে দুগ্ধপোষ্য শিশুটি কেড়ে নিয়ে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করল। এতে মহিলাটি অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গেল। কিন্তু আল্লাহর অপার মহিমায় বাচ্চাটি জলন্ত আগুনের ভিতর হতে বলতে লাগল "আম্মাজান আপনি ধৈর্যধারণ করুন, নিঃসন্দেহে আপনি হক্বের উপর রয়েছেন।"

এদিকে বাদশাহ এবং তার পরিষদবর্গ জলন্ত আগুনে মুসলমানদের পুড়ে মারার দৃশ্য দেখে আনন্দ উল্লাস করতেছিল। অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ চরমে পৌছল তখন ঐ গর্তের আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং বাদশাহ ও তার পরিষদবর্গসহ তাদের সকল ঘরবাড়ী পুড়ে ভষ্ম করে দিল।

-সূরা আল বুরুজ

প্রথম ওহী

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট ওয়াহীর সূচনা সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে হয়ে ছিল। তিনি নিদ্রার মাঝে যা দেখতেন প্রত্যুষে তা ভোরের আলোর ন্যায় সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পেত। কিছুদিন পর তাঁর নিকট নির্জনতা প্রিয় হয়ে উঠল। তখন তিনি মক্কার অদূরে হেরা পর্বত গুহায় নির্জনতা অবলম্বন করেন। সেখানে তিনি একাধারে দুই তিন রজনী পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার উপাসনায় মগ্ন থাকতেন। আর এ সময়ে পরিবার পরিজনের সাথে তাঁর কোন রূপ যোগাযোগ থাকত না। তবে তিনি হেরা গুহায় যাবার প্রাক্কালে কিছু খাবার সঙ্গে নিয়ে যেতেন। খাদ্য ফুরিয়ে গেলে তিনি আবার বিবি খাদিজার নিকট এসে কয়েক দিনের খাবার নিয়ে হেরা গুহায় গিয়ে ধ্যান মগ্ন হতেন। এভাবে সেখানে ধ্যান করা অবস্থায় একদিন তাঁর নিকট সত্যের আগমন ঘটে। হযরত জিব্রাঈল আলাইহি সাল্লাম সেখানে গমন করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বললেন 'আপনি পড়ুন' তিনি বললেন আমি পড়তে জানিনা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন তারপর ফিরিশ্‌তা আমাকে এমন দৃঢ়ভাবে জাপটে ধরলেন যেন আমি সর্বশক্তি হারিয়ে ফেললাম। অতঃপর ফিরিশতা আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন 'পড়ুন'।'আমি বললাম পড়তে পারিনা। তিনি পুনরায় আমাকে জাপটে ধরলেন, তাতে আমি অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করলাম। তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন 'পড়ুন'। আমি পূর্বের ন্যায় বললাম পড়তে জানিনা। একথা শুনে স্বর্গীয় ফিরিশতা তৃতীয়বার আমাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন এবং ছেড়ে দিয়ে বললেন 'পড়ুন' আপনার প্রভুর নামে যিনি আপনাকে সৃজন করেছেন। যিনি মানুষকে জমাট রক্ত থেকে সৃজন করেছেন। পাঠ করুন, আপনার প্রতিপালক যিনি সর্বাধিক সম্মানি। যিনি মানুষকে কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের এ বাণীটুকু হৃদয়াঙ্গম করে গৃহে ফিরছিলেন। তখন তার হৃদয় ভয়ে কমপমান ছিল। তিনি আপন সহধর্মিনী খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ এর নিকট গিয়ে বললেন 'আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর।'

তারঃপর তাঁকে বস্ত্রাবৃত করা হলে ধীরে ধীরে তাঁর ভয় কেটে গেল। তারপর তিনি হযরত খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহাকে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলেন এবং বললেন আমি আমার জীবন সম্পর্কে সংশয় বোধ করছি। হযরত খাদিজা রাযিআল্লাহু আনহা তাঁকে আশ্বস্ত করে শান্তনা দিয়ে বললেন কক্ষনও এমনটি হতে পারে না। আল্লাহর শপথ তিনি কখনও আপনাকে অপদস্থ করবেন না। নিশ্চয়ই আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, অক্ষমদের সেবা করেন,বঞ্চিত ও অভাবীদের উপার্জনের ব্যবস্থা করেন, মেহমানদের আপ্যায়ন করেন এবং বাস্তব বিপদ সম্পন্ন ব্যক্তিকে সহযোগিতা করেন।

অতঃপর হযরত খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা তাঁকে নিয়ে তার চাচাত ভাই অরাকা ইবনে নওফলের নিকট গেলেন। তিনি জাহিলী যুগে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছেন। তিনি ইব্‌রানী ভাষায় কিতাব লিখতেন। আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি ইঞ্জিলকে আরবী ও ইব্‌রানী ভাষায় লিপিবদ্ধ করতেন। তিনি এত বেশী বার্ধক্যে উপনিত হয়েছিলেন যে, প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়ে ছিলেন। হযরত খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা তাকে বললেন হে আমার চাচাত ভাই! আপনার ভাতষ্পুত্রের কথা শুনুন। অরাকা ইবনে নওফল বললেন হে ভাতষ্পুত্র তুমি কি দেখেছ? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা দেখেছেন তা বর্ণনা করলেন। সব কিছু শ্রবণ করে অরাকা বললেন ইনি সেই নামুস (জিব্‌রাঈল) যাকে আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর নিকট পাঠিয়ে ছিলেন। হায় আমি যদি সে সময় যুবক থাকতাম যখন তুমি আল্লাহ তা'আলার বাণী প্রচার করবে। আহা! যদি আমি সে সময় জীবিত থাকতাম, যে সময় তোমার স্বজাতী তোমাকে দেশান্তরিত করবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশ্চার্য হয়ে বললেন তারা কি আমাকে সত্যই দেশান্তরিত করবে? তিনি বললেন হ্যাঁ, যে বস্তু নিয়ে তুমি আগমন করেছ এরূপ বস্তু নিয়ে যিনিই আগমন করেছেন, তাঁর সাথেই শত্রুতা করা হয়েছে। যদি আমি তোমার সেই যুগ পর্যন্ত বেঁচে থাকি তবে তোমাকে যথাসাধ্য সহযোগিতা করব। এর কিছুদিন পর ওরাকা ইবনে নওফল পরলোক গমন করেন এবং তখন ওহীও বন্ধ ছিল। -সূরা-আলাক

আবাবীল ও হস্তী বাহিনী

আবিসিনিয়া (হাব্‌শা) রাজ্যের সম্রাট নাজ্জাশী তার প্রধান সেনাপতি ইর্‌ইয়াতকে ৫২৫ খৃষ্টাব্দে ইয়ামন আক্রমণের নির্দেশ দেন। ইর্‌ইয়াত ইয়ামনে আক্রমন করে সেখানে একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। আব্‌রাহা ইবনে ছাবাহ নামক আবিসিনিয়ার একজন সেনা অফিসার ছিল। ইর্‌ইয়াতের রাজত্বের উপর তার বিদ্বেষ হল, সে সহজে তা মেনে নিতে পারল না। তাই সে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। এভাবেই আবিসিনিয়ার ফৌজের মাঝে চিড় ধরল। ফলে একদল ইর্‌ইয়াতের সাথে এবং অন্য দল আব্‌রাহার নেতৃত্ব গ্রহণ করল। এক সময় বিদ্রোহের আগুন এমন ভাবে জ্বলে উঠল যে উভয়ের মাঝে যুদ্ধ বেঁধে গেল এবং এক পর্যায়ে আবরাহা ইর্‌ইয়াতকে হত্যা করল। তখন সকল আবিসিনিয়াবাসী আব্‌রাহাকে নৃপতি হিসাবে মেনে নিল এবং সে ইয়ামানের উপর একক কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করল। তারপর থেকে আব্‌রাহা ইয়ামান শাসন করতে লাগল। কিছুদিন পর আব্‌রাহা দেখতে পেল তার রাজ্যের মুসলমানগণ হজ্জের মৌসুমে মক্কা যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সে এটা বরদাশ্‌ত করতে পারল না। এই বিদ্বেষে সে ইয়ামানের সান্‌আ নামক স্থানে একটি গির্জা নির্মাণ করল এবং অতি গর্বের সাথে আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীকে চিঠি লিখল 'আমি সানআয় এমন একটি গির্জা নির্মাণ করেছি যার সমতুল্য কোন সম্রাটের জন্য কখনও নির্মাণ করা হয়নি। আপনি একবার এই গির্জায় তাশরীফ রাখুন যাতে আমি মক্কার হজ্জ থেকে জনসাধারণের দৃষ্টি ফিরাতে পারি।' আবরাহার এ উক্তি বনী কেননা নামক গোত্রের এক ব্যক্তি শুনতে পেল এবং রজনীতে সুযোগ বুঝে গির্জায় লুকিয়ে রইল। তারপর মূল ক্বিবলায় পায়খানা করে নাপাক মিশ্রিত করে দিল। আব্‌রাহা এ সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর শপথ করে বলল 'আমি কা'বাকে ধ্বংস করে দিব।' এ ঘটনা সম্পর্কে আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীকে দুত মারফত সংবাদ প্রেরণ করে তার নিকট আবেদন করল যে, আমাকে যেন কিছু হাতী দেয়া হয়। নাজ্জাশী তার জন্যে হাতী পাঠিয়ে দিল। হস্তী গুলোর মাঝে একটি বিশাল দেহ বিশিষ্ট অত্যন্ত শক্তিশালী হাতী ছিল। যার নাম ছিল মাহমুদ।

মক্কা আক্রমণের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ইয়ামানের নৃপতি আব্‌রাহা

৫৭০ খৃষ্টাব্দে ষাট হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওনা হল। যার মাঝে হস্তী বাহিনী নামে একটি বিশেষ ফৌজি কাফেলা ছিল। তাই পুরো বাহিনী আসহাবে ফীল বা হস্তী বাহিনী নামে ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করে। আরববাসীগণ আব্রাহার এই বাহিনীর সংবাদ শুনে এটাকে এক দুঃসাধ্য বিষয় মনে করল। তারপরও তারা আব্রাহার মোকাবিলা করা অত্যন্ত অপরিহার্য মনে করল। অতএব ইয়ামনের শাসকগণ থেকে কোন একজন শাসক যার নাম ছিল যু-নফর, সে লড়াই করার জন্যে বের হল। কিন্তু আব্রাহার বাহিনীর সাথে সে টিকে উঠতে পারল না। সে পরাজিত ও বন্দি হল। তারপর আব্রাহা অগ্রসর হয়ে খাছআম গোত্রের বসতির নিকটবর্তী হলে নুফাইল ইবনে খাছআম তার গোত্রের লোকদেরকে নিয়ে মোকাবালার জন্যে বের হল। ইয়ামানের অন্যান্য গোত্রও এসে তার সাথে আব্রাহার মোকাবালার জন্যে মিলিত হল, ফলে আবরাহার সাথে প্রচণ্ড লড়াই হল, এক পর্যায়ে নুফাইল কয়েদ হয়ে গেল, তাই সে ভীত হয়ে বলল মহামান্য বাদশাহ আমি আরবের পথ ঘাট খুব ভাল ভাবে চিনি, আপনি আমাকে কাজে লাগাতে পারেন। সুতরাং আব্রাহা তাকে পথ দেখানোর জন্যে সঙ্গে নিয়ে নিল। তারপর সে তার বাহিনী নিয়ে তায়েফ অতিক্রম করার সময় মাসউদ ইবনে মুগীছ ছাকীফী তার গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক সঙ্গে নিয়ে এল এবং বলল হে বাদশাহ আমরা আপনার কৃতদাস, আমাদের পক্ষ থেকে আপনার কোন বিরোধিতা হবে না। বরং আপনি মক্কার যে স্থানটুকু ধ্বংসের জন্যে ইচ্ছা করেছেন, আমরা আপনার পথ দেখানোর জন্যে একজন পথপ্রদর্শক দিয়ে দিব। সুতরাং তারা তাদের গোলাম আবু রাগালকে পথ প্রদর্শনের জন্যে দিয়ে দিল। সে পথ দেখিয়ে আব্রাহাকে নিয়ে অগ্রসর হতে লাগল। কিন্তু সে মক্কার তিন ক্রোশ দুরে 'মাগমাস' নামক স্থানে পৌঁছে মারা গেল। এই আবু রাগালই ঐ ব্যক্তি যার কবরে পাথর নিক্ষেপ করা হয়।

অতঃপর আব্রাহা মাগমাস থেকে আসওয়াদ নামক এক হাবশীকে এজন্য প্রেরণ করল যে, সে যেন হরম থেকে উট বা অন্য কোন প্রাণী জাতীয় সম্পদ হাকিয়ে নিয়ে আসে। আসওয়াদ হরমে গিয়ে কা'বা শরীফের রক্ষনাবেক্ষনকারী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের দুইশত উষ্ট্রীসহ কোরাইশ ও তিহামাবাসীর অসংখ্য চতুষ্পদ জানোয়ার হাকিয়ে নিয়ে আসে। অতঃপর কমবখ্ত আব্রাহা হিমইয়ারী এক ব্যক্তিকে দুত হিসাবে

নির্বাচন করে এই উদ্দেশে মক্কায় প্রেরণ করল যে, সে যেন মক্কায় পৌছে মক্কার সরদারকে তালাশ করে বের করে এই পয়গাম পৌছে দেয়, আমি লড়াই করার জন্যে এখানে আসিনি, বরং মক্কায় অবস্থিত কা'বাকে ধ্বংস করার জন্যে এসেছি। দূত আব্‌রাহার এ সংবাদ নিয়ে মক্কায় পৌছল এবং আব্দুল মুত্তালিবের সাথে সাক্ষাৎ করে তার পয়গাম পৌছে দিল, আব্দুল মুত্তলিব সব শুনে বলল আমরাও তার সাথে লড়াই করতে চাইনা। আমরা তাকে ঐ ঘর পর্যন্ত পৌছতে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করব না। ইহা আল্লাহ্ তা'আলার সম্মানিত ও পবিত্র ঘর। যা তাঁর খলীল হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নির্মাণ করেছেন। যেহেতু ইহা আল্লাহ্ তা'আলার ঘর ও হরম তাই তিনি এর হেফাজত করবেন। যদি আব্‌রাহাকে আল্লাহ তা'আলা এ গৃহে আক্রমণ করা থেকে বাঁধা প্রদান না করেন তবে আল্লাহর শপথ আমাদের সে শক্তি নেই।

অতঃপর আব্দুল মুত্তালিব তার উটের সন্ধানে আবরাহার সেনা ছাউনিতে গেল। যু-নফর যেহেতু আব্দুল মুত্তালিবের পুরানো বন্ধু ছিল তাই প্রথমে তার কাছে গেল। যু-নফর বলল আমি তো এখানে বন্দি হিসাবে এসেছি, তবে উনাইস নামক এক ব্যক্তি রয়েছে সে আমার বন্ধু এবং হস্তী বাহিনীর অধিনায়ক। আমি তোমাকে তার নিকট পাঠিয়ে দিব। অতঃপর যু-নফর উনাইসকে ডেকে বলল ইনি কোরাইশদের সরদার এবং মক্কার দুইশত উটের মালিক। ইনি পাহাড়ের পাদদেশে লোকজনকে অন্ন দান করেন এবং পাহাড়ের উপর অরণ্য পশুদেরকেও খাবার বিতরণ করেন। সে বাদশাহর সঙ্গে দেখা করতে চায়। তবে সে তোমাদের সাথে লড়াই করতেও আসেনি তোমাদের বিরুদ্ধাচারণ করতেও আসেনি। হস্তীবাহিনীর অধিনায়ক উনাইস গিয়ে বাদশাহকে এ পয়গাম শুনালে বাদশাহ তাকে সাক্ষাতের অনুমতি দিল। আব্দুল মুত্তালিব শারিরীক গঠনের দিক দিয়ে সুঠাম ও বলিষ্ঠকায় এবং সুশ্রি ও আকার্ষণীয় ব্যক্তি ছিল। আব্‌রাহা তাকে দেখা মাত্রই স্বীয় সিংহাসন হতে অবতরণ করে তাকে অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে অভ্যর্থনা জানাল এবং নিজে সিংহাসনে বসে তাকে নীচে বসানো সমুচীন মনে করল না। তাই সে নিজে সিংহাসনে বসার পরিবর্তে তাঁর সাথে ফরাশে বসে পড়ল এবং দোভাষির মাধ্যমে তার আগমনের উদ্দেশ জিজ্ঞেস করল। আব্দুল মুত্তালিব বলল আমার উদ্দেশ হল এই যে, আপনার লোকজন আমার দুইশত উট নিয়ে এসেছে অনুগ্রহ করে আমার সে উটগুলো ফেরৎ দিন। একথা শ্রবণ করে আব্‌রাহা হতভম্ব হয়ে বলতে লাগল আমি আপনাকে প্রথমে

দেখে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে ছিলাম। কিন্তু আপনার এ উক্তি আপনাকে আমার দৃষ্টিতে হেয় করে দিয়েছে। আপনি আপনার সাধারণ উষ্ট্রীর সন্ধানে এসেছেন। অথচ এ গৃহ সম্বন্ধে কোন উচ্চ বাচ্চ করলে না, যার মাঝে তোমার ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের ইজ্জত-আবরু নিহিত। আরদুল মুত্তালিব জওয়াব দিলেন আমি তো শুধু আমার উটের মালিক। আর এ গৃহের মালিক অন্য এক সত্তা, যিনি স্বয়ং উহাকে রক্ষা করবেন। আব্‌রাহা বলল অদ্য তিনি আমা থেকে এ ঘর রক্ষা করতে পারবেন না। আব্দুল মুত্তালিব বলল আপনি এবং সেই মহান সত্তাই এ সম্পর্কে অবগত। একথা বলে তিনি আব্‌রাহার নিকট থেকে উঠে উনাইসের কাছ থেকে উটগুলো নিয়ে ফিরে গেলেন।

আব্দুল মুত্তালিব আব্‌রাহার সেনা-ছাউনি হতে ফিরে এসে সমগ্র কোরাইশদের একত্রিত করে উপদেশ দিয়ে বললেন " তোমারা নিজেদের বাল বাচ্চাদের নিয়ে পাহাড়ে ছড়িয়ে পড় এবং পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে নিজেদেরকে হেফাজত কর।" অতঃপর তিনি কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে নিয়ে হরমে প্রবেশ করে কাবা শরীফের চৌকাঠ ও শিকল আকড়ে ধরে বিশ্ব প্রতিপালকের নিকট অতি মিনতি সহাকরে প্রার্থনা করতে লাগলেন "ওহে পরওয়ারদিগার আপনাকে ব্যতীত তাদের মোকাবালা করার জন্যে কারো প্রতি ভরসা রাখি না, প্রভু আপনার হরমকে তাদের থেকে রক্ষা করুন। এ গৃহের দুশমন আপনার দুশমন, সুতরাং স্বীয় জনপদ উজাড় করা থেকে তাদের বাঁধা প্রদান করুন। ওহে প্রভু বান্দা আপন আসবাব সংরক্ষণ করছে, আপনি স্বীয় সামান হিফাজতে রাখুন। ক্রুশের ধ্বজাধারী ও পূজারীদের বিপরীতে আপনার উপাসনাকারীদের সাহায্য করুন। তাদের ক্রুশ এবং রীতিনীতি আপনার বিচার বিবেচনার উপর যেন প্রাধান্য না পায়। আপনার খাদেমদের কয়েদ করার জন্যে তাদের রাজ্যের অসংখ্য সৈন্য ও হস্তী সমুহকে নিয়ে এসেছে। তারা তো স্বীয় বিবেকের সাথে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে আপনার হরম ধ্বংসের ধৃষ্টতা দেখিয়েছে, আর তারা আপনার ক্ষমতার তোয়াক্কা করেনি। অতএব যদি আপনি তাদেরকে এবং আমাদের মহাপবিত্র কা'বাকে এভাবেই ছেড়ে দেন, তবে আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন।"

আব্দুল মুত্তালিব বিশ্ব মালিকের কাছে হৃদয়ের সবটুকু আবেগ নিয়ে এই মুনাজাত করে কা'বার চৌকাঠ ও শিকল ছেড়ে দিলেন। তার হৃদয়ে এ বিশ্বাস বদ্ধমুল হয়ে ছিল যে, আব্‌রাহার বাহিনীর ধ্বংস অনিবার্য। তাই তিনি সঙ্গীদেরকে

নিয়ে পাহাড়ে চলে গেলেন। আব্রাহা রাস্তা পরিষ্কার দেখে দৃঢ় বিশ্বাস করে নিল যে, এখন কা'বাকে ধ্বংস করে দেয়া কোন দুরহ বিষয় নয়। কারণ এখানে বাধা দানকারী কেউ নেই। তাই সে পরদিন ভোরে মাগমাস নামক স্থানে মক্কায় প্রবেশের প্রস্তুতি নিতে লাগল এবং সৈনিকদেরকে হাতিসহ প্রস্তুত হতে বলল। তারপর আবরাহা বিশাল দেহ বিশিষ্ট ও দুর্দান্ত শক্তিশালী মাহমুদ নামক হাতীর উপর আরোহণ করে সৈন্য বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হল। যখন এই প্রতাপশালী বাহিনী নিয়ে আবরাহা মক্কার নিকটে ওয়াদিয়া মাহ্শার নামক স্থানে পৌঁছল, তখন তার হাতীটি সহসা এককী বসে পড়ল। তারপর সৈনিকরা হাতীটিকে উঠানোর জন্যে আপ্রান চেষ্টা করল, কিন্তু হাতিটি আর উঠল না। লোকেরা উহার মাথায় লোহার কোদাল দিয়ে আঘাত করল, কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না। পরিশেষে তারা হাতিটিকে ইয়ামানের দিকে ঘুরিয়ে দিল, তৎক্ষনাৎ হাতীটি উঠে দ্রুত গতিতে চলতে লাগল। তারপর একে একে সিরিয়ার দিকে ও পূর্বদিকে মুখ করা হলে হাতীটি পূর্বের ন্যায় চলতে লাগল। কিন্তু পরিশেষে যখন আবার মক্কার দিকে মুখ করা হল তখন উহা আর দাড়িয়ে থাকতে পারল না, তৎক্ষনাৎ বসে পড়ল। ইতিমধ্যে দেখা গেল সমুদ্রের দিক থেকে সবুজ ও যরদ রং এর ছোট ছোট পাখি দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে সারা আকাশ বেষ্টন করে আব্রাহার বাহিনীর দিকে আসছে। দেখতে দেখতে এই অদ্ভুত পাখির ঝাঁকটি আব্রাহার বাহিনীকে ঘিরে ফেলল এবং তাদের উপর উহাদের ঠুঁটে ও পায়ে করে আনা ছোট ছোট কংকর বর্ষণ শুরু করে দিল। আল্লাহ তা'আলার অসীম কুদরতে ছোট ছোট পাথরের টুকরোগুলো বন্দুকের গুলির চেয়ে অধিক কার্যকরি ছিল। যার গায়ে লাগত তার এক দিক দিয়ে প্রবেশ করে আরেক দিক দিয়ে রেব হয়ে যেত। ফলে অনেকে সেখানেই ধ্বংস হয়ে যায় আবার কতকে পলায়ন করে বিভিন্ন দিকে ছুটে যায় এবং পথে প্রান্তরে ও বিভিন্ন ঝর্ণার ধারে মৃত্যু বরণ করে।

পরিশেষে আবরাহা কিছু লোক সহ আহত অবস্থায় সানআ গিয়ে পৌঁছে। আল্লাহ তাআলা তার শরীরে এক ধরণের রোগ সৃষ্টি করে দেন। ফলে তার শরীর পচে খসে পড়তে থাকে। শরীরের কোন অংশ খসে পড়লে সেথা হতে কিছু রক্ত পুজ প্রবাহিত হত। এভাবেই একদিন তার বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে সে মৃত্যু বরণ করে। প্রিয় পাঠক এই ছোট ছোট পাখিগুলোই কুরাঅনের ভাষায় আবাবীল নামে খ্যাত।

-সূরা ফিল

তামামশোদ

গ্রন্থপঞ্জি

তাফসীর

❋ কুরআন শরীফ

❋ তাফসীরে বায়যাবী – আল্লামা কাযী আবদুল্লাহ ইবনে উমর বায়যাবী (রহঃ)

❋ তাফসীরে মাযহারী – আল্লামা কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ পানিপতি (রহঃ)

❋ তাফসীরে জালালাইন – আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী ও আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (রহঃ)

❋ তাফসীরে ইবনে কাসীর – আল্লামা ইসমাঈল ইবনে কাছীর(রহঃ)

❋ তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন– আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ)

❋ তাফসীরে বয়ানুল কুরআন – হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)

❋ তরজমায়ে শায়খুলহিন্দ – আল্লামা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহঃ)

❋ তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন –মাওলানা মহিউদ্দীন খান অনুদীত

❋ আল কুরআনুল কারীম – ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

হাদীছ

❋ বুখারী শরীফ – মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী (রহঃ)

❋ মুসলিম শরীফ – ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রহঃ)

❋ আবুদাউদ শরীফ – ইমাম সুলায়মান ইবনে আসআছ আবুদাউদ (রহঃ)

❋ তিরমিযী শরীফ – ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ঈসা তিরমিযী (রহঃ)

❋ মিশকাত শরীফ – ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ খতীবে তিব্রিযী (রহঃ)

সীরাত

❋ সীরাতে মোস্তফা – মাওলানা ইদ্রীস কান্দুলবী (রহঃ)

❋ বিশ্বনবী – গোলাম মোস্তফা

❋ সীরাতুন্নবী – আল্লামা শিবলীনো'মানী

❋ সীরাতে খাতামুল আম্বিয়া – মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ)

নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী

নাদিয়া ভবন, ৫৯ চকবাজার। ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা।